পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

আবুল হাসান

(ঐতিহাসিক নাটক)

—রূপমহল থিয়েটারে অভিনীত—

প্রথম অভিনয়,—শনিবার ৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৫)

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নৃত্যলাল শীলস্ লাইব্রেরী
২০২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক—শ্রীননীগোপাল শীল
২০২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
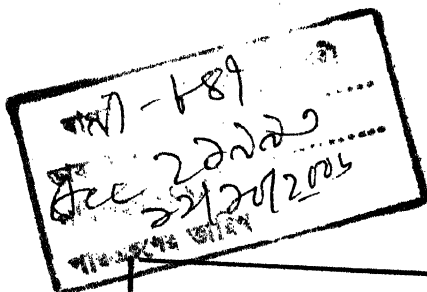
লেখক—

রক্তকমল—
গৈরিক পতাকা—
ঝড়ের রাতে—
সতী-তীর্থ—
জননী—
দেশের দাবী—

প্রিণ্টার—শ্রীননীগোপাল শীল
'বিজলী প্রেস'
৯৮।৩নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় করকমলেষু—

অকারণে আঘাত দিয়ে দিয়ে

আপনার

অন্তরের সুধা বার ক'রে নিয়েছি,

আপনার

ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'য়েছি

আপনার

রসানুভূতি ও চিন্তাশীলতায় অভিভূত হ'য়েছি,

আপনার

চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে বিস্মিত হ'য়েছি

তাই

আবুল হাসান

আপনার

কর-কমলে অর্পণ করলুম।

শ্রদ্ধাবনত

শচীন্দ্রনাথ সেন গু

আবুল হাসান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হায়দ্রাবাদ শহরের সৈয়দ রাজু কোটালের আশ্রম সংলগ্ন উদ্যান। চারিদিকে ল, খেজুর গাছ। মাঝে নানা জাতীয় ফুলের গাছ। একপাশে একটা কূপ। ছন দিকে কুটীর-শ্রেণী। তারও পিছনে বহুদূরে পাহাড়।

যবনিকা যখন উঠিল, তখনও ভাল করিয়া ঊষার আলো ফুটিয়া উঠে নাই। সই আধা আঁধারে বসিয়া একটি তরুণ গান গাহিতেছে। আঁধার হইতে আলোক যাইবার গান—নব জীবনের গান।

গায়ক। গীত

পূর্ব্বাচলে জাগ্‌ছে যখন তিমির তিরস্কার
ঘুম ভুলান আলো তোমায় করছি নমস্কার
অন্ধকারের সিন্ধুকূলে রক্ত কিরণ পদ্মফুলে
তপ্ত নব জীবন প্রভার পরম পুরস্কার !
আলোক তোমায় করছি নমস্কার।
মরণ কোলে জীবন আলো মর্ম্মে অমর দীপ্তি ঢালো
স্নিগ্ধ প্রাণের দৈন্যে কর অগ্নি সংস্কার
বুদ্ধ তোমায় করছি নমস্কার।

গানের সঙ্গে সঙ্গে উষার আলো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। গায়ক গাহিতে
গাহিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, সূর্য্যের আলো আসিয়া তাহার মুখে পড়িল।
দুই হাত তুলিয়া সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া সে গান শেষ করিল।
পিছনের একটি কুটীরের দুয়ার খুলিয়া হাসান বাহির হইল।

হাসান। আবার ওই গান!

পায়ক তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া নীরবে চলিয়া গেল।
হাসান আগাইয়া আসিল

গান গাইবার আর যায়গা পাওনি। গাধা……উল্লুক……

ঢিল তুলিয়া লইয়া গায়কের উদ্দেশ্যে ঢিল ছুড়িতে লাগিল। মাথায়
কলসী লইয়া একটী তরুণী অন্যদিক হইতে প্রবেশ
করিল। তাহার নাম মমতাজ

মমতাজ। হাসান!

হাসান ফিরিয়াও চাহিল না, ঢিল ছুড়িতে লাগিল।
মমতাজ আরও অগ্রসর হইল

হাসান!

হাসান ঢিল তুলিতে তুলিতে মুখ ঘুরাইয়া
তাহাকে দেখিল

ছিঃ হাসান!

হাসান ঢিল না তুঁলিয়া সোজা দাঁড়াইয়া
তাহার দিকে চাহিল

হাসান। ও রোজ রোজ এখানে এসে ও গান কেন গাইবে!

মমতাজ। ভালোইত! ওর গান শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুম ভাঙে, আর মনে
হয় দিনটা ভালোই যাবে।

হাসান। কিন্তু ওর ওই গান যেন আমার কাণে বিষ ঢেলে দেয়।

মমতাজ। তুমিও তো গান ভালবাসো, হাসান।

হাসান মমতাজের হাত ধরিল

হাসান। সে তোমার গান মমতাজ!

মমতাজ। কিন্তু ও যে আমার চেয়ে ঢের ভালো গায় হাসান। ওর গান শুনে আমার ইচ্ছে হয় ওর পায়ের কাছে বসে, ওর চোখের দিকে চেয়ে সারাটা জীবন গান শুনেই কাটিয়ে দি।

হাসান কঠিন হইয়া উঠিল

হাসান। ও!

অভিমান সূচক স্বরে কহিল

বেশ! তাই তুমি কোরো।

বেগে বাহির হইয়া গেল। মমতাজ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর কূপের দিকে অগ্রসর হইয়া কলসীতে দড়ি লাগাইয়া কূপে নামাইয়া দিল। তারপর চরকীর হাতল ঘুরাইয়া কলসী তুলিতে তুলিতে ভরা গাগরীর গান গাহিতে লাগিল।

মমতাজ।　　গীত

কনক কাঁকনে কন কন তানে জল ভরে নাও গাগরী।
আঁখি জলে যদি বুক ভরে যায় মুখে হেসো তবু নাগরী॥

হাসান প্রবেশ করিল। দূরে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। মমতাজ তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চরকীর হাতল তুলিতে লাগিল, হাসান ধীরে ধীরে তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে কহিল

হাসান। ওর গান আমি কেন সইতে পারি না, জান মমতাজ?

মমতাজ। ওকে তুমি হিংসে কর বলে।

হাসান। ওর ওই গান শুনে আমার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তোমায় ছেড়ে, আমার গুরুর এই আশ্রম ছেড়ে চলে যাবার জন্যে আমার অন্ত [illegible]া আর্ত্তস্বরে কেঁদে ওঠে।

মমতাজ চমকিয়া চরকীর হাতল ছাড়িয়া দিয়া হাসানের কাছে গিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিল

মমতাজ। কোথায় যেতে চাও তুমি, হাসান?

হাসান সামনের দিকে দৃষ্টি ভাসাইয়া দিয়া কহিল

হাসান। যেতে চাই না……আমি যেতে চাই না মমতাজ……তাই তো ওর গান আমি সইতে পারি না। ভুলেই আমি ভাল আছি…… ভুলেই আমি থাকতে চাই।

মমতাজ। কিন্তু তুমিত ভুলতে পারনি।

হাসান। কে বল্লে পারিনি?

মমতাজ। আমি!

হাসান। তুমি ভুল বুঝেছ।

মমতাজ। আচ্ছা, একবারও তোমার মনে হয় না তুমি কে?

হাসান। আমি? আমি ফকির! এই পোষাক, এই চেহারা, এই গুরুর আশ্রম, প্রতিদিনের ভিক্ষালব্ধ খাদ্য আমায় মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে দেয় না যে আমি ফকির।

হাসান উত্তেজিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে
কহিতে লাগিল

ফকির! ফকির! আমির.........

হঠাৎ থামিয়া মমতাজের দিকে চাহিল। মমতাজ
হাসিয়া উঠিল। হাসান বেগে তাহার
কাছে আসিয়া কহিল

তুমি হাস্‌ছ যে!

মমতাজ। তুমি ভুলতে পারনি বলে। তুমি আমির, ফকির নও একথা তোমার মনে আছে জেনে!

হাসান। আমি আর আমির হতে চাই না মমতাজ।

কুটীর দুয়ারে সৈয়দ সাহেব আসিয়া দাঁড়াইলেন

সৈয়দ সাহেব। হাসান!

হাসান। বাপুজী!

সৈয়দ সাহেব। বাগিচার মাটি তৈরি করেচ বাপ?

সৈয়দ সাহেব বাহিরে চলিয়া গেলেন

সৈয়দ সাহেব। হাসান!

হাসান। যাই বাপুজী, এইবার বলত মমতাজ, আমি আমির না ফকির?

মমতাজ। তুমি আমির।

হাসান। তোমার ঐ বিশ্বাস নিয়ে তুমিই থাক।

হাসান চলিয়া গেল। মমতাজ তাহার দিকে চাহিয়া
দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আপন মনে কহিল

মমতাজ। আমিরও নও, ফকির নও, তুমি......তুমি হয়তো দেবতা।

কূপের কাছে গিয়া চরকির হাতল ঘুরাইয়া আবার
কলসী তুলিতে লাগিল। সৈয়দ সাহেব
প্রবেশ করিলেন

সৈয়দ সাহেব। হাসান বুঝি ভোরে উঠেই হাঙ্গামা বাধিয়েছিল।

মমতাজ। সেই ছেলেটার গান ও সইতে পারে না, বাপুজী,

সৈয়দ সাহেব। কেন ?

মমতাজ। ওকে এখানে কেন বেঁধে রেখেছেন বাপুজী !

সৈয়দ সাহেব। ওকে বেঁধে রাখবো আমি ! কুতবসাহী রক্ত ওর দেহে এখনও যে ফুটচে মা। তাই ত এমন উদ্দাম, এত অস্থির ও।

মমতাজ। আর ওকে আপনি করতে চাইছেন ফকির ?

সৈয়দ সাহেব। ফকির ? না, না, না·········

হাসিতে হাসিতে সৈয়দ সাহেব চলিয়া গেলেন। মমতাজ কলসী লইয়া
চলিয়া গেল। অপর দিক হইতে একটি প্রৌঢ় প্রবেশ করিল।
প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, পরিচ্ছন্ন পোষাক—নাম বাহাদুর

বাহাদুর। কাউকেও তো দেখ্‌চি না ! ওই যে ! আহা, হা, চলবার কি ভঙ্গি। ও সুন্দরী শুনচ, ওগো, ও বিবি পানিওয়ালী ! আরে ও গাগরী ভরণেওয়ালী !

মমতাজ ফিরিয়া আসিল

মমতাজ। সুলতানের খাস বাবুর্চি হয়েচ বলে দ্যামাক আর ধরে না দেখচি, চোখে দেখেও চিন্‌তে পার না।

বাহাদুর। আরে তুই ! তাজ !

মমতাজ। হাঁ, বাবুর্চি বাহাদুর, সেলাম !

বাহাদুর। না, না, তামাসা নয়। সত্যিই তোকে চিন্‌তে পারিনি। কেমন ডাগরটি হয়েছিস্ তুই। আর রূপেরও জৌলুস !

মমতাজ।······কী!

অপরূপ ভঙ্গীতে দাঁড়াইল

বাহাদুর। ওরে বাবা! চোখের কোণে যে আগুনও রয়েছে। তাজ রাগ করিসনি দিদি, একটা সত্যি কথা বলব?

মমতাজ। কি?

বাহাদুর। এই ফকিরের আশ্রম তোর থাকবার মতো ঠাঁই নয়, ভাই।

মমতাজ। সত্যি!

বাহাদুর। সত্যি বলচি তাজ!

মমতাজ। তাহলে তাঞ্জাম পাঠাতে বোলো তোমার সুলতানকে।

যাইবার জন্য ফিরিল

বাহাদুর। তাজ!

মমতাজ ঘুরিয়া দাঁড়াইল

সুলতানের হারেমে তোমার মতো সুন্দরী নাই।

মমতাজ। তাই বুঝি আমাকেই কাবাব করে সুলতানের খানা বানাতে চাও বাবুর্চ্চি বাহাদুর?

বাহাদুর। আহা, হা, কি যে বল তুমি, কি যে বল।

মমতাজ। ঠিকই বলচি। শুনতে পাই তোমাদের সুলতানের নিত্য চাই নতুন নতুন নারী। সেই মতলবে যদি এসে থাক তাহলে সরে পড়। হাসান শুনলে খাস বাবুর্চ্চি বাহাদুরের ভুঁড়িটি ফাঁসিয়ে দেবে।

বাহাদুর। হাসান!

মমতাজ। হাঁ!

বাহাদুর। আবুলহাসান?

মমতাজ। হাঁ বাবুর্চ্চি বাহাদুর!

বাহাদুর। সৈয়দ আবুলহাসান কুতবসাহী।

কুর্ণিশ করিল

মমতাজ। নাম শুনেই যে ভক্তি উপচে পড়চে! ব্যাপার কি?

বাহাদুর। জনাবের সন্ধানেই আমি এসেছি। আর ওরাও যে আসছে।

মমতাজ। ওরা কারা?

বাহাদুর। হাতী, ঘোড়া, লোক, লস্কর নিয়ে স্বয়ং মহলদার সাহেব।

মমতাজ। হাসানকে বন্দী করতে নাকি!

বাহাদুর। হাঁ, একেবারে ধরে নিয়ে যাবে।

মমতাজ। কেন?

বাহাদুর। সুলতানের ছোট মেয়ের সঙ্গে সাদী দেবে বলে।

মমতাজ। তামাসা নয়, সত্য কথা বল দাদুসাহেব।

বাহাদুর। সত্যিই বলচি দিদি, ~~মেয়ের সাদী দেবে বলে। এতদিন যাকে পুষে রাখা হয়েছিল, আজ তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আজই স্থির হয়েছে দিদি হাসানের সঙ্গে সুলতানের মেয়ের বিয়ে হবে~~।

মমতাজ। সুলতানের মেয়ের সঙ্গে হবে হাসানের বিয়ে!

বাহাদুর। সুলতানের, বেগমদের, সকলেরই সেই ইচ্ছে। আজই বিয়ে হয়ে যাবে। যাবি দিদি, আমার সঙ্গে যাবি দেখতে?

মমতাজের মাথা হইতে কলসীটা পড়িয়া গেল। বাহাদুর তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল

তুই কাঁদচিস দিদি!

মমতাজ সরিয়া গিয়া কোণের একটা উঁচু যায়গায় বসিল
বাহাদুর কাছে গিয়া কহিল—

হাসানের চেয়ে ভালো ছেলে সারা গোলকোণ্ডা খুঁজে পাওয়া যাবে না। হীরের টুক্‌রো, দিদি, হীরের টুক্‌রো।

মমতাজ সদর্পে উঠিয়া দাঁড়াইল

মমতাজ না, না, হাসান সুলতানের মেয়েকে বিয়ে করবে না, সুলতানের পাপ পুরীতে আর সে ফিরে যাবে না—

বাহাদুর। কি যে ভুল বলিস্‌ দিদি। কুতুবসাহী সাম্রাজ্যের মালিক অপুত্রক। তাঁর জামাই যে হবে, সাম্রাজ্যের সিংহাসনে একদিন সে বস্‌তেও পারবে। শুধু এই আশা নিয়ে কতদেশের কত রাজবংশের ফুটফুটে সব ছেলে হায়দ্রাবাদের প্রাসাদে ঠায় পাহারা দিচ্ছে।

মমতাজ। যাও বাবুর্চি বাহাদুর, তোমার সুলতানকে গিয়ে বল সেই সব রাজা বাদসার কোন ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে। হাসান বিয়ে করবে না—হাসান ফকির।

আনন্দে আত্মহারা হইয়া হাসান প্রবেশ করিল

হাসান। হাসান ফকির নয়, হাসান আমির। দিন দুনিয়ার মালিক। এই ত্থাখ!

হাসান দুখানি হাত মমতাজের চোখের সামনে ধরিল।
মমতাজ বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল

বুঝতে পারচ না?

মমতাজ। না।

হাসান। কী বোকা তুমি!

মমতাজ সরিয়া গিয়া বসিল। হাসান হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মমতাজকে দেখিল

না শুনেই রাগ করচ !

মমতাজের পায়ের কাছে গিয়া বসিল

আমি বাগিচার মাটি ভাঙছিলুম। বাপুজী সেই মাটীতে জল ঢেলে দিয়ে বল্লেন, হাত দিয়ে ঘেঁটে দে। তাই আমি দিলুম। গেরুয়া সেই কাদায় হাতে রং ধরল। ~~বাপুজীকে বল্লুম, দেখুন ত, কি হোলো। বাপুজী কি বল্লেন জান, তাজ?~~

মমতাজ উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসানও
তাহাই করিল

বাপুজী বল্লেন, ~~তাজ, বাপুজী বল্লেন~~—হেনার রং মাখিয়ে দিলুম তোর হাতে·········আজ তোর বিয়ে।

মমতাজ চমকিয়া তাহার দিকে ফিরিল

মমতাজ। বাপুজীও তাই বল্লেন ?

হাসান। কার সঙ্গে তা কিন্তু বল্লেন না। আমি ছুটে এলুম। আমি তো জানি।······

মমতাজ। তুমিও জান ?

হাসান। জানিনে ?

মমতাজ। কি জান ?

হাসান। বিয়ে যদি আমার হয়, তোমার সঙ্গেই হবে। তাইত বল্লুম হাসান ফকির নয়, হাসান আমির, দিন দুনিয়ার মালিক।

হাত দোলাইয়া দুই পাক ঘুরিয়া লইল
মমতাজ মুখ ঘুরাইয়া লইল

ওকি মুখ ফিরিয়ে নিলে কেন? লজ্জা হোলো বুঝি! তুমি জান্তে না; কিন্তু আমি জান্তুম যে একদিন বাপুজী আমায় বল্‌বে তোমাকে বিয়ে করতে।

মমতাজ। থাক্ হাসান, ও-কথা এখন থাক্।

হাসান মমতাজের সামনে চাষাদের অনুকরণে বসিল

হাসান। ভাবচ আমি এই রকম করেই হেসে খেলে দিন কাটাবো আর তুমি অভাবে কষ্ট পাবে? ভাবচ আমার বাড়ী নেই, ঘর নেই, বিত্ত নেই, পসার নেই—তোমায় কোথায় রাখবো, কি খাওয়াবো, কি পরাবো কেমন?

মমতাজ। আমি ও সব কিছুই ভাবচিনে!

হাসান। তবে তোমার মুখ অমন ভারি কেন? তুমিত জান আমি কাজ করতে শিখিচি। তুমিত দেখেচ লোহায় শাবলের মত শক্ত আমার এই বাহুতে কতখানি শক্তি রয়েচে। তুমিত দেখেচ আমার হাতে চষা জমি সোনার ফসল দেয়, আমার রোয়া গাছ ফলের ভারে নুয়ে পড়ে, আমার সেবায় খুসী হ'য়ে গাভীরা অপর্য্যাপ্ত দুধ দেয়।

বলিতে বলিতে হাসান হাঁটু গাড়িয়া বসিল, স্থিরদৃষ্টিতে মমতাজের দিকে চাহিয়া রহিল

আমাদের কিসের অভাব মমতাজ?

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মঞ্চের পিছন দিক নির্দ্দেশ করিয়া কহিল

ওই পাহাড়ের নীচে আমরা আমাদের সুখের ঘর গড়ব, ওই ঝরণার কলতানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তুমি গান গাইবে—আমি তোমার কোলে মাথা রেখে দিনের শ্রান্তি, জীবনের ক্লান্তি, পৃথিবীর অবিচার, সব ভুলে স্বর্গের সুখ উপভোগ করব। ~~তাজ!~~

~~আবার মমতাজের কাছে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল~~

~~কথা কও মমতাজ, সায় দাও, বল তুমি আমার বিয়ে করবে।~~

বাহাদুর। জনাব !

হাসান। কে ?

মুখ ঘুরাইয়া বাহাদুরকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

কে তুমি ?

বাহাদুর। বান্দার নাম বাহাদুর খাঁ, সুলতানের খাস বাবুর্চ্চি।

হাসান। বাঃ, বাঃ ! মেঘ না চাইতেই জল। আমির হয়েচি ভাবতেই একেবারে সুলতানের খাস্ বাবুর্চ্চির আবির্ভাব ! বহুৎ আচ্ছা। খানা তৈয়ারি বান্দা ?

বাহাদুর। জী হুজুর।

হাসান। জল্‌দি লে আও। ম্যায় ভুখা হুঁ।

বাহাদুর। জনাব !

হাসান। দোসরা বাত নেহি। জল্‌দি লে আও।

বাহাদুর। হিঁয়াপর কেইসে লে আওঙ্গে জনাব ?

হাসান। কুত্তাসে খিলায়াঙ্গে, বেতমিজ !

বাহাদুর। জনাব !

ভয়ের ভাণ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হাসান হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

হাসান। দেখচ বাহাদুর খাঁ, আমিরি মেজাজ আজও বজায় করে রেখেচি। তারপর এখানে কি মনে করে আসা হয়েচে ? আরে ওরা কারা ! ওই অত সব লোকজন ? ঐ হাতী নিয়ে, ঘোড়া নিয়ে, এদিকে যেন না আসে। বাহাদুর খাঁ, ওদের ওই দিক দিয়ে চলে যেতে বল। ওই দিক্ দিয়ে। এটা আগ্রার লড়াইয়ের মাঠ নয়।

বাহাদুর। জনাব, ওরা যে আপনার কাছেই আসছে।

হাসান। আমার কাছে আসতে হবে না। তুমি ওদের বলে দাও আমি কোন ভদ্দর লোকের সঙ্গে দেখা করি না।

বাহাদুর জনাব!

হাসান। যাও।

বাহাদুর ইতস্ততঃ করিয়া চলিয়া গেল

মমতাজ! মমতাজ! ওরা আমার কাছে কেন আসচে, আমার কাছে ওরা কি চায়।

মমতাজ। সুলতানের লোক ওরা। এসেছে কুতবসাহী-বংশের খ্যাতিমান এক ব্যক্তির কাছে। আমি বংশ-গৌরব-বিহীনা গরীব, কেমন করে বলবো ওরা কি চায়।

হাসান। আমি কি করিচি তাজ যে, অমন করে কথা দিয়ে আমায় তুমি বিঁধচ?

মমতাজ। ওই যে ওঁরা আসচেন।

চার পাঁচজন কর্ম্মচারীকে পথ দেখাইয়া বাহাদুর খাঁ প্রবেশ করিল

বাহাদুর। জনাব, মহালদার মুসাখাঁ।

সকলে কুর্নিশ করিল

হাসান। আসুন, আসুন মহালদার সাহেব।

মমতাজ। হাঁ, আসুন আপনারা। হাসান মনে করেচেন, আপনাদের পায়ের ধুলোয় এ আশ্রম আজ পবিত্র হোলো।

হাসান। মমতাজ, ওঁরা অভ্যাগত।

মমতাজ। তাতো দেখতে পাচ্ছি।

হাসান। বাপুজীকে ডেকে দোব?

মুসাখাঁ। তিনি কে?

হাসান। এই আশ্রমের মালিক, আমার প্রতিপালক।

মুসাখাঁ। কুতবশাহী বংশে যার জন্ম; প্রতিপালকের কৃপার ওপর তাকে নির্ভর করতে হয় না—

হাসান। কিন্তু আমাকে হয়েচে।

মুসাখাঁ। তাইত সুলতান হাতী, ঘোড়া, লোক, লস্কর সহ আমাকে পাঠিয়েছেন।

হাসান। তাতো দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু কেন পাঠিয়েছেন, কার কাছে পঠিয়েছেন ?

মুসাখাঁ। আপনার কাছে।

হাসান। আমি আপনার পরিহাসের পাত্র নই মহালদার সাহেব।

মুসাখাঁ। পরিহাস করবার স্পর্দ্ধাও আমার নেই কুতবশাহী।

হাসান। আপনি সত্য বলছেন, সুলতান আপনাকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে ?

মুসাখাঁ। আমি মিথ্যা বলি না।

হাসান। সুলতানের কি আদেশ ?

মুসাখাঁ। এখানে এক অপরিচিতা রয়েচেন।

হাসান। অপরিচিতা ? কে ! তাজ ? ও, আমার বাগ্‌দত্তা আমার ভাবী বধূ।

মুসাখাঁ। সে কি !

মমতাজ। আঁতকে উঠবেন না মহলাদার সাহেব। হাসানের কথা সত্য নয়।

হাসান। তাজ !

মমতাজ। মহলাদার সাহেব এসেছেন, রাজকন্যা সহ তোমাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দেবেন বলে।

হাসান। এ কী তুমি বলচ তাজ !

মমতাজ। ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।

মুসাখাঁ। অর্দ্ধেক রাজত্বের খবর রাখি না। তবে সুলতান-নন্দিনীকে সুলতান যে আপনার করে অর্পণ করতে চান—এ আমি ঠিক জানি।

হাসান। আপনি কি বল্‌চেন মহালদার সাহেব?

মুসাখাঁ। আমি এত বুড়ো হইনি যে ভুল বক্‌বো।

হাসান। আপনি হয়তো পাত্র ঠিক করতে পারেন নি। আমি এক নগণ্য ফকির, সৈয়দ সাহেবের সাকরেদ। সুলতানের যাকে প্রয়োজন, সে হাসান আমি নই—

মুসাখাঁ। আমি যে আপনাকে চিনি। আপনার ছেলেবেলায় কতবার আপনাকে আমি দেখিচি।

মমতাজ। সুলতানের সভাসদেরা যখন আবুলহাসানকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন আপনি কোথায় ছিলেন মহালদার সাহেব?

মুসাখাঁ। এরূপ যে কখন ঘটেছিল, তাও আমি শুনিনি।

মমতাজ। মহলাদার সাহেব মিথ্যা কথা বলেন না, না?

মুসাখাঁ। অপরিচিতার সঙ্গে তর্ক করবার অবসর আমার নেই।

মমতাজ। ও! আচ্ছা; আমিও যদি বলি হাসানকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছাও আমার নেই?

মুসাখাঁ। সুলতানের আদেশ·····

মমতাজ। সুলতান আদেশ করতে পারেন আপনাকে, কেননা আপনি তাঁর মহালদার, গোলাম। কিন্তু যাকে তিনি কন্যাদানে ধন্য হতে চান, তার প্রতি তাঁর কোন আদেশই থাকতে পারে না—তাঁর কাছে থাকতে পারে শুধু অনুগ্রহ ভিক্ষা, সুলতানের

সেই প্রার্থনা আপনি সংযত ভাষায় পেশ করুন, সুবোধ হাসান সহজেই সম্মত হবে।

হাসান। মমতাজ!

মমতাজ। তোমার বংশের প্রধান ব্যক্তি সুলতান আবদাল্লা কুতবসাহীকে তোমার করুণা প্রার্থী হতে বলচি শুনে তোমার কি রাগ হোলো হাসান?

হাসান। না, না, মমতাজ সে কথা নয়। ~~ওদের কোন প্রস্তাবেই আমি সম্মতি দোবনা। তুমি ওদের আশা দিয়োনা।~~—

সৈয়দ সাহেব প্রবেশ করিলেন

সৈয়দ সাহেব। হাসান!

হাসান। বাপুজী! ওঁরা এসেছেন এক অসঙ্গত প্রস্তাব নিয়ে······

সৈয়দ সাহেবের দিকে ছুটিয়া গেল, সৈয়দ সাহেব তাহার বুকে পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে

সৈয়দ সাহেব। আমি জানি হাসান। তোমাকে তো বলেইছিলাম বাপ, আজ তোমার সাদি।

হাসান। কিন্তু সে তো তাজের সঙ্গে বাপুজী।

সৈয়দ সাহেব। আমি ত তা বলি নাই।

হাসান। তাহলে তাজের কি হবে?

সৈয়দ সাহেব। খোদার যা মর্জ্জি।

হাসান। বাপুজী!

সৈয়দ সাহেবের হাঁটু ধরিয়া বসিল

সৈয়দ সাহেব। হাসান!

হাসান। আমি যাব না।

সৈয়দ সাহেব। যেতে যে হবেই বাপ! মহালদার সাহেব, আপনারা একটু বাইরে অপেক্ষা করুন, আমি হাসানকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হাসান। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?

সৈয়দ সাহেব। তুমি যখন প্রাসাদ ত্যাগ করে এসেছিলে, তখনো কি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কাজ করতে বাধ্য হওনি?

হাসান। সেই অপমানের, সেই লাঞ্ছনার কথা ভুলে আবার আমি কেমন করে স্থলতানের প্রাসাদে ফিরে যাব?

সৈয়দ সাহেব। সেদিন যাদের কাছে তুমি লাঞ্ছিত হয়েছিলে, আজ তারাই হবে তোমার কাছে লজ্জিত। আজ তারাই আভূমি নত হয়ে তোমাকে কুর্নিশ করবে, তোমার কৃপালাভে ধন্য হবে।

হাসান। তা আমি চাই না, বাপুজী।

সৈয়দ সাহেব। কিন্তু আমি যে চাই হাসান।

হাসান। আপনি!

সৈয়দ সাহেব। আমি এত মূর্খ নই যে সিংহশিশুকে মেষশাবকে পরিবর্ত্তিত করে রাখবো! কুতুবশাহী বংশের এক বীর যুবককে ফকির করে তুলবো।

হাসান। তবে এই আশ্রমে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন কেন?

সৈয়দ সাহেব। হীরের-খনি আমার এই গোলকোণ্ডার কল্যাণ হবে জেনে।

হাসান। আমাকে দিয়ে সাধিত হবে গোলকোণ্ডার কল্যাণ!

সৈয়দ সাহেব। কেন, তুমি কি কুতুবশাহী নও?

হাসান। হ্যাঁ, বাপুজী আমি সেই বংশেরই এক অযোগ্য সন্তান।

সৈয়দ সাহেব। বীরের বংশধর তুমি, পিতৃপুরুষের রক্ত কি তোমার ধমনীতে শক্তির সঞ্চার করেনি হাসান?

হাসান। আমি দুর্ব্বল নই বাপুজী।

সৈয়দ সাহেব। তোমার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি লোপ পায়—বংশের গৌরব-রবি হয় অস্তমিত, তোমার মাতৃভূমি হয় পরপদানত।

হাসান। বাপুজী !

হাসান উঠিয়া দাঁড়াইল

সৈয়দ সাহেব। আর বীরের কর্ত্তব্য ভুলে, পরধর্ম্মাশ্রয়ী হয়ে, এইখানে পড়ে থেকে ভেবেছ তুমি পাবে খোদার অনুগ্রহ ?

হাসান। আমি যাব, আমি যাব বাপুজী।

সৈয়দ সাহেব। হাঁ, তুমি যাবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে, গোলকোণ্ডার শত্রুপাত করে খোদার খিদ্‌মৎগার হবে।

হাসান মমতাজের দিকে অগ্রসর হইল

হাসান। তাজ !

মমতাজ। গোলকোণ্ডার শত্রুনাশ কে করবে বাপুজী ?

হাসান থামিল

সৈয়দ সাহেব। কেন, হাসান।

সুলতান সৈয়দ সাহেবের দিকে চাহিল

মমতাজ। সুলতানের অন্তঃপুরে শত-রমণীর অঞ্চল তলে আশ্রয় নিয়েই বোধ হয়।

সৈয়দ সাহেব। রমণীর আঁচল গলায় ফাঁস পরে যারা আত্মহত্যা করে, আমার হাসান তাদের দলের নয়, তাজ। কর্ত্তব্যের অনুরোধে মমতাজেরও মমতা যে মুহূর্ত্তে কাটাতে পারে, সে কত বড় শক্তি-মান বলত মা।

মমতাজ। নারীর বুকের পাঁজর পায়ে দলে স্বার্থের সন্ধানে এগিয়ে যাওয়াই যদি শক্তির পরিচয় হয় বাপুজী, তাহলে শক্তিহীন পুরুষই শ্রেয়ঃ।

হাসান। শক্তির দম্ভ আমি করি না মমতাজ।

বাহাদুর। জনাব, আমাদের ফিরতে দেরী হয়ে যাচ্ছে।

মুসাখাঁ। সৈয়দ সাহেব, আর বিলম্ব করার অবসর আমাদের নেই।

সৈয়দ। হাঁ, হাঁ, আসুন আমরা আর একটু কাল অপেক্ষা করি।

হাসান। মমতাজ!

মমতাজ। আদেশ করুন সুলতান জামাতা!

হাসান আড়ষ্ট হইয়া কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখে অশ্রু জমিয়া উঠিল, ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত কণ্ঠে সে কহিল

হাসান। আমার ব্যথা তুমিও বোঝ না, মমতাজ?

মমতাজ। থাক্ থাক্ হাসান।

হাসান। যাবার সময় আমার ব্যথাই তোমাকে জানিয়ে যেতে চেয়েছিলুম, মনে মনে চেয়েছিলুম তোমার অন্তরের শুভেচ্ছা, তোমার প্রীতি, তোমার প্রেরণা। যদি পেতুম, হয়ত নিজেকে ঠিক রাখ্তে পারতুম। হয়তো তোমাকেই আমার এই দিশেহারা জীবনের ধ্রুবতারা করে রাখ্তুম।

মমতাজ। সে সম্মান সুলতান নন্দিনীর জন্যই রেখে দাও।

হাসান আনতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ভারি গলায় সে কহিল

হাসান!

কাহারো দিকে না চাহিয়া কাহারো জন্য অপেক্ষা না করিয়া অবনত মস্তকে
হাসান অগ্রসর হইল। সুলতানের লোক, লস্কর, তাহাকে পথ
করিয়া দিল। সকলে তাহার অনুগমন করিল। কেবল
সৈয়দ সাহেব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

মমতাজ। হাসান! হাসান! হাসান!

মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

পুরাতন একটি ভাঙ্গা বাড়ীর অপরিসর একটি ঘর। কোথাও কোন আসবাব-পত্র নাই। ভাল করিয়া দিনের আলো প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া ঘরটি আধা অন্ধকার। কদাকার চেহারার একটা লোক ভয়ে ভয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘরটি ভাল করিয়া দেখিল। তাহার নাম মহবুব। কাঁধে একটা তোরঙ্গ

মহবুব। পড়ো বাড়ী·····হোক। একটুখানি জিরিয়ে নেওয়া যাক্ ত। হুজুর·····হুজুর·····হুজুর·····

বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া গেল। অন্যদিক হইতে
আরও দুইটি লোক প্রবেশ করিল।
তাহাদেরও ভীষণ মূর্ত্তি

ত্র্যম্বক। এইবার ফাঁদে পা দিয়েচে।

ফাড্‌কে। হায়দ্রাবাদ থেকে পিছু নিয়েছি।

ত্র্যম্বক। চুম্বক যেমন করে লোহা টানে। তেম্নি করেই বাবা টেনে নিয়ে এলুম আকান্না পণ্ডিতের এই আখড়ায়।

ফাড্‌কে। অতবড় ওই তোরঙ্গটা হীরে জহরতে ভর্ত্তি!

ত্র্যম্বক। ভাই ফাড্‌কে।

ফাড্‌কে। কি ভাই ত্র্যম্বক।

ত্র্যম্বক। আচ্ছা এখন থাক্ পরেই শুনিস্।

মহবুব। (বাহির হইতে) আসুন হুজুর, আসুন আমাদের পেছু পেছু।

ফাড্‌কে। ওই আস্‌ছে, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।

তাহারা দ্রুত প্রস্থান করিল। মহবুব টলিতে টলিতে
প্রবেশ করিল। তাহার পিঠে একটা তোরঙ্গ

মহবুব। বাপ রে, বাপ রে, বাপ……

ধপাৎ করিয়া দেওয়ালের কাছ ঘেষিয়া তোরঙ্গ ফেলিল।
মাথার টুপি লইয়া হাওয়া করিতে করিতে

হায়দ্রাবাদ থেকে এই পাহাড়ের বোঝা পিঠে চেপেছে। বাপ……
আমির ওমরাদের নোক্‌রিতে সাত সেলাম বাবা!

যে দিক হইতে আসিয়াছিল সেই দিকে চাহিয়া

কি বিপদ! হুজুর কি বাইরে মূর্চ্ছো গেলেন?

উঠিয়া দাঁড়াইয়া

হুজুর! হুজুর! আচ্ছা ননীর পুতুল রে বাবা! এই কেরামতী
নিয়ে এসেছিলেন সুলতানের মেয়ে বিয়ে করতে। হেলে ধরবার
মুরোদ নেই, কেউটে ধর্‌তে হাত বাড়ান। যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল—
দিল ডুবলে, জহর ঢেলে।

একটি যুবক প্রবেশ করিল—শ্রান্ত, ক্লান্ত, সৈয়দ সুলতান

আসুন হুজুর এইখানে বসুন হুজুর।

সৈয়দ সুলতান তোরঙ্গের উপর বসিয়া পড়িল

মহবুব। হুজুর একটু হাওয়া করি।

টুপি দিয়া হাওয়া করিতে লাগিল

সৈয়দ সুলতান। মহবুব!

মহবুব। বড় কষ্ট হচ্ছে হুজুর।

সৈয়দ সুলতান। কষ্ট নয় মহবুব, অপমানের জ্বালা।

মহবুব। তা আর হবে না, হুজুর। সুলতানের মেয়ের সঙ্গে সাদি দেবে বলে এতকাল ধরে পুষে রাখল, খাইয়ে দাইয়ে খাসিটি করে তুল্ল আর শেষটায় কিনা জবাই করতে চায়! য়্যাঁ! কেউ কোথাও এমন শুনেছে!

সৈয়দ সুলতান। সুদূর পারস্য থেকে এসে·········

মহবুব। হাঁ বলুনত হুজুর, বলুনত একবার, দেশ বিদেশ থেকে দলে দলে দস্যু এল, চোর এল, এল কত হতভাগা হাভাতে বোম্বেটে, সবাই এসে ধনে ধানে ভরা রাজ্য পেল, রূপযৌবনে ফেটে পড়া সুন্দরী স্ত্রীলোক পেল, মণি পেল, মাণিক পেল, মান, মর্য্যাদা কত পেল—আর আপনি পারস্যের মহামানী এক বংশের মহাজ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে অপমানের বোঝা নিয়ে দেশে ফিরে চল্লেন! বরাত হুজুর; একেই বলে পোড়া বরাত!

সৈয়দ সুলতান। এ অপমানের আমি প্রতিশোধ নোব।

মহবুব। নেবেন বৈ কি, নিশ্চয়ই নেবেন।

সৈয়দ সুলতান। ধূর্ত্ত ওই আহাম্মদ শা······

মহবুব। সৈয়দ আহাম্মদ হুজুর!

সৈয়দ সুলতান। কে সৈয়দ?

মহবুব। বড় জামাই সাহেব, হুজুর।

সৈয়দ সুলতান। সুলতানের জামাই হলেই সৈয়দ হওয়া যায় না—সৈয়দ হতে হলে যে গুণের, যে পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হয়, হীন প্রকৃতির আহাম্মদ তা ধারণায়ও আন্‌তে পারে না—।

মহবুব। কিছু পারেন না হুজুর, বড় জামাই সাহেব কিছুই পারেন না—খালি পারেন শ্বশুরের হয়ে রাজ্য শাসন করতে, আর সেই রাজ্যের ভাগ দেবার ভয়ে হবু ভায়রা-ভাইদের ভাগিয়ে দিতে।

সৈয়দ সুলতান। কিন্তু এবার যাকে এনেছে, সে এত সহজে তার দাবী ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে না।

মহবুব। আরে ছোঃ! সেই হাসানটার ওপর আপনি ভরসা রাখেন হুজুর। সে আবার একটা মানুষ। মোদো মাতাল, কি বলে গিয়ে হেঃ! সে জব্দ করবে সৈয়দ আহাম্মদ সাহেবকে—বিশ বছর যিনি শ্বশুরের চোখে ধুলো দিয়ে কুতবশাহী রাজ্য চালাচ্ছেন। আর তাঁর জরুকেত জানেন? ওই যাকে সবাই বলে মা-সাহেবা! হাঁ, খানদানি বটে।

সৈয়দ সুলতান। যত শক্তি, যত সম্পদই তাদের থাকুক মহবুব, আমি তাদের শাস্তি দোব, তাদের আমি পথের ভিখারী করবো।

সুলতান উঠিয়া পায়চারী করিতে লাগিল

মহবুব। জিরিয়ে নিন হুজুর, একটুখানি জিরিয়ে নিন্।

সৈয়দ সুলতান। না, না, তুমি বুঝতে পারছ না মহবুব······এত বড় অপমান······

মহবুব। বুঝতে পারচি হুজুর। এক সভা লোকের সাম্নে এক এক করে অঙ্গ থেকে বরের পোষাক খুলে নিলে······

সৈয়দ সুলতান। মহবুব!

মহবুব। শুধু এই নিশানাটুকুই রয়েচে হুজুর।

মহবুব সুলতানের পাজামা দেখাইয়া দিল।
সুলতান বিরক্ত হইয়া সরিয়া গেল

হুজুর ওই পায়-জামাই হবে আপনার জয়-পতাকা।

সৈয়দ সুলতান। মহবুব !

মহবুব। হুজুর !

সৈয়দ সুলতান। আমার অপমানে তুমি আনন্দ পাচ্ছ ?

মহবুব। না, হুজুর, আরো বেশী অপমান হয়নি বলেই আমি খুসী হয়ে উঠেছি। কিন্তু মনে রাখবেন হুজুর, আরো বেশী অপমান তারা করতে পারত।

সৈয়দ সুলতান। আরো অপমান !

মহবুব। হাঁ হুজুর, তারা আপনার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিতে পারত।

সৈয়দ সুলতান। বটে !

মহবুব। তারা আপনাকে গাধার পিঠে উলটো মুখো বসিয়ে সহরের পথ দিয়ে শোভাযাত্রা করে ঢাক ঢোল বাজিয়ে হায়দ্রাবাদ থেকে বার করে দিতে পারত।

সৈয়দ সুলতান। মহবুব !

মহবুব। হুজুর সে অপমান তারা করেনি, কিন্তু করতে পারত হুজুর। শুধু সেই কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।

সৈয়দ সুলতান। আমার এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তুমিও দেখচি বেশ রসিকতা করে নিচ্ছ।

সৈয়দ সুলতান আবার সেই তোরঙ্গের উপর বসিল

সুদিনে সবাই শ্রদ্ধা করত, আজ দুর্দ্দিন, তাই এক গোলামের স্পর্দ্ধা ও আমাকে নীরবে সইতে হচ্ছে।

মহবুব। হুজুর আমাকে সাজা দিন।

সুলতান কোন কথা কহিল না।

আমাকে জুতিয়ে দিন হুজুর! সত্যই আমি অন্যায় করেছি হুজুর!

সৈয়দ-সুলতানের পা ধরিল

সৈয়দ সুলতান। না মহবুব, তোমার কোন দোষ নাই। সব দোষ আমার।

মহবুব। আমারও স্বভাবের এই দোষ হুজুর যে, হাজার দুঃখেও আমি হাসি ভুল্‌তে পারি না। ব্যথা যত বেশী পাই, তত বেশী জোরেই হেসে উঠি। আমার আগেকার মনিব আমায় বেত মার্‌ত আর আমি হাস্‌তুম। আপনি আজ বড্ড মার খেয়েছেন তাই নিজেও হেসেছি, আপনাকেও হাসাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আর তা করবো না—আপনি বসুন হুজুর, আমি কিছু খানাপিনার ব্যবস্থা করে আসি।

মহবুব উঠিল

সৈয়দ সুলতান। না মহবুব, তুমি যেও না; আমার ক্ষিদে নেই।

মহবুব। যে গলা ধাক্কা খেয়েছেন! হুজুর এই কাণমলা খাচ্ছি। ভুলে বলে ফেলেছি হুজুর! এই জিভ্‌ কামড়ে দিচ্ছি, হুজুর!

বলিতে বলিতে মহবুব বাহির হইয়া গেল

সৈয়দ সুলতান। এই মহবুবই এখন আমার একমাত্র আশ্রয়।

সৈয়দ সুলতান যেখানে বসিয়াছিল, তাহার পিছনে একটা দরজা ছিল। নিঃশব্দে সেই দরজা খুলিয়া গেল; দুইখানি সবল বাহু দেখা গেল। সেই দুই বাহু পিছন হইতে সাঁড়াসীর মত সুলতানের গলা চাপিয়া ধরিল

কে! কে তুমি?

তাহাকে পিছন দিকে টানিয়া লইল

মহবুব! মহবু……ব……

নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হইয়া গেল। একটু পরেই ত্র্যম্বক আর ফাড়্‌কে প্রবেশ করিল

ত্র্যম্বক। বান্দা ব্যাটা বোধ হয় পালিয়েছে।

ফাড়্‌কে। তুই তোরঙ্গটা তোল।

দুইজনে তোরঙ্গ তুলিয়া লইল

ত্র্যম্বক। পথ থেকে যদি সরাতে পার্‌তুম, তা হলে বামালের একটা ভাগ ঘরে তুলতে পার্‌তুম।

ফাড়্‌কে। আকান্না পণ্ডিত এসে হাজির। সর্ব্বস্ব সেই নেবে।

ত্র্যম্বক। বড় ভাই মদন্না পণ্ডিতও আসচেন।

ফাড়্‌কে। শুনলুম এটা সাধারণ ডাকাতি নয়—এর সঙ্গে নাকি গোলকোণ্ডা রাজ্যের শুভ-অশুভের যোগ রয়েছে।

ত্র্যম্বক। ভাই ফাড়্‌কে আমরা চিনির বলদ, বোঝা বয়েই মলুম।

আকান্না। (নেপথ্য হইতে) ত্র্যম্বক!

ত্র্যম্বক। ওই আকান্না পণ্ডিত ডাক্‌চে।

আকান্না। (নেপথ্য হইতে) ফাড়্‌কে!

ফাড়্‌কে। সবুর সইছে না।

আকান্না। (নেপথ্য হইতে) ত্র্যম্বক! ফাড়্‌কে!

ফাড়্‌কে। চল ভাই, ছুটে চল, নইলে চাবুক চালিয়ে পিঠের খাল খুলে দেবে।

তোরঙ্গ লইয়া তাহারা বাহির হইয়া গেল। অপর দিক হইতে মহবুবের কণ্ঠ শোনা গেল

মহবুব। হুজুর সরাইয়ের সন্ধান পেয়েছি।

ঘরে ঢুকিয়া

একি! হুজুর কোথায়? ননীর পুতুল গলে গেল নাকি! কিন্তু তোরঙ্গ? সেটা ত আর ননী দিয়ে তৈরী নয় যে গলে যাবে? এই রে! ডাকাতি! রাহাজানি!

ফাড্‌কে প্রবেশ করিল

তুমি কে বাবা?

ফাড্‌কে। আমি ফাড্‌কে! তুই কে?

মহবুব। না ঘাট্‌কে, না ঘরকে, বাবা ফাড্‌কে!

ফাড্‌কে। চালাকি রাখ্। কে তুই!

মহবুব। তুমহারি লেড়কে, বাবা ফাড্‌কে।

ফাড্‌কে। চল আমার সঙ্গে।

তাহার ঘাড় ধরিল। মহবুব হাত জোড় করিল

মহবুব। ঘাড় ছোড়কে, বাবা ফাড্‌কে।

ফাড্‌কে তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

আকান্না পণ্ডিতের আখড়ার অন্য একটি ঘর। এঘরেও আসবাবপত্র কিছু নাই। সৈয়দ সুলতান মেঝেয় বসিয়া আছে। পাশে ভীমকায় আকান্না পণ্ডিত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে সুলতানের অন্তঃস্থল অবধি দেখিয়া লইবার প্রয়াস পাইতেছে।

সৈয়দ সুলতান। আপনি অমন করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন কেন ?

আকান্না। দেখ্‌ছি ছলনা কোথাও প্রকাশ পায় কিনা।

সৈয়দ সুলতান। আমি সবই সত্য বলেছি। আমার বড় পিপাসা পেয়েছে, আমায় একটু জল দেবেন।

আকান্না। ফাড্‌কে !

সৈয়দ সুলতান চম্‌কাইয়া উঠিল

সৈয়দ সুলতান। আপনাদের নামগুলো এত কর্কশ কেন ?

আকান্না। আমরা মারাঠা। ফাড্‌কে !

সৈয়দ সুলতান। মারাঠাদের মনও বড় কঠিন—মনে হয় মায়া দয়া কিছুই নেই।

ফাড্‌কে প্রবেশ করিল

আকান্না। বন্দী তৃষ্ণাতুর জল দাও।

ফাড্‌কে চলিয়া গেল

দেখ্‌লে দয়া আমাদেরও আছে।

সৈয়দ সুলতান। অসীম !

আকান্না। পরিচয় ক্রমে পাবে ! এখন আমার কথার জবাব দাও।

সৈয়দ সুলতান। জিজ্ঞাসা করুন।

ফাড্‌কে জল লইয়া আসিল

আকান্না। আগে জল পান কর।

সৈয়দ সুলতান তাহাই করিল

তোমাকে গোলকোণ্ডায় কে আনে?

সৈয়দ সুলতান। আহাম্মদ শা।

আকান্না। সুলতানের সভাস্দ করে দেয় কে?

সৈয়দ সুলতান। আহাম্মদ শা।

আকান্না। সুলতানের মেয়ের সঙ্গে কে তোমার সাদী দেবার প্রস্তাব করে?

সৈয়দ সুলতান। আহাম্মদ শা।

আকান্না। আর এমনি বেইমান তুমি যে তারই সঙ্গে করলে বিরোধ!

সৈয়দ সুলতান। আমার বংশ-মর্য্যাদা নিয়ে সে ব্যঙ্গ করেছিল।

আকান্না। তুমি মুর্খ।

সৈয়দ সুলতান। আমি হীন-বংশজাত নই।

আকান্না। আভিজাত্যের দম্ভই তোমার এই দুর্দ্দশার কারণ। যদি সৈয়দ আহাম্মদের সঙ্গে কলহ না করতে, তাহলে আজই সুলতান-নন্দিনীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হোতো।

সৈয়দ সুলতান। তা হয়নি বলে আমি দুঃখিত নই। কেননা এ বিবাহে আমি সুখী হতে পার্‌তুম না।

আকান্না। কেন?

সৈয়দ সুলতান। সুলতানের সভাসদদের খেলার পুতুল হয়েই আমাকে থাক্‌তে হোতো। আমি তা সইতে পার্‌তুম না।

ত্র্যম্বক প্রবেশ করিল

আকান্না। কি ত্র্যম্বক।

ত্র্যম্বক। পণ্ডিতজীর পাল্কী দেখা দিয়েছে।

আকান্না উঠিয়া দাঁড়াইল

আকান্না। তুমি এইখানে থাক ত্র্যম্বক। আমি দাদাকে প্রণাম করে আসি।

সসব্যস্তে প্রস্থান করিল

সৈয়দ সুলতান। ভাইয়ের উপর তোমাদের সর্দ্দারের খুব ভক্তি আছে দেখ্‌চি।

ত্র্যম্বক। চোপ্, চোপ্!

মহবুব ছুটিয়া প্রবেশ করিল

মহবুব। হুজুর! এই যে হুজুর! আপনাকে তাহলে কোতল করেনি?

সৈয়দ সুলতান। মহবুব, যদি মরি এক সঙ্গেই আমরা মরব।

মহবুব। ওরা তাইই মারবে হুজুর—দেখচেন না ওরা হিন্দু। সহমরণে পাঠালে ওদের নাকি পুণ্যি হয়।

ত্র্যম্বক। চোপ্‌রাও উল্লুক! পণ্ডিতজী এক্ষুণি এসে পড়বেন।

মহবুব। পণ্ডিতজী কে বাবা?

ত্র্যম্বক। দেখলেই বুঝতে পারবি বেকুব। মদন্না আর আকান্না পণ্ডিতের নাম শুনিস্‌নি।

মহবুব। তা আবার শুনিনি! হুজুর, হয়ে গেল!

সৈয়দ সুলতান। কি হয়ে গেল মহবুব?

মহবুব। প্রাণের দফা রফা হুজুর! আমার মুখের দিকে চেয়ে আর

করবেন কি? নাম শুনলেন তো? মহাপুরুষ ওই দুটি ভায়ে গোলকোণ্ডা জুড়ে এম্নি গুণ্ডামি করচেন, জ্যান্ত মানুষের মাথাগুলো এম্নি দ্রুত তালে ফটাফট ফাটিয়ে দিচ্ছেন যে……

...ক। খবরদার!

মহবুব। দুই ভাই ডাক সাইটে ডাকাত! ওই আস্‌চে হুজুর! খুব হুঁসিয়ার।

মদন্না পণ্ডিতের পিছনে পিছনে আকান্না পণ্ডিত প্রবেশ করিল

মদন্না। হাসানের নগর প্রবেশে হায়দ্রাবাদ এত উল্লসিত কেন, তা আমি বুঝতে পারলুম না। মাতাল, লম্পট, উদ্ধত সেই যুবককে দেখবার জন্যে রাজপথের দুই পাশে কাতারে কাতারে লোক দণ্ডায়মান। বাতায়নে বাতায়নে পুরনারীদের আবির্ভাব। দেখে মনে হোলো আকান্না, কুতবশাহী সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বোধ হয় একটা নতুন অধ্যায় সংযোজিত হবে।

সহসা সৈয়দ সুলতানের কাছে গিয়া তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইল

শুনলে হতভাগ্য যুবক, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সৌভাগ্যের কথা?

আকান্নার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল

জান আকান্না, একটা জাতির ইতিহাস গড়ে তোলবার সুযোগ যারা পায়, নরলোকে তারাই ধন্য। তোমার বন্দী হতভাগ্য এই যুবক সে সুযোগ পেয়েও, শুধু নিজের বুদ্ধির দোষে লাঞ্ছনাকে অঙ্গের আভরণ করে হায়দ্রাবাদ থেকে চোরের মত নিঃশব্দে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। ক্রমে কালের আবর্ত্তে পড়ে কোথায় যে তলিয়ে যাবে তা কে জানে!

বক্রদৃষ্টিতে সুলতানের দিকে চাহিল

শক্তিমান সৈয়দ আহাম্মদ সুলতানের শ্রেষ্ঠ জামাতা বলেই যে দরবারের শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী তা নয়—প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই আজ কুতবশাহী সাম্রাজ্যের সুলতান—সিংহাসনও হয়ত একদিন তারই হবে। যদিচ তোমার বন্দী এই যুবকের দাবী কিছু মাত্র কম ছিল না।

সুলতানের কাছে গিয়া দুই হাত তাহার দুই কাঁধে রাখিয়া

ছিল যুবক ?

সৈয়দ সুলতান। পণ্ডিতজী, আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।

মদন্না। অবশ্যই দিতাম যুবক, যদি সে শক্তি আমার থাকত দীন ব্রাহ্মণ আমি, পূর্ব্বজন্মের সামান্য সুকৃতির ফলে সুলতানের ঈষৎ করুণা লাভে ধন্য হয়েছি। তোমাকে আশ্রয় দিয়ে সৈয়দ আহাম্মদের বিরাগভাজন হবার দুঃসাহস আমার নেই।

সৈয়দ সুলতান। শুনেছি আশ্রয়প্রার্থীকে আপনারা নিরাশ করেন না।

মদন্না। বীর ধর্ম্মাশ্রয়ী যাঁরা, তাঁরাই করেন না। রাজপুত নরপতিরা করেন না, ছত্রপতি শিবাজী করেন না, ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানরা আশ্রয়প্রার্থীকে কখনো দূরে ঠেলে ফেলেন না। তাঁরা বীর আর আমি সামান্য শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, তায় আবার বৈষ্ণব, শক্তি কোথায় পাব ?

সৈয়দ সুলতান। এত বড় এই রাজ্যে এমন শক্তিমান্ কেউ নেই যে আমাকে কিছু দিনের জন্যে আশ্রয় দিতে পারে ?

মদন্না। বড় শক্ত প্রশ্ন যুবক! তোমার কি মনে হয় আক্কান্না ? যুবকের কথাবার্ত্তায় আমি প্রীত হয়েচি। কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ কোথায় ও আশ্রয় পায় এই আমার কামনা।

আকান্না। যুবক এ দেশে এখনও কেন থাকৃতে চায়, তা না জেনে কোন ব্যবস্থা করাই ত সম্ভবপর নয়।

মদন্না। সত্য যুবক। তোমার·········

সৈয়দ সুলতান। আমি শুধু চাই আহাম্মদশাকে শাস্তি দিতে।

মদন্না। সংযত হও যুবক! আকান্না, আত্মীয়দের দুর্ব্যবহারের ফলে যুবক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে; নিজের কর্ত্তব্য নিরূপণে এখন ও সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই আমার ইচ্ছা আপাততঃ তোমার ওই গৃহেই কিছুদিনের জন্ম ও বিশ্রাম করুক। কি বল তুমি?

আকান্না। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

মদন্না। যাও যুবক, তুমি ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। পানাহার ক'রে বিশ্রাম করগে।

সৈয়দ সুলতান। কিন্তু আহাম্মদশাকে শাস্তি দেবার প্রতিশ্রুতি না পেলে·········

মদন্না। আ—আ—আঃ।

আকান্না। ফাড়্কে

ফাড়্কে প্রবেশ করিল

সৈয়দ সুলতানশাহ আমাদের অতিথি। উনি পদস্থ লোক। ওঁর আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও।

ফাড়্কে। আসুন আমার সঙ্গে।

সুলতান আহাম্মদ অগ্রসর হইলেন। মহবুবও
তাহার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইল

মদন্না। এই বান্দা!

মহবুব এবং সৈয়দ সুলতান ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

সৈয়দ সুলতান। ও আমার বড় উপকার ক'রেছে, ওর কাছে আমি চির ঋণী!

মদন্না। তা জানি ব'লেই ওকে আমার প্রয়োজন আছে।

মহবুব। হুজুর, আমাকে বাঘের মুখে ফেলে যাবেন না।

সৈয়দ সুলতান। কোন ভয় নেই মহবুব। ওঁরা আমাদের বন্ধু।

সৈয়দ সুলতান চলিয়া গেলেন

মদন্না। তুই আমাদের বাঘের মত ভয় করিস্?

মহবুব। শুধু আমিই নই, গোলকোণ্ডার সবাই তাই করে।

মদন্না। তুই হায়দ্রাবাদে ফিরে যাবি?

মহবুব। সুলতান সাহেব?

মদন্না। তিনি তো দেশেই চলে যাবেন। দুচারদিন এখানে যা থাক্‌বেন—আমাদের লোকেই কাজ কর্ম্ম করে দেবে।

মহবুব। বড় ঘরের ছেলে, বড় কষ্ট পেয়েছেন। তাই ছেড়ে যেতে মায়া হয়।

মদন্না। তোকে হায়দ্রাবাদে যেতেই হবে।

মহবুব। আপনি বল্লেই যাব।

মদন্না। ত্র্যম্বক!

ত্র্যম্বক প্রবেশ করিল

এখুনি তোমার ঘোড়ার পিঠে করে এই বান্দাকে মহালদার সাহেবের কাছে পৌছে দিয়ে এস।

ত্র্যম্বক। যে আজ্ঞে, পণ্ডিতজী।

মদন্না। তাকে বোলো, আবুল হাসানের খানসামার কাজে একে নিয়োগ করতে আমি বলে দিয়েছি।

ত্র্যম্বক। যে আজ্ঞে পণ্ডিতজী।

মহবুব। একবার হুজুরের সঙ্গে দেখা......

মদন্না। যা—ও!

মহবুব। যাই পণ্ডিত সাহেব।

যাইতে উদ্যত হইল

আকান্না। এই বান্দা শোন্।

ঘুরিয়া দাঁড়াইল

এখানকার কোন কথা কাউকে বল্‌লে জ্যান্ত পুড়িয়ে মার্‌ব।

সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। মদন্না দাঁড়াইয়া দেখিল তাহারা কতদূরে চলিয়া গিয়াছে। তাহারপর দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া কহিল।

মদন্না। ভাই আকান্না, কুতবশাহী সাম্রাজ্যের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। সুতরাং আমাদের সর্ব্বদাই সতর্ক থাকতে হবে। আমি প্রতিদিনই প্রাসাদে উপস্থিত হব, প্রয়োজন হলে খবর দিয়ো। আর নির্ব্বোধ ওই সৈয়দ সুলতানকে নজরবন্দী রেখো। বড়ের কিস্তীতেও কখনো কখনো বাজী মাৎ হয়।

মদন্না এবং তাহার পিছনে পিছনে আকান্নাও বাহির হইয়া গেল

চতুর্থ দৃশ্য

হায়দ্রাবাদ প্রাসাদের দরবার কক্ষ। সুলতান সৈয়দ আবদাল্লা কুতবশাহী উদ্বিগ্ন-চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। জ্যেষ্ঠ জামাতা সৈয়দ আহাম্মদ পাত্র মিত্রগণের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন। সৈয়দ মজঃফর সুলতানের পিছনে পিছনে ঘুরিতেছেন। পান আতর প্রভৃতি বিতরিত হইতেছে। বাদ্য বাজিতেছে।

সুলতান। আমার ভয় হচ্ছে মজঃফর, সে হয়ত আস্‌বে না। অত্যন্ত অপমানিত হয়ে সে প্রাসাদ ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

মজঃফর। কিন্তু মহালদার সাহেব যে বাহাদুর খাঁকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন।

সুলতান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে ছিল না।

ঘুরিয়া মঞ্চের পিছনের দিকে যাইতে লাগিলেন। সৈয়দ আহাম্মদ এবং দুইজন ওমরাহ মঞ্চের সম্মুখভাগে অগ্রসর হইল

সৈয়দ আহাম্মদ। হাসান হঠাৎ এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল কেমন ক'রে তা বুঝ্‌তে পার্‌চি না।

প্রথম ওমরাহ। ভিক্ষুক হ'য়েও সুলতান তনয়াকে বিয়ে কর্‌ছে— জনসাধারণের পক্ষে বিষয়টা গর্ব্বের নয় কি ?

সৈয়দ আহাম্মদ। কথাটা আমাদের কারুরই মনে হয়নি।

প্রথম ওমরাহ। জনগণ ওকে যে দেবতার সম্মান দিচ্ছে, এটা খুব ভালো কথা নয়।

দুইজন সেনানী মঞ্চের ভিতর প্রবেশ করিল। সুলতান তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিলেন

সুলতান। সংবাদ সেনানী ?

সেনানীরা সেলাম করিল

সেনানী। জাঁহাপনা, সৈয়দ আবুল হাসানকে নিয়ে শোভাযাত্রা চকে এসে পৌছেচে।

সুলতান ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

সুলতান। মজঃফর !

মজঃফর দ্রুত আসিয়া অভিবাদন করিলেন

মজঃফর। জাঁহাপনা !

সুলতান। তাহলে সত্যই সে আস্‌চে। কুতবশাহী বংশের দুলাল।

জান মজঃফর, তার আর আমার দেহে একই রক্ত বয়। পুত্র নেই বলে আমার আর দুঃখ নেই মজঃফর, দুঃখ তখন হয়েছিল, যখন সভাসদরা ষড়যন্ত্র ক'রে আমার হাসানকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

দূরে বাজনা বাজিয়া উঠিল

মজঃফর শোন, কুতবশাহী কোন বীর যেন রণজয় করে ফিরে এল। সেই যে আমি-পরাজিত হয়ে ফিরে এলুম, তারপর আর যুদ্ধযাত্রা করিনি। আমার বংশে আর কেউ নেই যে দিগ্বিজয়ে বার হয়।

দুজনেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

মজঃফর! তোমার কি মনে হয় কুতবশাহীর জয়যাত্রা চিরকালের জন্য রোধ হয়ে গেছে!

মজঃফর। না, জাঁহাপনা। আবুল হাসান কুতবশাহী।

সুলতান। তাইত ওর প্রতি আমার অন্তরের টান রয়েচে। চল, মজঃফর আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ অথচ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জামাতার যোগ্য অভ্যর্থনার জন্য আমরা প্রস্তুত হ'য়ে থাকি।

সুলতান মঞ্চের পিছন দিকে চলিয়া গেলেন। কাড়া-নাকাড়া বাজিয়া উঠিল। সুলতান সিংহাসনে বসিলেন। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে দণ্ডায়মান হইল। বাহিরের বাদ্য নিকটবর্ত্তী হইল। মুসাখাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাসান এবং তাহারও পশ্চাতে আরো বহু লোক প্রবেশ করিল। হাসান প্রবেশ করিয়াই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সুলতানের উপস্থিতি বিস্মৃত হইয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসান। ওমরাহগণ! সভাসদগণ! দশ বছর আগে আপনারা একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে এই সভাগৃহ হ'তে আমাকে বহিষ্কৃত ক'রেছিলেন। সেদিন ক্রোধে, বিরক্তিতে আপনাদের মুখ বিবর্ণ দেখে গিয়েছিলুম।

সেদিন মনে ক'রেছিলুম রাজনীতির চর্চা মানুষকে অকারণে অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর ক'রে দেয়। আজ আপনাদের কণ্ঠনিঃসৃত এই হাসির রোল আমার দুশ্চিন্তা দূর করল, আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম জীবন্ত মানুষের মাঝেই আমি ফিরে এসেছি। আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

সকলে স্তব্ধ। মুসাখাঁ হাসানের পিছনে দাঁড়াইয়া কহিল

মুসাখাঁ। অগ্রে সুলতানকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করুন।

হাসান আরো অগ্রসর হইল

হাসান। মহান্‌ সুলতান, কুতবশাহীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ, অধীনের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

অভিবাদন করিল

সুলতান। সৈয়দ আবুল হাসান কুতবশাহী. আমাদের বংশের স্নেহের দুলাল, দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতির পর আবার তুমি আমাদের মাঝে ফিরে এসেছ, তোমার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হও।

হাসান। মহান্‌ সুলতান, আপনার স্নেহচ্ছায়াতলে জীবন যাপন কর্‌বার অনুমতি পেয়ে আমি কৃতার্থ।

সৈয়দ আহাম্মদ। মহালদার মুসাখাঁ!

মুসাখাঁ। আদেশ করুন উজীর সাহেব।

সৈয়দ আহাম্মদ। আপনার প্রতি স্পষ্ট আদেশ এই ছিল যে, সৈয়দ আবুল হাসানকে দরবারের উপযুক্ত পরিচ্ছদে ভূষিত ক'রে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবেন। সে আদেশ আপনি অমান্য ক'রেছেন।

হাসান। মহামান্য উজীর সাহেব! সিংহ-চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের বৃত্তান্ত

আপনার অবশ্যই জানা আছে। আমি সেই গর্দ্দভের মত হাস্যাস্পদ হ'তে চাই না ব'লেই মহালদার সাহেব প্রদত্ত পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে সম্মত হইনি। আমি ফকির, তাই আমার এই জীর্ণ পরিচ্ছদ, আমি কৃষক—তাই আমার হাতে গৈরিক মৃত্তিকার এই রং। আমি জানতে চাই আমার স্বরূপের এই পরিচয় পেয়েও আপনারা আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত কিনা।

সৈয়দ আহাম্মদ। সৈয়দ আবুল হাসান মনে রাখ্‌বেন……

সুলতান। আহাম্মদ!

সৈয়দ আহাম্মদ। জাঁহাপনা!

সুলতান। বল, সৈয়দ আবুল হাসান কুতবশাহী!

সৈয়দ আহাম্মদ একটুকাল ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন

সৈয়দ আবুল হাসান কুতবশাহী মনে রাখবেন যে সুলতানের দরবার বাচালতা প্রকাশের স্থান নয়।

হাসান। মহামান্য উজীর সাহেব যদি মনে করেন যে দরবারে আমার মত লোকের উপস্থিতি মর্য্যাদা হানিকর, তাহলে অনুমতি করুন,—ফকির হাসান, কৃষক হাসান আপনাকে সশ্রদ্ধ সেলাম জানিয়ে এই দরবার ত্যাগ ক'রে তার গুরুর আশ্রমে ফিরে যাক্।

সুলতান। উজীর আহাম্মদশা! ফকির জেনেই হাসানকে আমরা আহ্বান ক'রেছি, ফকিররূপেই তাকে আমরা গ্রহণ করলুম। দরবারের পরিচ্ছদ পরা না পরা তারই ইচ্ছা সাপেক্ষ।

হাসান। মহান্ সুলতান, আপনার উদারতার পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ। ফকিরের এই পরিচ্ছদের প্রতি আমার মায়া নেই। আমার স্বরূপের পরিচয় পেয়েও আপনারা আমাকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত কি না, এই কথাটিই আমি কেবল জানতে চেয়েছিলুম। আমি

জেনেছি আপনারা বিনা দ্বিধায় আমাকে গ্রহণ ক'রেছেন। তাই এই ফকিরের বেশ পরে আমি আপনার অথবা উজীর সাহেব অথবা সভাসদগণের চক্ষুকে পীড়া দোব না। মহালদার সাহেব পোষাক পরিবর্ত্তন করতে আমি প্রস্তুত।

সুলতান। মহালদার, সৈয়দ আবুল হাসান কুতবশাহীকে সাতহাজারী মনসবদারীর পরিচ্ছদ দাও।

মুসাখাঁ। আসুন সৈয়দ সাহেব।

হাসান মুসাখাঁর অনুগমন করিল

সুলতান। সভাসদগণ, সৈয়দ আবুল হাসান কুতবশাহীকে নিয়ে উৎসব করুন। আমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।

সকলে কুর্ণিশ করিল। দেহরক্ষীদের সঙ্গে
সুলতান অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন

সৈয়দ আহাম্মদ। কুতবশাহী! কুতবশাহী! কোথায় ছিল এতদিন কুতবশাহীর এই অমূল্য রত্ন।

১ম ওমরাহ। আর দু'দিন বাদেই বা কোথায় থাকবেন!

সৈয়দ আহাম্মদ। আপনাদের ইচ্ছা হয় উৎসব করুন। আমি এই নীচ সংসর্গে থাকতে অক্ষম।

মজঃফর। সেটা কি শোভন হবে উজীর সাহেব?

সৈয়দ আহাম্মদ। হায়দ্রাবাদ প্রাসাদে সৈয়দ আহাম্মদের কোন কাজই অশোভন নয়। আপনারা তাহলে অপেক্ষা করুন।

সৈয়দ আহাম্মদ চলিয়া গেলেন

মজঃফর। অভ্যাগতের প্রতি উজীরের এই অশিষ্ট আচরণ অসহ্য।

বাহাদুর খাঁ নর্ত্তকীদের আগাইয়া দিল

বাহাদুর। এস, এস—এগিয়ে এস বিবিরা, এগিয়ে এসে আনন্দ বিতরণ কর। জানত, গোলকোণ্ডায় এ সব নিষিদ্ধ নয়।

সকলের হাতে পূর্ণ মদ্যপাত্র, তাহারা নাচিতে নাচিতে আমীর ওমরাহদের কাছে গিয়া গান গাহিতে লাগিল

নর্ত্তকীগণ।—　　গীত

বর কোথা গো বর কোথা গো বর কোথায় ?
কে জানে (আজ) ফুল ফোটায় সে কোন বোঁটায় ?
আঁখির সুরা রাত্রে নাচে কোন বিদেশে বন্ধু আছে
ফুল বাতাসে দুলবে কে আজ প্রাণ-দোলায়
বর কোথায় গো বর কোথায় ?

গান ও নাচ শেষ হইয়া গেল

১ম নর্ত্তকী। সত্যি ভাই বর কোথায় ?

২য় নর্ত্তকী। ও বাহাদুর খাঁ, কোথায় আমাদের বর ?

বাহাদুর খাঁ। ধোপ-দোরস্ত হচ্ছেন—ধোপ-দোরস্ত হচ্ছেন, এখুনি দেখা দেবেন।

৩য় নর্ত্তকী। সে কি গো বাহাদুর খাঁ, ধোপ দোরস্ত রাখতে হয়ত ওড়না—

৪র্থ নর্ত্তকী। কাচুলী—

৫ম নর্ত্তকী। ঘাঘরা—

৬ষ্ঠ নর্ত্তকী। পেশোয়াজ—

বাহাদুর খাঁ। বরও যে তাই, ভাই।

অনেকে। সে কি গো!
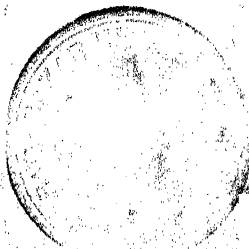
বাহাদুর খাঁ। বরও যে ওই ওড়নার কাচুলীর মতই তোমাদের সর্ব্বাঙ্গের পরশ পেয়ে ধন্য হয়!

(নেপথ্যে নকীব।—"সৈয়দ আবুল হাসান কুতবশাহী।")

আমীর ওমরাহগণ। আসুন! আসুন! সৈয়দ আবুল হাসান কুতবশাহী।

হাসান। আপনারা আনন্দ করুন ওমরাহগণ, আমিও তার অংশ নোব।

নর্ত্তকীগণ।— গীত

এসেছে তরুণ পীতম বন্ধু যে ঐ বর সাজে
সরাবী লাল সরাবে লাল্‌চে হ'লো চন্দ্রা যে।
খোঁপাতে গুলাব গুঁজে, পিয়ালা ভর দে মুঝে
চোখে চোখ মিলিয়ে দেখ সন্ধ্যা মধু-ছন্দা যে।

কক্ষের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন আসনে পুরুষেরা উপবেশন করিল, নর্ত্তকীরা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে এক একটী পুরুষের পাশে স্থান লইল। হাসান ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। বাহাদুর খাঁ মদ্য পরিবেশন করিল। সুরার পাত্র হস্তে হাসান কক্ষের ঠিক মাঝখানে গিয়া বসিল। নর্ত্তকীরা নাচিতে নাচিতে তাহার কাছে গেল, হাঁটু গাড়িয়া তাহার কাছে বসিল। হাসান উঠিয়া দাঁড়াইল। নর্ত্তকীরাও উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসান একটি আসনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার কটিদেশের ঊর্দ্ধভাগ নর্ত্তকীদের মাথার উপরে রহিল, নর্ত্তকীরা হাত তুলিয়া দিল। হাসানের হাত হইতে মদ্য পাত্র পড়িয়া গেল। গান বন্ধ হইয়া গেল। বিস্মিত সভাসদগণ দূরে দাঁড়াইয়া হাসানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হাসান। মমতাজ! মমতাজ!

ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আকান্না পণ্ডিতের আড্ডা। মেঝেয় পুরু গদীর উপর সুচারু শয্যা। প্রাচীরে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র। ফুল, আতরদানি, নানাবিধ বিলাসের দ্রব্য। আকান্না দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছে। মদন্না প্রবেশ করিল। ফাড্‌কে ও ত্র্যম্বক বাহির হইয়া গেল।

মদন্না। সব প্রস্তুত ভাই?

আকান্না। আপনার আদেশ অনুযায়ী সবই প্রস্তুত।

মদন্না। ওঁদেরও আনবার সময় সন্নিকট। আকান্না, আমার ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি সার্থক হয়। সুলতান অত্যন্ত অসুস্থ। যে-কোন মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে। তারপরই গোলকোণ্ডার নব-ইতিহাস রচনার পালা।

আকান্না। সুলতানের মৃত্যুর পর সৈয়দ আহাম্মদ যদি সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহলে আমাদের সমূহ ক্ষতি।

মদন্না। সৈয়দ আহাম্মদ শক্তিমান্ পুরুষ। সিংহাসন থেকে তাঁকে দূরে রাখা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

ফাড্‌কে প্রবেশ করিল

ফাড্‌কে। মহালদার মুসাখাঁ।

মদন্না। যাও ভাই, তাকে সসম্মানে নিয়ে এস।

আকান্না প্রস্থান করিল

ফাড্‌কে!

ফাড্‌কে ফিরিয়া দাঁড়াইল

সৈয়দ সুলতান অহাম্মদকে আমার এখুনি প্রয়োজন হবে। তাঁকে প্রস্তুত থাক্‌তে বল।

ফাড্‌কে অন্য দিক দিয়া প্রস্থান করিল

আসুন, আসুন, মহালদার মুসাখাঁ।

মুসাখাঁ এবং আকান্না প্রবেশ করিল

গরীবের এই গোলামখানা আপনার পায়ের ধূলো পেয়ে পবিত্র হোলো। বসুন খাঁ সাহেব, বসুন।

মুসাখাঁ বসিলেন, মদন্নাও একটু দূরে বসিল

মুসাখাঁ। আপনার এই দৌলৎখানা দেখবার আগ্রহ বরাবরই আমার ছিল। শুধু সময়ের অভাবে, পণ্ডিত সাহেব, শুধু সময়ের অভাবেই তা হ'য়ে ওঠেনি।

মদন্না। যা কিছু দেখচেন সবই সুলতানের অনুগ্রহে। আর সে অনুগ্রহও পেয়েছি আপনাদেরই কৃপায়। আপনার আর মজঃফর শাহের ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না।

মুসাখাঁ। আপনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সুলতানের দরবারের আপনি গৌরব স্বরূপ······

মদন্না। মহামান্য সুলতান এখন কেমন আছেন, মহালদার সাহেব?

মুসাখাঁ। কখন যে চলে যান কিছুই ঠিক নাই।

মদন্না। গোলকোণ্ডার পরম দুর্ভাগ্য!

ত্র্যম্বক প্রবেশ করিল

ত্র্যম্বক। সৈয়দ মজঃফর শা।

মদন্না উঠিয়া দাঁড়াইল

মদন্না। ভাই আকান্না।

আকান্না প্রস্থান করিল

গোলকোণ্ডার আসন্ন দুর্দ্দিনে আপনি আর মজঃফর শা……

মজঃফর শা প্রবেশ করিলেন

মজঃফর শা। স্মরণমাত্রেই হুজুরে হাজির পণ্ডিতজী।

মদন্না ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সেলাম করিল

মুসাখাঁও উঠিয়া দাঁড়াইলেন

মদন্না। অপরাধ নেবেন না সৈয়ঁদ সাহেব।

মজঃফর শা। নিশ্চয় নোব, যদি পান তামাকের ভাল ব্যবস্থা না থাকে। কি বলেন মহালদ্দার সাহেব।

বিনা আহ্বানেই বিছানায় উঠিয়া বসিলেন

মদন্না। পণ্ডিতজী আয়োজনে কোন ত্রুটীই রাখেননি।

মজঃফর শা গড়গড়ায় নল লইয়া

মজঃফর শা। না রাখাই উচিত। আমির ওমরাহদের খাতির না করলে পণ্ডিতজীর খ্যাতি রটাবে কে? কি বলেন পণ্ডিতজী?

তামাক টানিতে লাগিলেন

মদন্না। আপনার অনুগ্রহের অন্ত নেই।

মজঃফর শা নল সরাইয়া হাসিয়া কহিলেন

মজঃফর শা। তাই বুঝি সেবার আধিক্য দিয়ে নিগ্রহ করতে চান।

হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে আবার নল মুখে দিলেন। ত্র্যম্বক প্রবেশ করিল

ত্র্যম্বক। সর্দ্দার পানি খাঁ।

আকান্না বাহিরে চলিয়া গেল

মজঃফর শা। পণ্ডিতজী দেখছি বিশ্ব-সম্মিলনীর আয়োজন ক'রেছেন।

মদন্না। আফগান এই সৈন্যাধ্যক্ষ প্রতিভার অধিকারী।

মুসাখাঁ। সমগ্র গোলকোণ্ডা পণ্ডিতজীর নখ-দর্পণে প্রতিফলিত।

পানিখাঁ প্রবেশ করিলেন

মদন্না। আসুন খাঁ সাহেব।

আসন গ্রহণ করিলেন

মজঃফর শা। আর কে কে আমন্ত্রিত হয়েছেন পণ্ডিতজী ?

পণ্ডিতজী। আর শুধু আস্‌বেন গোলকোণ্ডার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ফকির সাহেব সৈয়দ রাজুকোটাল।

মজঃফর শা। আবুল হাসানের গুরু ?

মুসাখাঁ। গোলকোণ্ডার পরম হিতৈষী।

মদন্না। ভাই আকান্না, তুমি বাহিরে অপেক্ষা কর, ফকির সাহেব এলেই সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বে।

মজঃফর শা। আবুল হাসানের গুরুর নিমন্ত্রণ থেকেই আপনার অভিসন্ধি স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে পণ্ডিতজী।

মদন্না। আপনারা বিজ্ঞ। আপনাদের অগোচর কিছুই নেই। এই যে আসুন বাপুজী, কৃত-কৃতার্থ-ধন্য আমি।

স্মিতহাস্যে ফকির সাহেব প্রবেশ করিলেন
এবং সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

ফকির সাহেব। আপনারা বসুন, বসুন আপনারা।

সকলে বসিলেন

আজই আমি বিজাপুর চলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু পণ্ডিতজীর নিমন্ত্রণ

রক্ষা না করাও অন্যায় হবে ভেবে যাত্রা স্থগিত রাখলুম। শুনলুম সুলতান অসুস্থ, মুমূর্ষু। গোলকোণ্ডার সঙ্কটকাল উপস্থিত।

মজঃফর শা। এই সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যই বোধ হয় পণ্ডিতজী আমাদের আহ্বান ক'রেছেন।

মদন্না। রাজনীতির আলোচনা বৈষ্ণবের কাজ নয় সৈয়দ সাহেব। আমার অন্তরে দুটি ব্যাপারে বড়ই ব্যথা জমে উঠেছে। আপনারা আমাকে কৃপা করেন বলেই আপনাদের আমন্ত্রণ করতে সাহস পেয়েছি। আমার প্রার্থনা, আমার ব্যথার এই কারণ আপনারা দূর করুন।

মজঃফর শা। বেশ বলুন পণ্ডিতজী।

মদন্না। সে বল্‌বার নয়, দেখ্‌বার বিষয়। আপনারা আমাকে ক্ষণকালের অবসর দিন।

সেলাম করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। সকলে উৎসুক হইয়া বসিয়া রহিলেন। মদন্না তখনই ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে সৈয়দ সুলতান

মজঃফর শা। এ কাকে নিয়ে এলেন পণ্ডিতজী?

মুসাখাঁ। সৈয়দ সুলতান।

মদন্না। হতভাগ্য এই যুবককে আপনারা বিস্মৃত হননি দেখচি। আপনাদেরই স্বধর্ম্মাবলম্বী, পারস্যের অভিজাত বংশের এক সন্তান, আপনাদের দ্বারা লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত, বিতাড়িত হ'য়ে একান্ত অসহায়ের মতো আমারই কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রেছে। আপনারা যার প্রতি বিরূপ হ'য়েছেন, তাকে আশ্রয় দেবার সাহস আমার হয় নি। তাই আপনাদেরই কাছে একে আমি উপস্থিত করছি।

মজঃফর শা। এই যুবকের লাঞ্ছনার জন্য আমরা দায়ী নই পণ্ডিতজী।

মুসাখাঁ। দায়ী সৈয়দ আহম্মদশা।

মদন্না। মহামান্য উজীর সাহেবের কাজের সমালোচনা করবার ধৃষ্টতা আমার নেই, আর তার প্রয়োজনও নেই। আমি শুধু জানতে চাই—সুলতানের দরবারে কি কোন বিদেশী আত্মসম্মান নিয়ে থাকতে পারবে না? এই যে সর্দ্দার পানিখাঁ, আফগানিস্থান থেকে এসে গোলকোণ্ডার সৈন্য-চালনা ক'রে গোলকোণ্ডার স্বাধীনতা রক্ষা করছেন—ইনি, ইনি যদি কোনদিন কোন কারণে কোন দাম্ভিক, স্বার্থান্বেষী সভাসদ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হন—তাহ'লে তার ফলে গোলকোণ্ডা কি লাভবান হবে? গোলকোণ্ডার গৌরব বর্দ্ধনে বিদেশীর দান যে কম নয়, তা তো আপনারা জানেন। এই ধরুন আমি, অথবা আমার অনুজ মহাবলী ওই আকান্না,—বিদেশী, আমরা কি আশ্রয় পাব না? আত্মসম্মান বজায় রেখে এ দেশে বাস করতে পারব না?

পানিখাঁ। বিদেশী ব'লে নীরবে আমরা অত্যাচার সইব না।

মদন্না। অত্যাচার সইতে এই যুবকও সম্মত ছিল না খাঁ সাহেব। অথচ প্রতিকারও কিছু করতে পারল না। লাঞ্ছনায় ম্লান এই মুখখানি আমি চেয়ে চেয়ে দেখি আর আমাদের সকলের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে শঙ্কিত হ'য়ে উঠি।

মজঃফর শা। পণ্ডিতজী আমাদের কি করতে বলেন।

মদন্না। উপদেশ দেওয়া আমার কাজ নয় সৈয়দ সাহেব। আমি শুধু আমার ব্যথার কথা—ভয়ের কথা ব্যক্ত ক'রে আমাদের প্রতি আপনাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

মুসাখাঁ। পণ্ডিতজী কি জানেন না যে আমাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন?

মজঃফর শা। দীর্ঘকাল ধ'রে উজীর সাহেব হাতেই মাথা কেটে আসছেন।

সর্দ্দার পানিখাঁ। তার মুখের কথাই কুতবসাহী সাম্রাজ্যের অলঙ্ঘ্য আইন।

ফকির সাহেব। তাইতো বিপদের বন্যা বিজাপুর ভাসিয়ে গোলকোণ্ডাকে গ্রাস করতে ধেয়ে আস্‌চে।

মদন্না। রাজনীতি চর্চ্চায় আমার অধিকার নেই। আমি শুধু জানতে চাই গোলকোণ্ডাকে কে রক্ষা করবে? সুলতানের অবর্ত্তমানে অনাচাররূপী প্রেতের ভৈরব নৃত্যে দেশ যে রসাতলে যাবে ফকির সাহেব!

বাহিরে করুণ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শোনা গেল

সকলে একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া

মুসাখাঁ
মজঃফর শা } ও কি পণ্ডিতজী!

সর্দ্দার পানিখাঁ। কার ওই আর্ত্তনাদ?

ফকির সাহেব। গোলকোণ্ডার একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই আর্ত্তনাদই অনুক্ষণ শোনা যায়।

মদন্না। লাঞ্ছিত এই যুবকের মতো লাঞ্ছিতা ওই নারীও আমার আশ্রয় ভিক্ষা ক'রেছে ফকির সাহেব। কিন্তু আমার শক্তি কোথায়, আপনাদের অনুগ্রহে পালিত দীন ব্রাহ্মণ আমি, শক্তি কোথায় পাব? ভাই, ওকে এইখানেই নিয়ে এস।

আকান্না বাহিরে চলিয়া গেল

ত্র্যম্বক! ফাড্‌কে!

ত্র্যম্বক ও ফাড্‌কে প্রবেশ করিল

ছুটো প্রদীপ সরিয়ে নাও।

তাহারা তাহাই করিল

জানেন ফকির সাহেব, জানেন মজঃফর শা, অন্ধ-কারায় আবদ্ধ থাকায় অভাগী চোখে আর আলো সইতে পারে না!

আধা-অন্ধকার গৃহে কঙ্কালবশিষ্টনারী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিল, কোলে এক শিশুর কঙ্কাল

মজঃফর শা। কে! কে ওই ভয়ঙ্করী নারী?

মুসাখাঁ। উন্মাদিনী।

ফকির সাহেব। না, না, উন্মাদিনী নয়···বিজাপুরে দেখেছি···গোলকোণ্ডায়ও দেখেছি···একটী নয়···দুটি নয়···অগণ্য, অসংখ্য··· পুত্রশোকাতুরা, হৃতসর্ব্বস্বা জননী···জাতির প্রাণশক্তির প্রতীক··· আমার জন্মভূমির জীবন্ত ছবি।

মদন্না। দুঃখ এই মজঃফর শা, যে হায়দ্রাবাদের প্রাসাদে নৃত্যপরায়ণা নর্ত্তকীদের দেখে দেখে আমরা এদের পরিচয় ভুলে গিয়েছি।··· একবার ভুলেও জান্‌তে চাই না—এদের এই দুর্দ্দশার জন্য দায়ী কে?

মজঃফর শা। আমি বুঝেছি পণ্ডিতজী এর জন্য দায়ী কে।

মুসাখাঁ। আমিও বুঝেছি পণ্ডিতজী।

মদন্না। কে! কে দায়ী?

সৈয়দ সুলতান। দায়ী দাম্ভিক সেই সৈয়দ আহাম্মদ।

মদন্না। মূর্খ যুবক!

সর্দ্দার পানিখাঁ। যুবক সত্য কথাই ব'লেছে পণ্ডিতজী!

মজঃফর শা। আমরা শপথ কর্‌ছি পণ্ডিতজী, এই অনাচার আমরা দূর কর্‌ব।

সর্দ্দার পানিখাঁ। সৈয়দ আহাম্মদের কুশাসন থেকে গোলকোণ্ডাকে আমরা মুক্তি দোব!

মদন্না। রাজনীতি চর্চ্চায় আমার অধিকার নাই, আমি শুধু অন্তরের ব্যথাই প্রকাশ করিছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

পথে গায়ক গান গাহিতেছে। দু একজন করিয়া লোক জড় হইতেছে। নিবিষ্ট-চিত্তে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছে। কেহ কেহ গায়কের সম্মুখে পয়সা ফেলিয়া দিতেছে। গায়ক গানই গাহিতেছে, পয়সার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না।

গায়ক। গীত

বাজাতে এসেছি বেদনার বেণু গেঁথেছি জ্বালার মালা।
নিখিল যুগের অশ্রু-কুসুমে সাজিয়ে এনেছি ডালা॥
আর্ত্তদেশের কঙ্কাল যত ক্রন্দন করে শুধু,
জ্বলিছে জাতির জীবন-শ্মশান মরুর মতন ধূ ধূ,
চিতার আগুনে যাবে না বন্ধু প্রাণের প্রদীপ জ্বালা॥
দেখেছিনু যেন কতদিন আগে প্রভাত সূর্য্যকর,
শুনেছিনু যেন শব-সাধনার উদার মন্ত্রকর,
অমৃত পুত্র জীবন সূত্রে শৃঙ্খল হয়ে বাজে,
আত্মা ছুটেছে আত্মনাশের গভীর গুহার মাঝে,
কে রচিবে বল মৃত্যুর দ্বারে জন্ম শিশুর পালা॥

গান হইলে একটী নারী জিজ্ঞাসা করিল

১ম নারী। বাছা, কোন্ দেশের লোক তুমি?

গায়ক। এই গোলকোণ্ডার, মা।

২য় নারী। কোথায় ঘর?

গায়ক। ঘর আমার নেই।

১ম নারী। থাক কোথায় ?

গায়ক। কখনো গাছতলায়, কখনো পাহাড়ের গুহায়।

২য় নারী। কি খাও ?

গায়ক। গাছের ফল, নদীর জল।

১ম নারী। শুধু তাই ?

গায়ক। দু'একদিন ডাল-রুটিও জুটে যায়।

১ম পুরুষ। এমন গান শিখ্‌লে কোথায় ?

গায়ক। গুরু শিখিয়েছেন।

২য় পুরুষ। কতদিন গলা সেধেছ হে !

গায়ক। গলা আমায় সাধ্‌তে হয়নি।

১ম পুরুষ। তাই কেমন যেন বে-সুরো লাগ্‌লো।

২য় পুরুষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা, চালাকি পেয়েছ ?

১ম পুরুষ। আর মাঝে মাঝে তালও যেন কেটে যাচ্ছিল।

২য় পুরুষ। নইলে কি আর এমন দশা হয় !

১ম পুরুষ। যে সত্যিকার গুণী হবে সে আবার খেতে পাবে না ?

গায়ক। আমি ত গুণী নই বাবা !

১ম পুরুষ। তবে গান গেয়ে পথে পথে ফের কেন ?

গায়ক। গুরু যে ব'লে দিয়েছেন।

২য় পুরুষ। এই পয়সা নিয়ে বুঝি তোমার গুরুকে দেবে ?

গায়ক। পয়সা ত আমি নোব না।

১ম পুরুষ। ওই অতগুলো পয়সা কি হবে ?

গায়ক। যেমন আছে তেমনি প'ড়ে থাক্‌বে।

১ম পুরুষ। যদি আমরা নিয়ে যাই ?

গায়ক। ইচ্ছে হয় নাও।

২য় পুরুষ। না, না, পয়সা তুমি নিয়ে যাও।

গায়ক। পয়সা আমি চাই না, আমি চাই প্রাণ।

১ম পুরুষ। কার? ওই সুন্দরীদের?

গায়ক। সকলের।

১ম পুরুষ। তুমি বুঝি কবরেজি শিখ্‌ছ হে?

গায়ক। কেন?

১ম পুরুষ। শুনেছি শত শত লোক মেরে তবে একজন বদ্যি হয়। তুমিও ভাই সকলের প্রাণ নিতে চাইছ।

গায়ক। প্রাণ আমি চাইছি মার্‌তে নয়—বাঁচাতে।

১ম পুরুষ। সে আবার কি?

গায়ক। ওইতো মজা! তোমরা ভাবচ—প্রাণ তোমাদের তাজাই আছে, আমি দেখ্‌ছি ম'রে গেছে।

২য় পুরুষ। তবে কি আমরা ভূত?

১ম পুরুষ। লোকটা বলে কিরে?

৩য় পুরুষ। বলি গান ত গাও, চোখও কি নেই? দেখ্‌চ না আমরা মানুষ—পূরো সাড়ে তিন হাত মানুষ।

গায়ক। মানুষ নও—মানুষের কঙ্কাল।

১ম পুরুষ। নারে, চল, লোকটা বদ্ধ পাগল।

গায়ক উঠিয়া দাঁড়াইয়া গান ধরিল, দেশপ্রেমে পাগল হইবার গান।
আরো লোক-জন জড়ো হইল

২য় পুরুষ। পাগলে পাগলে দেশটা ভরে গেল।

১ম পুরুষ। এই রে, ওই দেখ! সব-সেরা পাগলটা এই দিকেই আস্‌চে।

৩য় পুরুষ। খবরদার, ওকে পাগল বলিস্‌নে, সুলতান জামাতা আবুল হাসান, কোতল ক'রে দেবে।

ফকিরের বেশে আবুল হাসান প্রবেশ করিল, সকলে কুর্ণিশ করিল, হাসান কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল

হাসান। তুমি এসেচ ভাই !

গায়ক। তোমারি কাজে এসেচি।

হাসান। তোমার সঙ্গে আমি বড় রূঢ় ব্যবহার কর্‌তুম।

গায়ক। আমিত ব্যথা পেতুম না।

হাসান। প্রাসাদ থেকে তোমার গান শুন্‌তে পেলুম, তাইত ছুটে এলুম।

গায়ক। গুরু ব'লেছিলেন, তাই তুমি আস্‌বে।

হাসান। গুরু ব'লেছিলেন !

গায়ক। হ্যাঁ, ভাই।

হাসান। তোমার গানের উদ্দীপনায় আশ্রম ছেড়ে প্রাসাদে এলুম, আবার তোমার গানের করুণ আহ্বানে প্রাসাদ ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালুম। আমায় নিয়ে এ কি খেলা তুমি খেল্‌চ ভাই !

গায়ক। গুরু ব'লেছেন প্রাসাদ আর পথ এক ক'রে দিতে হবে।

১ম পুরুষ। শোন্ শোন্ ও বলে কি !

গায়ক। গুরু ব'লেছেন, পথচারী আর প্রাসাদবাসীদের মাঝে যে পাথরের দেয়াল আছে তা ভেঙে ফেল্‌তে হবে।

২য় পুরুষ। আমরাও ত তাই চাই।

গায়ক। গুরু ব'লেছেন, শক্তির দাপট দেখিয়ে নয়, স্নেহ দিয়েই সকলের হৃদয় জয় কর্‌ত হবে।

১ম পুরুষ। স্নেহই আমরা চাই।

২য় পুরুষ। পীড়ন নয়।

৩য় পুরুষ। শাসন নয়।

১ম পুরুষ। স্নেহের শাসন।

হাসান। তোমরা স্নেহ চাও ?

পুরুষেরা। চাই হুজুর !

সকলে কুর্ণিশ করিল, হাসান হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

১ম পুরুষ। চাওয়া কি অন্যায় হুজুর ?

হাসান তাহাকে কাছে টানিয়া লইল

হাসান। না, না অন্যায় নয়। তবে কি জান, অত সহজে মেরুদণ্ড নুইয়ে দিলে, স্নেহ কেন—অনুগ্রহও পাওয়া যাবে না।

২য় পুরুষ। অনুগ্রহও আমরা কোনদিন পাইনি।

অনেকে। অনুগ্রহ আমরা চাই না, আমরা চাই স্নেহ।

হাসান। স্নেহ যদি চাও, তাহলে বাহু মেলে—ভাই ব'লে আম টেনে নাও।

বাহু মেলিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কেহ অগ্রসর হইল না।
হাসান চারিদিকে চাহিয়া দেখিল

কৈ! একজনও তোমরা এগিয়ে এলে না ?

সসঙ্কোচে কুর্নিশ করিয়া

১ম পুরুষ। হুজুর, সুলতান জামাতা।

হাসান। সুলতান জামাতা !

হাসিতে হাসিতে নুইয়া পড়িল, আবার সোজা হইয়া উঠিয়া কহিল

সুলতান জামাতা ! না ? সুলতান জামাতার দুর্দ্দশার কথা তোমরা শোন নি ?

২য় পুরুষ। রাজা-রাজড়ার ঘরের কথা আমরা কি ক'রে শুনব, হুজুর ?

হাসিতে হাসিতে কহিল

হাসান। তা'হলে, শোন, বল্‌চি। পারস্য থেকে এলেন এক সুন্দর যুবক সুলতানের মেয়েকে বিয়ে কর্‌বার লোভ নিয়ে।

১ম পুরুষ। ও! শুনিচি, শুনিচি, সে সব কথা আমরা শুনিচি।

২য় পুরুষ। সভা ভর্ত্তি লোকের সাম্নে তার গা থেকে বরের পোষাক খুলে তাড়িয়ে দিলে।

হাসান হাসিতে হাসিতে নুইয়া পড়িল

হাসান। শুধু পা-জামাটা রেখেছিল।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া মহবুব হাসানকে সেলাম করিয়া কহিল

হুজুর, সেই পা-জামাকেই পতাকা ক'রে তিনি জয়-যাত্রায় য়েছেন।

বহু লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

...ুষ। বেশ বলেছ বাবা।

...ান। আর দুটো দিন যাক্, তখন সুলতানের এই জামাতাটিরও ওই অবস্থাই হবে। আমি ত তাই প্রস্তুত হ'য়েই র'য়েছি। ওরা এসে গলা ধাক্কা দেয়, আমি পরম আনন্দে তোমাদেরই গলা জড়িয়ে ধর্‌ব। তোমরাও কিছু আর আমাকে ফেল্‌তে পার্‌বে না!

১ম পুরুষ। আমরা ফেল্‌ব তোমাকে!

২য় পুরুষ। তুই সৈয়দ সাহের শাকরেদ।

৩য় পুরুষ। তুমি আমাদের ভাই।

হাসান। এইটেই হলো আমার আসল পরিচয়। আমি তোমাদের ভাই।

গায়ক আবার গান গাহিল। হাসান এবং একে একে সকলে সেই গানে যোগ দিল। ক্রমশঃ সকলে হাসানকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের একটী কক্ষ

জিন্নৎ ও মনিজা বসিয়া কথা বলিতেছে

জিন্নৎ। আচ্ছা মনিজা, তুই আমায় বেগম সাহেবা ব'লে কেন ডাকিস বল্‌ত ?

মনিজা। তাই যে ডাক্‌বার রীতি।

জিন্নৎ। তা হোক্ ! কেউ যখন কাছে থাক্‌বে না, তখন তুই আমার নাম ধ'রেই ডাকিস্। তবু মনে হবে আপন জন আমার আছে।

মনিজা। ওমা ! আপন জন তোমার কেউ নেই নাকি ?

জিন্নৎ। বিয়ের আগে মনে হোতো সবাই ভালবাসে। বিয়ের পর দেখ্‌ছি কেউ আর ভাল ক'রে কথাও কয় না। মনিজা, সুলতান যদি না বাঁচেন, তা'হলে আমার কি হবে ?

মনিজা। তোমার দুঃখ কি ? অমন সুন্দর বর র'য়েচেন।

জিন্নৎ। ওই রয়েইছেন, তার বেশী কিছু নয়।

মনিজা। সে কি ! এখনও ভাব-সাব হয় নি ?

জিন্নৎ। কি ক'রে হবে ভাই ? তাঁর অন্তর জুড়ে যে আর একজন র'য়েছেন।

মনিজা। ওমা ! সে কি গো ?

জিন্নৎ। ঘুমের ঘোরে 'তাজ' 'তাজ' ব'লে চেঁচিয়ে ওঠেন, বোধ হয় স্বপ্নে তাকেই দেখেন।

মনিজা। কোন দিন জিজ্ঞাসা কর নি ?

জিন্নৎ। ক'রেছি, হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু চোখ জলে ভ'রে ওঠে !

মনিজা। তবে বিয়ে কর্‌লেন কেন ?

জিন্নৎ। বল্লেন খোদার আদেশে। লোকটিকে সত্যই চিন্তে পার্‌লাম না।

মনিজা। আগে ভাল করে জমে উঠুক্।

জিন্নৎ। হয়ত নসীবে তা নেই।

মনিজা। ছিঃ! অমন কথা বল্‌তে নেই।

জিন্নৎ। বলি কি সাধ ক'রে? আজ সমস্ত প্রাসাদটা যেন ভূতে পাওয়া বাড়ী ব'লে মনে হচ্ছে। সকলের মুখে চোখে যেন ভয়ের ভাব ফুটে উঠেছে। মা সাহেবেরও মুখ শুকিয়ে গেছে। তিনিও চঞ্চল হ'য়ে অকাজে ছুটোছুটি কর্‌ছেন।

মনিজা। সুলতান যে অসুস্থ।

জিন্নৎ। না, সে জন্যেও নয়। বাবার কাছেওত কেউ বড় যাচ্ছে না। হারেমের মেয়ে-শান্ত্রীরা কেন যেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরা-ফেরা কর্‌ছে। বাবার অসুখের খবর পেয়ে কোন শত্রু কি প্রাসাদ আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে মনিজা ?

মনিজা মুখ ঘুরাইয়া লইল

মনিজা, তুই তবে জানিস !

মনিজার হাত ধরিয়া

আমাকে লুকোস্‌নে ভাই, বল্ কি হ'য়েছে !

মনিজা। ভেবেছিলুম তোমাকে কিছু বল্‌ব না।

জিন্নৎ। তবে তুই জানিস্ !

মনিজা। সিংহাসন কে অধিকার কর্‌বে তাই নিয়ে ভেতরে ভেতরে নানা চালবাজী চল্‌চে।

জিন্নৎ। বাবা বেঁচে থাক্‌তেই !

মনিজা। রাজা-বাদসার ছেলে-মেয়েরা ত তা-ই করে। সম্রাট্ সাজাহানের ছেলে-মেয়েদের কীর্ত্তি শোন নি ? শোন নি ভারত সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব ভাইদের হত্যা ক'রে, বাপকে বন্দী রেখে আজ আলমগীর হ'য়েছেন।

জিন্নৎ। কিন্তু বাবার ত ছেলে নেই !

মনিজা। মেয়েরা র'য়েছেন, জামাইরা র'য়েছেন।

জিন্নৎ। আমরা ত সিংহাসন চাই নাঁ, আমরা চাই বাবা বেঁচে থাকুন।

মনিজা। সিংহাসন চাইলেই কি পাবে ?

জিন্নৎ। আমরা দাবীও কর্‌চি না।

মনিজা। তোমরা ত কর্‌চ না। কিন্তু আমির, ওমরাহ, সেনাপতিরা ?

জিন্নৎ। সবাই সিংহাসন দাবী কর্‌চে ? আমার বাবা বেঁচে থাক্‌তেই ! কেউ চাইছে না—তিনি সেরে উঠুন।

মনিজা। কেউ না।

জিন্নৎ। তিনি ? তিনিও কি সিংহাসনে বস্‌বার জন্য ষড়যন্ত্র কর্‌চেন ?

মনিজা। তিনি ত প্রাসাদেই নেই।

জিন্নৎ। বাবার এই অবস্থা দেখেও তিনি কেমন ক'রে বাইরে আছেন ? জানিস মনিজা, বাবা তাঁকে সত্যিই ভালবাসেন।

মনিজা। অমন লোককে কে না ভালবাসে ? একটু চেষ্টা কর্‌লে তিনিই সিংহাসন পেতেন।

জিন্নৎ। ছোট জামাই বস্‌বে শ্বশুরের সিংহাসনে বড় জামাই থাক্‌তে ?

মনিজা। তিনি যে কুতবসাহী।

জিন্নৎ। এই রে ! উজীর সাহেব যে এই দিকেই আস্‌চেন। ত্যাখ্ মনিজা. ওর মুখ কেমন ভয়ানক হ'য়ে উঠেছে।

মনিজা। উনি হয়ত সিংহাসন দখলের ফন্দী আঁটছেন। চল আমরা পালিয়ে যাই।

জিন্নৎ। তিনি যদি প্রাসাদে থাক্‌তেন!

মনিজা। বুকে বল পেতে, না?

জিন্নৎ। হ্যাঁ, আমার বড় ভয় কর্‌চে মনিজা!

মনিজা জিন্নৎকে লইয়া চলিয়া গেল, অন্য দিক দিয়া সৈয়দ আহাম্মদ ও সুলতানের হকিম প্রবেশ করিলেন

সৈয়দ আহাম্মদ। কেমন দেখ্‌লেন সুলতানকে?

হকিম। কোন আশাই আর নাই উজীর সাহেব!

সৈয়দ আহাম্মদ। হুঁ, সারা জীবনের ব্যাভিচার!

হকিম। ঠিক ব'লেছেন উজীর সাহেব। দেহে কিছুই নেই। সংযমের প্রয়োজন মানুষ স্বীকার করে না; কিন্তু…

সৈয়দ আহাম্মদ। বক্তৃতা শোন্‌বার অবসর আমার নেই।

হকিম। সুলতান আপনাকে যেরূপ স্নেহ কর্‌তেন…

সৈয়দ আহাম্মদ। থাক্, থাক্, হকিম সাহেব। আপনি এখন সুলতানের শেষ ব্যবস্থা করুন গে।

হকিম। তাই যাই উজীর সাহেব!

সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া

আপনিও এদিক্‌কার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাখুন।

সৈয়দ আহাম্মদ দ্রুত তাহার কাছে অগ্রসর হইয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন

সৈয়দ আহাম্মদ। এদিক্‌কার কোন্ ব্যবস্থার কথা আপনি বল্‌চেন?

হকিম। সিংহাসন অধিকার কর্‌বার ব্যবস্থা।

সৈয়দ আহাম্মদ। সিংহাসন ত আমার।

হকিম। সবাই যে তা মান্‌তে চায় না উজীর সাহেব!

সৈয়দ আহাম্মদ। একটু বাদেই দেখ্‌তে পাবেন, তারা মান্‌তে চায় কিনা!

হকিম। তা'হলে নতুন সুলতানকে আমিই আগে অভিবাদন জানিয়ে যাই।

কুর্নিশ করিয়া পিছু হটিয়া প্রস্থান করিলেন

সৈয়দ আহাম্মদ। এই সব মূর্খ চাটুকারদের ওপর নির্ভর ক'রে এতদিন আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম।

প্রহরী প্রবেশ করিল

প্রহরী। সর্দ্দার পানিখাঁ।

সৈয়দ আহাম্মদ। পাঠিয়ে দাও।

পানিখাঁ প্রবেশ করিল

পাঠান বীরের বুঝি এতক্ষণে সময় হোলো।

পানিখাঁ। সুলতান আমাদের বেতন দেন কাজ কর্‌বার জন্য। এতক্ষণ সেই কাজই কর্‌ছিলাম উজীর সাহেব!

সৈয়দ আহাম্মদ। কাজ ত কত, নর্ত্তকী আর সুরা!

পানিখাঁ। সুরা আমি স্পর্শ করি না উজীর সাহেব!

সৈয়দ আহাম্মদ। হাঁ তা কর্‌বেন না—কেননা সুলতান তা সহ্য কর্‌বেন না।

পানিখাঁ। সুলতান তা সহ্য কর্‌বেন না!

সৈয়দ আহাম্মদ। আপনাদের সুলতান আবদাল্লা কুতবসাহী নন, সুলতান সৈয়দ আহম্মদ শা।

পানিখাঁ। উজীর সাহেব! স্মরণ রাখ্‌বেন আমি সুলতানের নিমক খাই।

সৈয়দ আহাম্মদ। যে-নিমক যোগাতে আমাকে বিনিদ্র রজনী আর বিশ্রাম বিহীন দিবস দারুণ দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করতে হয়।

পানিখাঁ। আপনি আমাকে কি জন্যে স্মরণ ক'রেছিলেন, বলুন।

সৈয়দ আহাম্মদ। আমার এই আদেশ পালন করতে যে, সুলতানের মৃত্যুর পর প্রয়োজন হ'লে আপনার সমস্ত সৈন্য আমার পরিচালনায় রাখবেন।

পানিখাঁ। আপনার এ প্রস্তাবে আমি সম্মত নই।

সৈয়দ আহাম্মদ। এ আপনার সুলতানের আদেশ।

পানিখাঁ। সুলতান মুমুর্ষু। আদেশ তিনি কেমন ক'রে দেবেন?

সৈয়দ আহাম্মদ। সর্দ্দার পানিখাঁ, গোলকোণ্ডা বিজাপুরের মত নাবালক শাসিত নয়। যে ঔদ্ধত্য বিজাপুরে প্রকাশ ক'রে আপনি পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, সে ঔদ্ধত্য আমরা সইব না। আমাদের ইচ্ছা আপনি নীরবে আমাদের আদেশ পালন করেন; নতুবা ··

পানিখাঁ। নতুবা? বলুন সুলতান জামাতা, নতুবা?

সৈয়দ আহাম্মদ। আমরণ আপনাকে অন্ধকার কারাগৃহে আবদ্ধ থাকতে হবে।

দ্রুত পাদবিক্ষেপে ঘরের এক কোণে গিয়া সৈয়দ আহাম্মদ দামামা ধ্বনি করিলেন। উন্মুক্ত তরবারী হস্তে চারিজন হাবসী খোজা প্রবেশ করিল

বন্দী কর।

পানিখাঁ তরবারী বাহির করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। বাহাদুর খাঁ বেগে প্রবেশ করিল

বাহাদুর খাঁ। হুজুর, মা সাহেব এই দিকে আস্‌চেন।

মা-সাহেব প্রবেশ করিলেন

মা-সাহেব। এ কি!

সৈয়দ আহাম্মদ। উদ্ধত এই পাঠান আমাদের আদেশ পালনে অনিচ্ছুক।

মা-সাহেব। নিরস্ত হও। আমার পিতা, মহান্ সুলতান, মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আর আমার এই দুঃসময় পাঠান বীর···

সৈয়দ আহাম্মদ। পানিখাঁ।

মা-সাহেব। হাঁ, পাঠানবীর পানিখাঁ, প্রভুর জন্য প্রার্থনায় রত থাক্‌লেই আমরা প্রীত হতেম।

পানিখাঁ। মার্জ্জনা করবেন, মা-সাহেব। উজীর সাহেব আমাকে বন্দী কর্‌তে চেয়েছিলেন। তাই বাধ্য হ'য়েই আমাকে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধর্‌তে হ'য়েছে।

মা-সাহেব। বীরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে কিন্তু বর্ব্বরের প্রতি নয়। এখনো তরবারী উন্মুক্ত রেখে আপনি বর্ব্বরতার পরিচয় দিচ্ছেন, খাঁ সাহেব।

পানিখাঁ লজ্জিত হইয়া তরবারী কোষবদ্ধ করিলেন

পানিখাঁ। মার্জ্জনা কর্‌বেন মা-সাহেব।

পানিখাঁ কুর্নিশ করিতে যেই মাথা নত করিলেন,
অমনি মা-সাহেব আদেশ করিলেন

মা-সাহেব। বন্দী কর।

হাবসী খোজারা পানিখাঁর ওপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে বন্দী করিল

হারেমের কারাগার।

হাবসী খোজারা তাহাকে টানিয়া লইতে উদ্যত হইল

পানিখাঁ। এর প্রতিফল পাবে।

মা সাহেব। তুমি বিশ্বাসঘাতক, তাই এই উপায়েই তোমাকে বন্দী করলুম। নিয়ে যাও।

হাবসী খোজারা পানিখাঁকে লইয়া চলিয়া গেল

এতদিন ধ'রে এই রাজ্য শাসন করলে অথচ একটী সেনা-বাহিনীও নিজের আয়ত্তে রাখলে না ?

সৈয়দ আহাম্মদ। আমার আদেশ পালনে এরা যে অসম্মত হবে, তা মুহূর্ত্তের জন্যেও কোনদিন মনে হয় নি।

মা-সাহেব। সেটা মনের বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক অবস্থার পরিচয় নয়।

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন

সৈয়দ আহাম্মদ। শোন, প্রিয়তমে।

মা-সাহেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

মা-সাহেব। প্রণয় সম্ভাষণ এখন থাক, সিংহাসন, সিংহাসন, সিংহাসন আমার চাই!

সৈয়দ আহাম্মদ। শোন প্রিয়তমে! সুলতানের মৃত্যুর পর সমবেত আমির-ওমরাহদের সামনে দাঁড়িয়ে তুমিই প্রস্তাব করবে যে কুতবশাহী সিংহাসনে বসবার একমাত্র উপযুক্ত লোক হচ্ছি আমি, সৈয়দ আহাম্মদ শা।

মা-সাহেব। তুমিই যে একমাত্র উপযুক্ত লোক সে বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু-ও-প্রস্তাব আমি করব না।

সৈয়দ আহাম্মদ। সে কি রোশেনারা!

মা-সাহেব। আমি ভেবে দেখলাম স্বামী, গোলকোণ্ডার সুলতানদের ওপর খোদার অভিসম্পাত র'য়েছে। তাই ভবিষ্যতে সিংহাসনে

কোন সুলতান বস্‌বে না, বস্‌বেন সুলতানা রোশেনারা, সৈয়দ আবদাল্লা কুতবসাহীর জ্যেষ্ঠা কন্যা !

সৈয়দ আহাম্মদ। আর আমি ? আমি কি স্ত্রীর ভৃত্য হ'য়ে থাক্‌ব ?

মা-সাহেব। আমার যখন যৌবন ছিল, তখন নিজ মুখেই তো কতবার বলেছ, তুমি আমার কেনা গোলাম—আজ তা নেই ব'লেই কি অবস্থাটা এতই ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে ?

সৈয়দ আহাম্মদ। পরিহাস নয়।

মা-সাহেব। পরিহাস আমি কর্‌ছি্‌না উজীর সাহেব !

যাইতে উদ্যত হইলেন

সৈয়দ আহাম্মদ। তোমার এই চেষ্টায় আমি তা'হলে বাধা দোব।

মা-সাহেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন

মা-সাহেব। তা'হলে ওই পাঠান বীর পানিখাঁর মত দিন-কয়েক হারেমের কারাগারে বাস কর্‌তে হবে।

মা-সাহেব প্রস্থান করিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

লোকজন যাওয়া আসা করিতেছে। তাহারই মধ্য দিয়া প্রমত্ত হাসানকে লইয়া মহবুব অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে।

হাসান। কিসের লজ্জা ! য়্যা ? এই বান্দা, লজ্জা কিসের বল্‌ ? সুরা আর সাকীর মর্ম্ম তুই কি বুঝিস্‌রে ! হাসান বোঝে, আবুল

হাসান বোঝে…আর বুঝত সেই কবি…সেই…আরে বল্ না তার নাম…সেই…সেই…

"আর কতদিন আর কতদিন সোনার হরিণ ধর্‌তে যাবো !
গোলোক ধাঁধায় কেমন ক'রে ধ্রুবতারার কিরণ পাবো ?
তিক্ত ফলে ত্যক্ত হওয়া, নয়তো ফেরা শূন্য হাতে,
তার চেয়ে আজ আঙ্গুর-বাগে দ্রাক্ষাসুধায় বুক ভরাবো !

ওমর খৈয়ম, জানিস্ ?

মহবুব। জনাব প্রাসাদে চলুন। সুলতান যে যায় যায়।

হাসান। সুলতান! ঠিক, ঠিক…সুরার মর্ম্ম…আর সাকীরও…হাঁ সাকীর মর্ম্মও সুলতান বোঝেন। সাক্ষী এই গোলকোণ্ডা…বিশ হাজার নর্ত্তকী…দৈনিক বারো হাজার মশক সুরার সদ্ব্যবহার… হিসেব রাখিস্ ?…সেকালের বাবিলন এর তুলনায় বুদ্বুদ… জানিস্ ?…

১ম ব্যক্তি। আরে ছ্যাখ্, ছ্যাখ্,…আবুল হাসানের অবস্থা ছ্যাখ্।

তিন চার জন লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

২য় ব্যক্তি। সুলতানের জামাই !

মহবুব। চলুন জনাব, ওরা সব হাস্‌চে।

হাসান। হাস্‌চে !…ঠিক হ'য়েছে…ঠিক হ'য়েছে…হাসিই ত চাই… তোমরা জান ? শোন…মজার কথা শোন…সে ভারি মজার কথা…শোন…শোন…এই…সব শোন…

হাতছানি দিয়া ডাকিল, সকলে তাহার কাছে গেল।
মহবুব হতাশ হইয়া দূরে গিয়া বসিল

মহবুব। এর চেয়ে যে আমার আগেকার মনিব ছিল ভাল। তখন

ব'লেছিলুম সাত সেলাম নোকরীতে…এখন বল্‌চি সাতশ সেলাম…
বাবা সাতশ সেলাম।

হাসান। আমি আবুল হাসান…

একজন। সুলতানের জামাই।

হাসান। হাঁ এখন…তখনো জামাই হইনি…তখন সুলতানের সভায় যেতুম…সভার লোকগুলোর দিকে চেয়ে দেখতুম…দেখতুম কারু মুখে হাসি নেই…খালি কালো কালো দাড়ি আর ফুলো-ফুলো গাল…পালিয়ে গেলুম…তারপর…এই শুন্‌চ…

একজন। শুন্‌চি বৈকি!

হাসান। তারপর ফকিরিতে ইস্তফা দিয়ে…তারপর…তারপর…কি বল্‌ছিলুম?

একজন। ফকিরিতে ইস্তফা দিয়ে।

হাসান। হ্যাঁ…হ্যাঁ, ইস্তফা দিয়ে…ফকিরিতে ইস্তফা দিয়ে জামাই হ'তে যখন এলুম, তখন…ওই সুলতানের সভার লোকগুলোরই আমাকে দেখে…কি সে হাসি…

হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। মহবুব উঠিয়া দাঁড়াইল

তাদের সেই হাসি দেখেই…জান্‌লে ভাই সব…সুলতানের মেয়েকে সাদী ক'রে ফেল্লুম…

লোকগুলো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

বাঃ, বাঃ, ভাইসব…এম্নি ক'রেই হাস…হেসেই জীবনের মেয়াদ কাটিয়ে দাও!

"জ্বালাস্‌নে আর—জ্বালাসনে আর নিয়ে তোদের স্বরগ ধরা,
কাল যা হবে কালকে হবে! আজকে শুধুই আমোদ করা।

আন পিয়ালা! আয় না কাছে! তনু যে তোর তনুলতা,
আঙ্গুল দিয়ে নাচিয়ে দোব দোদুল বেণী কুসুম ভরা।"

কে বলেছেন জান? ওমর খৈয়ম!

লোকগুলো আবার হাসিয়া উঠিল

মহবুব। না, না, এ আর চোখে দেখা যায় না। আর করিই বা কি ছাই!

দুই এক পাক ঘুরিয়া লইল

দেখি একবার চেষ্টা ক'রে।

ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইল

জনাব, আর একটু খাবেন?

হাসান। এই বান্দা! তোর আগেকার মনিব তোকে ওমর খৈয়ম পড়িয়েছিল।

মহবুব। না, জনাব! ওমর খৈয়ম যদি পড়তুম, তা'হলে আর বান্দা থাক্‌তুম না...সুলতানের জামাই হ'তে পার্‌তুম।

হাসান। দূর গাধা! ওমর খৈয়ম যদি পড়তিস্, তা'হলে বল্‌তিস্...

মনোমোহিনী দ্রাক্ষালতা আত্মাকে মোর জড়িয়ে আছে—
অসাধু সব ভাষায় সাধু নিন্দা করুন নানান ধাঁচে!
সুরা-সরস হাড়-পাঁজরে বানিয়ে নেব এমন চাবি,
মোক্ষ-ধামের খুল্‌বে তালা সে চাবি নেই তাঁদের কাছে।

পড়িস্‌নি ব'লেইত...বান্দা হয়ে...জনাব...হুজুর...ব'লে ব'লে জিভ্ পচিয়ে দিচ্ছিস্।

মহবুব। বাবা, এ যে আবার ওমর-খৈয়ম বেয়ারামে ধর্‌ল, তারত দাওয়াই জানা নেই!

হাসান। এই বান্দা! তোমরা দেখচ ওর বেয়াদবী। সভাসদরা

হেসেছে,…তোমরা হাস্‌চ…ও হাস্‌বে না? ওকে ধ'রে সুড়সুড়ি দাও…দাও…

দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া হাসিতে লাগিল—সকলে তাহাতে যোগ দিল।
মহবুব কাণে হাত চাপা দিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল

মহবুব। ওরে বাবা! আরত সইতে পারি না! যে আস্‌চে সেই দলে ভিড়ে যাচ্ছে। এ শহরে কি একটাও শক্ত লোক নেই? ওই হন্ হন্ ক'রে কে আসচে। হাঁ, ঠিক হ'য়েছে। এইবার দেখব কেমন হাস।

ফাড়্‌কে প্রবেশ করিল

. সেলাম বাবা ফাড়্‌কে!

ফাড়্‌কে। তুই কে!

মহবুব। তোমারি লেড়কে, বাবা ফাড়্‌কে।

ফাড়্‌কে। ও, তুই সেই বান্দা!

মহবুব। সেই যে…সেই…তোরঙ্গটা রেখে তাড়িয়ে দিয়েছিলে…মনে নেই?

ফাড়্‌কে। চুপ! দোব ঘাড় মট্‌কে।

ঘাড় ধরিল। সকলে হাসিয়া উঠিল

মহবুব। ওরা হাস্‌চে…তুমকো দেখকে, বাবা ফাড়্‌কে!

ঘাড় ছাড়িয়া দিল

ফাড়্‌কে। আমাকে দেখে হাস্‌চে!

মহবুব। দাও সব লট্‌কে, বাবা ফাড়্‌কে।

ফাড়্‌কে তাহাদের কাছে গিয়া কহিল

ফাড়্‌কে। এই…এখানে সব হচ্ছে কি!

হাসান তাহাকে ভালো করিয়া দেখিল

হাসান। সেই কালো কালো দাড়ী আর ফুলো ফুলো গা…আ…হা… হা…হা…

সকলে। হো—হো—হো—হো

ফাড়কে দেখিয়া শুনিয়া পলাইয়া গেল

মহবুব। ওরে বাবা! ওই ফাড়কের মতো ষাঁড়কে দেখেও হেসে উড়িয়ে দিল…একটা লোকও একটু ভয় পেলো না? য়্যাঁ!

হাসান। গুরুর আদেশ…গোলকোণ্ডার দুঃখ দূর করতে হবে…তাই আমি বল্‌চি…আমি…আমি…আবুল হাসান…আমি আবুল হাসান বল্‌চি…দুঃখ কেউ কোরো না…কেউ না…মজাদার এই দুনিয়া দেখে…দুলে দুলে ফুলে ফুলে হাস…হাস…মনের আনন্দে সব হাস!

একজন। আমরা ত হাস্‌চি

হাসান। ঠিক…ঠিক…তোমরা ত হাস্‌চই…সবাই হাস্‌চ…তবে?

একজন। তবে কি!

হাসান। চুপ!

সকলকে চুপ করিতে কহিল

শুনচ? কে ওই কাঁদে?…শুন্‌চ না? শুন্‌চ, কিন্তু বুঝতে পারচ না, কে! কাঁদে তাজ…তাজ…মমতাজ! সেত কাঁদবেই। চেয়ে সে পায়নি… কাঁদবে না? যারা চেয়ে পায় না তাদেরই জন্যেত কান্না…সবাই চায় কিন্তু কেউ পায় না…কিছুই পায় না…

একজন। এ আবার কি বলে!

বহুলোক প্রবেশ করিল

১ম ব্যক্তি। এই যে হাসান।

২য় ব্যক্তি। আবুল হাসান।

৩য় ব্যক্তি। আমাদের ভাই হাসান।

হাসান। ঠিক! ঠিক! আবুল হাসান তোমাদের ভাই···সুলতানের কেউ নয়···কিছু নয়...

১ম ব্যক্তি। সুলতান কে? তোমাকেই আমরা সুলতান করব।

হাসান। তা'হলে তোমরা হবে সব সুলতানের ভাই...

বলিয়া হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল

চল ভাই সব, হাসির বন্যায় গোঁলকোণ্ডার সব দুঃখ ভাসিয়েদি।

দুই চারজনকে জড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। মহবুব একা সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কহিল

মহবুব। সারা গোলকোণ্ডার দুঃখ গেলেও তোমার দুঃখ ঘুচ্‌বে না।

বেগে বাহাদুর খাঁ প্রবেশ করিল

বাহাদুর খাঁ। এই যে মহবুব!

মহবুব। থামলেন কেন! বলুন, বেকুব, ভল্লুক, উল্লুক, বলুন।

বাহাদুর খাঁ। জামাই বাবাজী কোথায়?

মহবুব। হাসির ফোয়ারা তুলে চ'লেছেন।

বাহাদুর খাঁ। কোথায়, কোন্ দিকে?

মহবুব। দু'চক্ষু যেদিকে নিয়ে যাবে।

বাহাদুর খাঁ। ছ্যাথ ছোঁড়া, সোজা বল্, বল্‌ছি।

মহবুব। সোজা!

বাহাদুর খাঁ। হাঁ।

মহবুব। চলে যাও নাক বরাবর। হারানো-রতন পেলেও পেতে পার।

বাহাদুর খাঁ। আরে ওদিকে যে সব যায়!

মহবুব। ওদিকে কেউ যায়নি—সব গেছে এদিকে।

বাহাদুর খাঁ। ওরে বেকুব সুলতান যে মারা গেছেন!

মহবুব। সুলতান মারা গেছেন? আমার যে কান্না পাচ্ছে। তুমি কি পাষাণ গো, তোমার চোখে জল নেই?

বাহাদুর খাঁ। না নেই। তুই আমায় বল্—হাসান কোন্ দিকে গেল। এখনও যদি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তা'হলে হয়ত সিংহাসন তার হাত ছাড়া হয় না।

মহবুব। সিংহাসনে কে বসবে? আমার হুজুর, আমার জনাব?

বাহাদুর খাঁ। হ্যাঁরে, হ্যাঁ।

মহবুব। খাঁ সাহেব, আমায় একটুখানি ধর—আমার হাসি পাচ্ছে... ওদের মত দুলে দুলে ফুলে ফুলে হাস্‌তে ইচ্ছে কচ্ছে।

বাহাদুর খাঁ। এই বল্লি কান্না পাচ্ছে, আবার বল্‌ছিস্ হাসি?

মহবুব। তখন জান্‌তুম না আমার জনাব, আমার হুজুর, আমার সরাব-সাবাড়ী মনিব সিংহাসনে বস্‌বে আর আমি বস্‌ব পাশে উজীর হ'য়ে সত্যি খাঁ সাহেব, সিংহাসন পাবে ত?

বাহাদুর খাঁ। ছাই পাবে!

মহবুব। তবে তুমি ঠাট্টা করছিলে! আমি তা'হলে বল্‌ব না।

বাহাদুর খাঁ। ওরে না, না, ঠাট্টা করিনি। বল্‌ছিলুম, দেরি ক'রে গেলে আর সিংহাসন পাবে না।

মহবুব। এখন গেলে পাবে?

বাহাদুর খাঁ। পাবে।

মহবুব। তা'হলে ছুটে চল।

বাহাদুরকে টানিয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল

বাহাদুর খাঁ। ওরে দাঁড়া, বাবা!

মহবুব। এই যে বল্লে দেরি করলে সিংহাসন পাবে না।

বাহাদুর খাঁ। চল বাবা, চল।

মহবুব। আচ্ছা আমিই তোমাকে নিয়ে যাই।

হাত দিয়া পিছন হইতে ঠেলিতে ঠেলিতে

চল নাক বরাবর! নাক বরাবর! হেঁইও।

বাহাদুরকে সামনের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেল

পঞ্চম দৃশ্য

সুলতানের দরবার কক্ষ। শূন্য সিংহাসন। সিংহাসনের সম্মুখে দুই পার্শ্বে সুলতানের দুই কন্যা বসিয়া আছেন। মা-সাহেবের পিছনে তাতারী রমণীরা অস্ত্র-হস্তে দণ্ডায়মানা, জিন্নতের পিছনে মনিজা এবং অন্যান্য নারীরা। মা-সাহেব যে দিকে বসিয়া আছেন, সেই দিকে সর্ব্বপ্রথমে সৈয়দ আহাম্মদ, তৎপরে অন্যান্য ওমরাহ দণ্ডায়মান। তাহাদের দিকে মুখ করিয়া মজঃফরশা, মুসাখাঁ, মদন্না পণ্ডিত, আকান্না পণ্ডিত দণ্ডায়মান। প্রত্যেকেরই পিছনে অন্যান্য অনেক লোক, প্রহরী সৈনিক পুরুষ প্রভৃতি। যবনিকা উঠিতেই দেখা গেল, সকলেই নত মস্তকে নীরবে রহিয়াছেন। মা-সাহেব ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর ধীর স্থির কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন!

মা-সাহেব। আমার পিতা, সুলতান সৈয়দ-আবদাল্লা আর নাই। যার স্নেহচ্ছায়াতলে লালিত, প্রতিপালিত, বর্দ্ধিত হ'য়ে আজ আমি সংসারে সকল রকমের সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারিণী হ'য়েছি; যাঁর কৃপায় বীর-বিচক্ষণ ওই স্বামী, সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ওমরাহগণের স্নেহ, অগণ্য প্রজাপুঞ্জের শ্রদ্ধা লাভে আমি ধন্য হ'য়েছি—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আমার সেই স্নেহ-প্রবণ পিতা,

গোলকোণ্ডার প্রতিপালক, কুতবশাহী সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ আর ইহলোকে নাই।

জিন্নৎ ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল

জিন্নৎ। সুলতান!…বাবা!

মা-সাহেব আঁচলে মুখ ঢাকিলেন। সৈয়দ আহাম্মদ তাহাকে ধরিয়া সান্ত্বনা দিবার ভাণ করিয়া কহিলেন

সৈয়দ আহাম্মদ। সুলতান-তনয়ারা শোকে মুহ্যমানা, আমারও মানসিক অবস্থা আপনারা অনুমানে বুঝতে পার্‌ছেন। তাই সুলতান-পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে এই আর্জ্জি আমি পেশ কর্‌তে চাই যে, আমাদের আজকার ত্রুটি বিচ্যুতি আপনারা মার্জ্জনা কর্‌বেন।

মদন্না। মহামান্য সুলতানের তিরোভাব গোলকোণ্ডার পরম দুর্ভাগ্য। গোলকোণ্ডার প্রজা আমরা তাই শোক-সন্তপ্ত সুলতান-পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন কর্‌বার অভিপ্রায়ে অসময়ে এখানে সমবেত হ'য়েছি। সুলতান বিরাট এক প্রজাগোষ্ঠীর প্রতিপালক ছিলেন। সেই গোষ্ঠীভুক্ত আমরাও শোকপ্রকাশের দাবী রাখি। সকলেই যেখানে শোকাকুল, সেখানে দরবারের রীতি-নীতি বিচার বাতুলতা ব্যতীত আর কি হ'তে পারে, উজীর সাহেব!

মা-সাহেব। পরলোকগত পিতার প্রতি আমার যেমন কর্ত্তব্য র'য়েছে, তেম্নি কর্ত্তব্য র'য়েছে গোলকোণ্ডার প্রতি। যদি সুলতানের সামান্য এক প্রজা হ'তুম, তা'হলে নিভৃত-বিলাপে পিতৃবিয়োগের ব্যথা দূর করার অবসর পেতুম। কিন্তু আমি সুলতান-নন্দিনী। পিতৃ-সিংহাসন, পিতার সাম্রাজ্য, পিতৃপরিত্যক্ত সমগ্র ঐশ্বর্য্য, অপুত্রক

সুলতানের বংশের সম্মান সবই আমাকে রক্ষা করতে হবে—যেহেতু আমিই তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা।

মজঃফরশা। সুলতান-নন্দিনী শোকাতুরা। তাই এ কথা তাঁর মনে হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, তাঁর পিতার অবর্ত্তমানে গোলকোণ্ডা একেবারে অভিভাবক বিহীন হ'য়ে প'ড়েচে।

সৈয়দ আহাম্মদ। কিন্তু আমরা জানি, সত্যই তা হয়নি। কেন না আমরা জানি, সৈয়দ মজঃফরশা জানেন এবং আপনারাও, ওমরাহগণ, আপনারাও জানেন যে সুলতান সত্যই কিছু গোলকোণ্ডার অভিভাবক ছিলেন না।

মদন্না পণ্ডিত। সত্য হ'লেও মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়াই শ্রেয়ঃ।

সৈয়দ আহাম্মদ। না, না, পণ্ডিতজী! গোলকোণ্ডার প্রকৃত অবস্থা আমাদের বুঝতে হবে। নইলে কর্ত্তব্য নিরূপণে আমরা অক্ষম হব।

জিন্নৎ। সে কর্ত্তব্য কি আমার পিতার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই কাজের নিষ্ঠুর সমালোচনা!

সৈয়দ আহাম্মদ। মহামান্য সুলতানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার অভাব নাই, সুলতান-নন্দিনি! তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু জান্‌তে চাই গোলকোণ্ডার শাসন-ব্যাপারে সুলতানের সংস্রব কতটুকু ছিল? আপনারাই বলুন ওমরাহগণ, রাজ্যের কোন সঙ্কট মুহূর্ত্তে আপনারা সুলতানের উপদেশ লাভে লাভবান্ হ'য়েছেন?

মজঃফর শা। এরূপ প্রশ্ন অশিষ্টাচার নয় কি, উজীর সাহেব!

সৈয়দ আহাম্মদ। না।

জিন্নৎ। না!

সৈয়দ আহাম্মদ। সুলতান-নন্দিনি! রাজনীতি বালিকার বোধগম্য নয়।

জিন্নৎ। মা-সাহেব!

মা-সাহেব। বল ভগ্নি!

জিন্নৎ। রাজনীতির দোহাই মেনে এঁরা আমার বাবার প্রতি অশিষ্ট আচরণ কর্‌বেন, আর তুমিও তাই সহ্য কর্‌বে?

মা-সাহেব। তুমি আর এখানে থেকো না বোন, এ সব ব্যাপার তুমি বুঝবে না—মিছে ব্যথাই পাবে।

মজঃফর শা। না সুলতান-নন্দিনি! সিংহাসন সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাদের কারুরই এ স্থান ত্যাগ করা চলে না।

মা-সাহেব। স্থান ত্যাগ করবার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই।

জিন্নৎ। আমি এখনই চ'লে যেতে প্রস্তুত।

মজঃফর শা। তা হ'তে পারে না সুলতান-নন্দিনি!

কুর্নিশ করিল

মা-সাহেব। আপনাদের অভিপ্রায় কি তাই আমি জান্‌তে চাই।

মজঃফর শা। সিংহাসন সম্বন্ধে সর্ব্বজন-সম্মত একটা ব্যবস্থা মাত্র, অতিরিক্ত কিছু নয় সুলতান-নন্দিনি!

মা-সাহেব। সে শ্রম আপনাদের না কর্‌লেও চল্‌বে, কেননা এ সিংহাসন আমার, সুলতানের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইল

মজঃফর শা। সুলতান-নন্দিনি!

মা-সাহেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মজঃফর শাহকে দেখিতে লাগিলেন, তারপর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন

মা-সাহেব। আপনারা কি মনে ক'রেছেন আপনাদের কাছে নতজানু হ'য়ে, আমার পিতৃত্যক্ত সিংহাসনে বস্‌বার অধিকার আমি ভিক্ষা মেগে নোব? পিতা আমার অপুত্রক ছিলেন। আমি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাই তাঁর সিংহাসনের অধিকারিণী আমি, আমি—সুলতানা রোশেনারা!

মুসাখাঁ। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ও-আইন গোলকোণ্ডায় প্রচলিত নেই সুলতান-নন্দিনি।

মজঃফর শা। তারপর, আপনি বিবাহিতা; সুতরাং কুতবশাহী নন। কুতবশাহী সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বস্‌বার অধিকার কেবলমাত্র কুতবশাহীরই আছে।

মা-সাহেব। কুতবশাহী! কোথায় সেই যোগ্য কুতবশাহী যে সৈয়দ আবদাল্লা কুতুবশাহীর সিংহাসনে বস্‌বার স্পর্দ্ধা রাখে? আমার পিতৃবংশে তেমন যোগ্য লোক যদি থাকৃত, তা'হলে আমিই অগ্রণী হ'য়ে তাঁকে ওই সিংহাসন অর্পণ কর্‌তুম। তার পক্ষে ওকালতি কর্‌বার জন্য আপনাদের আইনের নজীর দেখাতে হোতনা।

মজঃফর শা। উপযুক্ত কুতবশাহী আছেন সুলতান-নন্দিনি!

মা-সাহেব। কে তিনি?

মজঃফর শা। সৈয়দ আবুল হাসান···

মা-সাহেব। }
সৈয়দ আহম্মদ। } আবুল হাসান!

মুশাখাঁ। সৈয়দ আবুল হাসান কুতবশাহী।

সকলে কুর্নিশ করিল। মা-সাহেব তাহা দেখিলেন

মা-সাহেব। আমি আপনাদের পরিহাসের পাত্রী নই।

মজঃফর শা। পরিহাস করবার ধৃষ্টতা আমাদের নেই, সুলতান-নন্দিনি!

মা-সাহেব। আবুল হাসানকে আপনারা সিংহাসনের উপযুক্ত ব'লে মনে করেন?

মজঃফর শা। পরলোকগত সুলতানও তাই করতেন।

মা-সাহেব। মিথ্যা কথা।

মজঃফর শা। আপনার রসনা অত্যন্ত অসংযত, সুলতান-নন্দিনি!

মা-সাহেব। এইখানে দাঁড়িয়ে আপনারা পাগলের প্রলাপ শোনাবেন অথচ আশা করবেন যে আমরা আপনাদের সেই সব উক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব?

মজঃফর শা। পাগলের প্রলাপ!

মা সাহেব। নইলে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক কি কখনো বলতে পারে যে, মদ্যপ, লম্পট, ভিক্ষুক ওই আবুল হাসান···

জিন্নৎ। মা-সাহেব!

মজঃফর শা! সুলতান-নন্দিনি!

সৈয়দ আহাম্মদ। মজঃফর শা!

মদন্না। উজীর সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন দেখচি।

সৈয়দ আহাম্মদ। হাঁ, পণ্ডিতজী! আপনার স্পর্দ্ধার পরিচয় পেয়ে আমি চেষ্টা ক'রেও নীরব থাকতে পারলুম না। আপনারা কি সত্যই মনে করেন যে গোলকোণ্ডার সিংহাসন রক্ষার জন্য আপনারা অপরিহার্য্য?

মা-সাহেব। যদি ওরূপ ভুল ধারণা আপনাদের থাকে, তাহলে দয়া ক'রে আপনারা এই দরবার ত্যাগ করুন। দেখুন গোলকোণ্ডার কতটুকু ক্ষতি তাতে হয়।

মদন্না। সুলতান-নন্দিনি! দরবারে আমাদের স্থান আপনাদের

অনুগ্রহের দান নয়। এর ওপর আমাদের দাবী র'য়েছে, অধিকার আছে এইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের বক্তব্য সরল সহজ ভাষায় প্রকাশ করতে। সে দাবী আপনার মুখের কথায় উড়ে যাবে না, সে অধিকার আপনার খেয়ালে লোপ পাবে না।

মা-সাহেব। পণ্ডিতজী!

মদন্না। মা-সাহেব!

মা-সাহেব। আপনারা পিছন দিকে ওই প্রান্তরের পানে একবার চেয়ে দেখুন ত।

মদন্না ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

মদন্না। দেখলুম মা-সাহেব, সপ্ত সহস্র সৈন্য।

মা-সাহেব। ভুলবেন না যেন!

মদন্না। ভুল আপনিই ক'রেছেন সুলতান-নন্দিনি!

মা-সাহেব। তার অর্থ?

মদন্না। ও সৈন্য-শ্রেণী কুতবশাহী সাম্রাজ্যের নয়—মারাঠার।

মা-সাহেব। মারাঠার! কার আদেশে এল?

মদন্না। ছত্রপতির।

সৈয়দ আহাম্মদ। ছত্রপতির!

মা-সাহেব। বিশ্বাসঘাতক সেই দস্যু কি সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ ক'রে আমাদের এই দুঃসময়ে হায়দ্রাবাদ প্রাসাদ অবরোধ ক'রেছে?

মদন্না। সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারেই ছত্রপতি এ সৈন্য পাঠিয়েছেন। উজীর সাহেব জানেন, সর্ত্ত ছিল—কোন কারণে গোলকোণ্ডার সিংহাসন বিপন্ন হ'লে ছত্রপতি সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করবেন।

সৈয়দ আহাম্মদ। তার সাহায্য ত আমরা চাই নি!

মদন্না। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'রেছেন।

সৈয়দ আহাম্মদ। এ তার গোলকোণ্ডাকে গ্রাস কর্‌বার ছলনা মাত্র। ওমরাহগণ! একি! আপনারাও কি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছেন? গোলকোণ্ডাকে বিধর্ম্মীর হাতে সঁপে দেবার ষড়যন্ত্র ক'রেই কি আপনারা এখানে সমবেত হ'য়েছেন?

মজঃফর শা। উজীর সাহেব, বিপদের দিনে নিজে উপযাচক হ'য়ে যে সন্ধি আপনি করেছিলেন, আজ সেই সন্ধির সব সর্ত্ত বিস্মৃত হ'য়ে অকারণে আপনি ছত্রপতির নিন্দা কর্‌ছেন এবং আমাদেরও সম্বন্ধে জঘন্য উক্তি কর্‌ছেন। আমাদের ধৈর্য্যের সীমা আছে জান্‌বেন।

সৈয়দ আহাম্মদ। মারাঠা সৈন্যের অধিনায়ক কে?

মদন্না। আজকার জন্য, কেবলমাত্র আজকার জন্য উজীর সাহেব, এই দীন ব্রাহ্মণই ওই মারাঠা-বাহিনীর অধিনায়ক। ফকির সাহেব সৈয়দ রাজু কোটালের অনুরোধে ছত্রপতি অধীনকে এই সম্মানে ভূষিত ক'রে ধন্য ক'রেছেন।

সৈয়দ আহাম্মদ। আবুল হাসানের গুরু উন্মাদ সেই ফকির শিষ্যকে সিংহাসনে বসাবার এই কৌশল অবলম্বন করেছে।

সৈয়দ মজঃফর। সুতরাং আপনার মনের বাসনা মনেই রেখে দিন। সিংহাসনের আশা ত্যাগ করুন।

সৈয়দ আহাম্মদ। মহালদার মুসাখাঁ!

মুসাখাঁ। আদেশ করুন উজীর সাহেব।

সৈয়দ আহাম্মদ। প্রাসাদরক্ষী সৈন্যদের আহ্বান করুন।

মুসাখাঁ। সুলতানের আদেশ এখনও পাই নি উজীর সাহেব।

সৈয়দ আহাম্মদ। সুলতান মৃত, আদেশ কে দেবে?

মজঃফর শা। সুলতান জীবিত। আদেশ তিনিই দেবেন।

মা সাহেব। আপনাদের এ ঔদ্ধত্য অসহ্য। হাবসী দেহরক্ষীদের আদেশ

দাও স্বামী, এই বিদ্রোহীদের তারা বন্দী ক'রে হারেমের কারাগারে……

[বাহিরে বহুকণ্ঠে।—"জয় !"

মা-সাহেব। ও কি শব্দ !

[আরো নিকটে বহুকণ্ঠে।—"কুতবশাহীর জয় !"]

মা-সাহেব। কার ওই জয়-নাদ উজীর সাহেব ?

সৈয়দ আহাম্মদ। আর বিলম্ব নয়, ওই সিংহাসন আমার, আমিই ওই সিংহাসন অধিকার করব।

সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন, আকান্না ছুটিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল

আকান্না। সাবধান সৈয়দ আহাম্মদ !

মদন্না। বিদ্রোহী ওই উজীরকে বন্দী কর, আকান্না !

বন্যার তরঙ্গের মত বাহির হইতে বহুলোক প্রবেশ করিল

জনতা। জয় সুলতান আবুল হাসানের জয় !

কয়েকজন লোক হাসানকে কাঁধে লইয়া প্রবেশ করিল

জয় সুলতান আবুল হাসানের জয় !

প্রমত্ত হাসান মৃদু হাসিতে হাসিতে হাত নাড়িয়া সকলকে সাধুবাদ করিতে লাগিল

বাহাদুর খাঁ। ওরে ! এখনও শূন্য, সিংহাসন এখনও শূন্য আছে।

হাসানকে যাহারা কাঁধে করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা তাহাকে লইয়া সিংহাসনে বসাইল

মহবুব। জয় সুলতান আবুল হাসানের জয় !

জনতা প্রতিধ্বনি তুলিল। মদন্না মুকুট মাথায় পরাইয়া দিল। সভাসদেরা, সৈনিকরা মাথা নোয়াইয়া অস্ত্র বাহির করিয়া অভিবাদন করিল। হাসান মাঝে মাঝে টলিয়া পড়িতেছিল, মাঝে মাঝে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিতেছিল। মাথায় মুকুট পরাইতেই হাত দিয়া দেখিল। অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় সকলের অভিবাদন লক্ষ্য করিল। সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। নিস্তব্ধ সভার পানে চাহিয়া দেখিল। তারপর গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার পা তখনো টলিতেছিল, মুখে মধুর হাসি। এক এক করিয়া প্রতি আমির-ওমরাহকে দেখিতে লাগিল। সকলেই কুর্ণিশ করিয়া বন্দী সৈয়দ আহাম্মদের সামনে গিয়া দাঁড়াইল

হাসান। শৃঙ্খলাবদ্ধ! কেন?

ঘুরিতেই মজঃফর শাহের দিকে দৃষ্টি পড়িল।
মজঃফর কুর্ণিশ করিয়া কহিল

মজঃফর। সুলতানের সিংহাসনারোহণে বাধা দিতে চেয়েছিল।

হাসান। ছেড়ে দাও!

মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল

সৈয়দ আহাম্মদ। এই মাতালকে তোমরা সিংহাসনে বসিয়েছ!

হাসান। সিংহাসন দিয়েছেন খোদা। তিনি না দিলে কেউ দিতে পারত না......তিনি দিলেন, তাই কেউ বাধা দিতে পারল না। তাই কাউকে বন্দী করতেও হবে না...কাউকে বলতেও হবে না, সাবাস!

সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। সামলাইয়া
লইয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইল

গোলকোণ্ডার সিংহাসন পাকাপোক্ত নয়···কোন সিংহাসনই নয়··· সব সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা ফাঁপা ভিতরে ওপর···তাইতো সিংহাসন টলে···তাইত থেকে থেকে তা তলিয়ে যায়। গোলকোণ্ডারও যাবে। যাবে—যাবে! দুঃখ কি! যাঁ্যা!

সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল

সুলতান যে হবে, সম্রাট্ যে হবে—সত্যিকারের সুলতান, সত্যিকারের সম্রাট্, সে সিংহাসনের মায়ায় মজে থাক্‌বে না, সে মজবে মানুষের মায়ায়···মানুষই সিংহাসন গড়ে, মানুষই দেয় সিংহাসনের মর্য্যাদা! তাই সিংহাসনের চেয়ে মানুষ বড়।

সকলের মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখা দিল

গোলকোণ্ডা এই মানুষকেই ছোট ক'রেছে। তাই সিংহাসন টলে। তাই মারাঠা অশ্বের খুরের ঘায়ে গোলকোণ্ডার বুকের রক্ত ফুটে বেরোয়, তাই মুঘল-রাজের তীক্ষ্ণ নখ গোলকোণ্ডার মাংস ছিড়ে নেয়। ভয়ে গোলকোণ্ডা সন্ধি করে, নিজেকে ছোট করে··· ভয়ে—সিংহাসন হারাবার ভয়ে।

জনতা। আমরা ভয় করি না।

হাসান। কিন্তু ওরা করে। ওরা পাথর দিয়ে দুর্গ তৈরি করে···পাথর দিয়ে প্রাসাদ তৈরি করে···পাথরের পাঁচীল তুলে ওরা সকলের থেকে নিজেদের পৃথক্ ক'রে রাখে। তাই ওরা যখন মরে, কারু চোখ দিয়ে অশ্রু বেরোয় না; ওদের সিংহাসন যখন মাটির ভিতর সেঁধিয়ে যায়, তখন কারু বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোয় না। জলের মাঝে ঢিলের মত ওরা ডুবে যায় নিজেদের অহমিকার ভারে।

সৈয়দ আহাম্মদ। শোন ওমরাহ্‌গণ, শ্রদ্ধাবনত শিরে তোমাদের এই নতুন মাতাল-মনিবের প্রলাপ শোন।

সৈয়দ মজঃফর। সুলতান! বন্দীর এই স্পর্দ্ধা···

হাসান। ওরাত চটবেই···তোমরা···হাঁ, তোমরাও চটবে···যাদের যত দামী পোষাক, জাঁক-জমক, তারা সবাই চটবে। কিন্তু আমিত ভয় করি না। আমার সিংহাসনের ওপর মায়া নেই। আমি পাঁচীল ভেঙ্গে দোব, পথ আর প্রাসাদ আমি এক ক'রে ফেল্‌ব, গোল-কোণ্ডার দুঃখভারাক্রান্ত নর-নারীর মুখে আমি সুখের স্বস্তির হাসি ফুটিয়ে তুল্‌ব।

সৈয়দ আহাম্মদ। সে অবসর তুমি পাবে না লম্পট!

তরবারি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া আঘাত করিতে উদ্যত হইল। মদন্না পণ্ডিত সেই আঘাত প্রতিহত করিবার জন্য সৈয়দ আহাম্মদের তরবারির সহিত তরবারি মিলাইলেন। হাসানের ঠিক মাথার ওপর দুইজনের তরবারি মিলিল, হাসান নড়িল না, উৰ্দ্ধে চাহিয়া দেখিয়া শুধু হাসিল তারপর কহিল

"বর্ত্তমানের লাভের আশায়
ব্যবসা চালায় অনেক বণিক,
ভবিষ্যতে স্বপ্ন দেখে
চোখ অনেকের হয় অনিমিখ।
অন্ধ পুরীর স্তম্ভ-চূড়ায় অদৃষ্ট সে ফুকরে ওঠে—
মূর্খ মানুষ! স্বর্গ-ধরায় নেইকো তোদের পারিতোষিক'।"

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদের নৃত্যশালা। নর্ত্তকীরা নাচিতেছে। হাসান জানালার উপর আনমনে বসিয়া আছে। বাহাদুর খাঁ দূরে দাঁড়াইয়া হাসানের মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। ওমরাহগণ মাঝে মাঝে নিজেদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, মাঝে মাঝে নর্ত্তকীদের দিকে মনোযোগ দিতেছে। বাহাদুর খাঁ পা টিপিয়া টিপিয়া হাসানের কাছে গিয়া সুরার পাত্র অর্পণ করিল, হাসান হাসিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিল। হাসান উঠিয়া দাঁড়াইল। ওমরাহগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুর্ণিশ করিল। হাসান হাসিল।

হাসান। সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্যে এমন সজাগ থাকলে, আনন্দ উপভোগ করবেন কেমন করে? সঙ্কোচ দূরে রেখে আনন্দ করুন।

ঘুরিতে ঘুরিতে নর্ত্তকীদের দেখিতে লাগিল

এরা কি সব বোবা? গাইতেই জানে না?

বাহাদুর খাঁ দৌড়াইয়া আসিয়া কহিল

বাহাদুর খাঁ। জানে জাঁহাপনা!

হাসান। বাঃ বাহাদুর খাঁ। তুমি দেখছি বাবুর্চ্চি হ'য়ে খানা যোগাও, সাকী হয়ে সুরা দাও, আবার হিন্দুদের বৃহন্নলা হ'য়ে নর্ত্তকীদের নাচগানও শেখাও!

বাহাদুর খাঁ। গোলামের সবই কিছু কিছু আসে জাঁহাপনা! ওরা গাইবে?

হাসান। হাঁ, এঁদের সব আনন্দ দেবে না?

পুনরায় গিয়া জানালার উপর বসিলেন। বাহাদুর খাঁ নর্ত্তকীদের কাছে গেল

বাহাদুর খাঁ। সুলতান তোমাদের গাইতে আদেশ কর্‌ছেন।

তাহারা কুর্ণিশ করিয়া গান সুরু করিল।

নর্ত্তকীগণ গীত

পাত্রখানি পূর্ণ সখা মিষ্টি চোখের সঙ্গীতে
বুকের পাগল চাইছে এখন
প্রাণ দিতে আর প্রাণ নিতে॥
আঙ্গুর ধারা শুকোয় পাছে,
আঙ্গুর নধর অধর আছে,
আর আছে এই প্রেমিক হৃদয়
জাগবে প্রেমের ইঙ্গিতে॥

হাসান কিছুকাল গান শুনিল তারপর উঠিয়া চঞ্চল হইয়া খানিকটা পায়চারী করিল, তারপর বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, নর্ত্তকীরা নাচগান বন্ধ করিল। ওমরাহরা উঠিয়া দাঁড়াইল

১ম ওমরাহ। সুলতান সহসা চ'লে গেলেন কেন?

২য় ওমরাহ। খেয়ালী লোক।

হাসান প্রবেশ করিল

হাসান। আমার বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। আপনাদের অনুমতি না নিয়ে আমি চ'লে গিয়েছিলুম। এই অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন।

সকলে হাসানকে কুর্ণিশ করিল

কৈ বাহাদুর খাঁ, শ্রদ্ধেয় এই অতিথিদের আনন্দ বিতরণ কর। আপনারা আনন্দ করুন—আমি একটু পরে এসে যোগ দেব।

যাইতে উদ্যত হইল। বাহাদুর পাত্র ভরিয়া
সুরা আনিয়া সম্মুখে ধরিল

বাহাদুর খাঁ। জাঁহাপনা, আপনি পান না কর্‌লে ওঁরা······

হাসান। ওঁরাও গ্রহণ করবেন না, না? আচ্ছা, দাও!

সুরা-পাত্র হস্তে লইয়া, উঁচু করিয়া ধরিয়া

ওগো পীতম, দাও মদিরা! পাত্র ভরে দাও না প্রীতি—
ভুলাও অতীত ব্যথার চিতা, ভবিষ্যতের অচিন্ ভীতি।
কাল কি হবে? কাল কি হবে? কাল্‌কে আমি হয়ত হব
বিগত কোন্ লাখ্-বরষের হারিয়ে-যাওয়া একটি স্মৃতি।

একচুমুকে পান করিয়া পাত্রটী ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।
সকলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিল। তারপর ওমরাহগণ
বাহাদুর খাঁকে তিন দিক্ হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইল

বাহাদুর খাঁ। আরে! আমাকে অপরাধী কর্‌বেন না, আমাকে অপরাধী কর্‌বেন না! আপনাদের সুরা দেবার জন্যে ওই যে ওঁরা আকুল হ'য়ে উঠেছেন। কোথায় বিবিরা, হাত দিয়ে সুরা ঢাল, কণ্ঠ দিয়ে ঢাল সুধা, নাচের তালে তালে তোমাদের এই অতিথীদের বুকে আনন্দ হিল্লোল জাগিয়ে তোল।

সখীরা কলসী আকৃতি সুরাপাত্র হইতে সুরা ঢালিয়া নাচিতে নাচিতে
ওমরাহদের কাছে গেল। ওমরাহগণ ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,
নর্ত্তকীরা পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়া সুরা
পরিবেশন করিতে লাগিল। গান সুরু হইল

গীত

চরণ টলমল নয়ন ঢল ঢল
মরম কলতানে ভরা।

প্রাণে মধু আর পিয়ালা বধু আছে
নূপুরে গীতি মনহরা ॥
গোপনে যৌবন চলে যায়,
স্বপনে রূপকথা বলে যায়,
জীবন আছে আজো,
আঙ্গুর রঙে সাজো,
বাহুর কাঁদে দাও ধরা ॥

এই অবস্থায় পট পরিবর্ত্তিত হইবে—নর্ত্তকীদের দেখা যায় তাহাদের নাচ গানও দেখা যায় এমন একটা স্থানের পরিকল্পনা। স্থানটী আধা অন্ধকার। অবগুণ্ঠনবতী একটী যুবতী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া নৃত্যশালার নাচ দেখিতে লাগিল। অন্য দিক দিয়া অন্যমনস্কভাবে হাসান প্রবেশ করিল। সহসা এই অবগুণ্ঠনবতী নারীকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল

হাসান। কে!

যুবতী চমকাইয়া উঠিল। এবং চকিতে সরিয়া যাইতে উদ্যত হইল

দাঁড়াও।

যুবতী দাঁড়াইল

হাসান। কে তুমি বল!

মহালদার মুসাখাঁ প্রবেশ করিলেন

মুসাখাঁ। সুলতান আমাকে স্মরণ করে……

হাসান মুসাখাঁর দিকে ফিরিলেন। যুবতী সেই অবসরে প্রস্থান করিল

হাসান। একটু পরে, মহালদার সাহেব, একটু পরে।

হাসান ফিরিয়া দাঁড়াইল

একি কোথায় গেল !

একটু হাসিয়া কুর্ণিশ করিয়া মুসাখাঁ প্রস্থান করিল। হাসান দেখিল মুসাখাঁ আছে কি না। তারপর যুবতী যে দিকে গিয়াছিল, সেই দিকে চলিয়া গেল। পট পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় নৃত্যশালার পূর্ণরূপ দেখা গেল। ওমরাহগণ প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। নর্ত্তকীদেরও চরণ টলিতেছে, গান থামিয়া গিয়াছে

হাঁ, কুতবশাহী বটে !

২য় ওমরাহ। এমন ফলাও করবার……

৩য় ওমরাহ। এমন ঢালেয়া হুকুম……

১ম ওমরাহ। এই বান্দা, সরাব লাও।

হাসান প্রবেশ করিল

১ম ওমরাহ। জাঁহাপনা !

২য় ওমরাহ। জনাব !

৩য় ওমরাহ। হুজুর।

হাসান। বন্ধুগণ ! আজকের মত আমাদের এই আসর ভঙ্গ হোক্।

নর্ত্তকীরা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সকলে কুর্ণিশ করিয়া বিদায় লইল। হাসান একখানি উচ্চ আসনে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল

হাসান। বাহাদুর খাঁ !

বাহাদুর ছুটিয়া কাছে গেল

বাহাদুর খাঁ। জাঁহাপনা ?

হাসান। হারেমের প্রতিহারিণী !

বাহাদুর চলিয়া গেল। হাসান অন্য দিকে চাহিয়া

কে ! কে যায় ?

ছুটিয়া মহবুব প্রবেশ করিল

মহবুব। জনাব !

হাসান। ওখান দিয়ে কে গেল ?

মহবুব। কেউ নয় ! আমিই এলুম।

হাসান। আচ্ছা, যাও।

মহবুব। জনাব কি ভয় পেয়েছেন ?

হাসান। যাও—যাও তুমি।

মহবুব। জাঁহাপনা, আপনার যখন সন্দেহ হ'য়েছে তখন বলি··· যদি অভয় পাই।

হাসান। কি বল্‌তে চাও ?

মহবুব। রেতের বেলায় এই সব ঘরে কারা যেন চলা ফেরা করেন, ওড়না মুড়ি দিয়ে। একটু আগে আমি একটিকে দেখেছি, গুলাব-বাগের পাশ দিয়ে চ'লে গেলেন, বোধ হয় হারেমের দিকেই।

হাসান। হুঁ, তুমি এখন যাও।

মহবুব। আমি কাছেই থাক্‌ব হুজুর, ডাক্‌লেই ছুটে আসব।

কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেল। প্রতিহারিণীকে লইয়া বাহাদুর খাঁ প্রবেশ করিল। প্রতিহারিণী অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল

হাসান। তুমি হারেমের ফটকে পাহারা দাও ?

প্রতিহারিণী। হাঁ, জাঁহাপনা।

হাসান। সন্ধ্যা থেকে পাহারায় ছিলে ?

প্রতিহারিণী। ছিলাম জাঁহাপনা।

হাসান। হারেমের কোন সুন্দরী বাহিরে এসেছিল ?

প্রতিহারিণী। না, জাঁহাপনা।

হাসান। সত্য বল।

প্রতিহারিণী। কেউ আসেনি, জাঁহাপনা।

হাসান। আচ্ছা যাও!

প্রতিহারিণী চলিয়া গেল

অথচ আমি নিজে দেখেছি, বাহাদুর খাঁ! বান্দা মহবুব বল্‌ছে সেও দেখেছে।

উঠিয়া দাঁড়াইল

হারেমের সমস্ত সুন্দরীকে আমি আজ দেখব। দেখব সুন্দরী তাদেরই কেউ কি না।

বাহাদুর খাঁ। এখন দেখে কি চিন্‌তে পার্‌বেন জনাব?

হাসান। সেই কালো কালো চোখের ভাষা যেন আমার চেনা, সেই দেহের প্রতি রেখাটী যেন আমারই কোন অন্তরঙ্গের পরিচয় বহন করে। ভোলাবার উপায় নেই, তাই আমি তাকে খুঁজে বার করব।

হাসান চলিয়া গেলন। বাহাদুর খাঁ দাঁড়াইয়া রহিল। অবগুণ্ঠনবতী যুবতী প্রবেশ করিল। সে মমতাজ

মমতাজ। দাদু সাহেব!

বাহাদুর খাঁ চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল

বাহাদুর। কে!

মমতাজ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অবগুণ্ঠন ঈষৎ সরাইয়া কহিল

মমতাজ। চিন্‌তে তো পার্‌লেন না

বাহাদুর। মমতাজ!

মমতাজ। চুপ!

বাহাদুর। তুই এসেছিস, দিদি!

মমতাজ। তুমি ত আন্‌তে গেলে না!

বাহাদুর। গেলেই যেন আস্‌তিস্!

মমতাজ। একজনকে এনে যখন সুলতান ক'রে দিলে, তখন আমাকেও কেন না বেগম করবৃতে। সেই লোভেও ত আস্‌তুম।

বাহাদুর খাঁ। হাঁরে, আজ আবার একি ভাব তোর?

মমতাজ। কেন, নতুন নতুন লাগছে নাকি?

বাহাদুর। তা লাগছে বৈ-কি!

মমতাজ। বেশত। আমার নতুন পরিচয়টা তা হ'লে নাও। আমি মমতাজ নই। আমি একজন নর্ত্তকী।

বাহাদুর। নর্ত্তকী!

মমতাজ। বিশ্বাস হয় না? বেশ চোখ আর কানের ঝগড়া মেটাও!

অপরূপ ভঙ্গিতে একটুখানি নৃত্য করিয়া দেখাইল

কেমন?

বাহাদুর বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল

ভুল ধরতে পারবে না। ওস্তাদের কাছে ভাল ক'রে শিখে সুলতানের সাম্নে নাচবার যোগ্যতা নিয়ে এসেছি।

বাহাদুর। কিন্তু সুলতানের কাছে তোকে এ ভাবে আস্‌তে হবে কেন? সুলতান যে আজও তোকে ভুল্‌তে পারে নি।

মমতাজ। তাই নাকি!

বাহাদুর। বিশ্বাস করলিনি?

মমতাজ। কি ক'রে করি দাদু সাহেব?

বাহাদুর। সুলতান যে এখনও তোকে খুঁজতে গেছেন।

মমতাজ। নাঃ, তুমিই আমায় তাড়ালে।

বাহাদুর। দোহাই দিদি যাস্‌নে। এ আর আমি চোখে দেখতে পারি না। এত বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী হ'য়েও একটা লোকের একটু কালের জন্যেও শান্তি নেই।

মমতাজ। কেন, এই ত দেখছিলুম নর্ত্তকীদের নিয়ে বেশ নাচ-গান হচ্ছিল।

বাহাদুর। কিন্তু, তার ভেতরটাত দেখতে পাস্‌নি। আমি তোকে ঠিক বল্‌তে পারি সেখানটা পুড়ে খাক্‌ হ'য়ে যাচ্ছিল।

মমতাজ। ও-কথা থাক দাদু-সাহেব। তুমি আমায় বল, আমি চ'লে যাব, না থাক্‌ব ?

বাহাদুর। তুই যদি থাক্‌তে চাস্‌, তাহলে আমি কি পারি বল্‌তে যে চলে যা।

মমতাজ। আমি থাক্‌তেই চাই। কিন্তু—

বাহাদুর। কিন্তু ব'লেই থাম্‌লি কেন ?

মমতাজ। কিন্তু পরিচয় না দিয়ে।

বাহাদুর। তা কি ক'রে হবে ?

মমতাজ। কেন হ'তে পারে না ? নর্ত্তকী হ'য়ে থাক্‌ব, তোমার সুলতানকে নেচে গেয়ে আনন্দ দোব—বিনিময়ে থাক্‌বার একটু ঠাঁই পাব না ?

বাহাদুর। এ তোর কি খেয়াল তুইই জানিস্‌। তোদের গুরুদেবকে সেলাম করি দিদি। শিষ্য আর শিষ্যা দুই-ই সৃষ্টি ছাড়া।

মমতাজ। আমার গুরুর নিন্দা করচ। তা'হলে আমি চ'লেই যাই।

বাহাদুর। চল্‌ চল্‌—আমার ঘরেই চল। এখানে সুলতান এসে পড়বেন। চল্‌—আমার ঘরে নিরালায় ব'সে যা হয় একটা ঠিক ক'রে ফেলি।

মমতাজ। যা হয় একটা মানে ?

বাহাদুর। এই বুড়োর দিকে চোখের ওই চোখা বাণ হানিস্‌নি, দিদি!

মমতাজ। আমি এখানে থাক্‌ব, তার ব্যবস্থা তোমায় ক'রে দিতে হবে।

বাহাদুর। চল্‌ দিদি—চল। কিন্তু নর্ত্তকী হবি কিসের জন্যে?

মমতাজ। আমার খেয়াল।

বাহাদুর। যত সৃষ্টি ছাড়া সব খেয়াল। আয়—এই দিকে আয়।

বাহাদুর পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। মহবুব মাথা বাড়াইয়া দেখিল, তারপর দৌড়াইয়া ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মহবুব। বাহবা কি বাহবা! সাত সেলাম বাহাদুর খাঁ। সত্যিই তুমি বাহাদুর! সুলতান যাকে ধর্‌বার জন্য হন্যে হ'য়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন, একবার ভুঁড়িটি দুলিয়েই তাকে তুমি ভুলিয়ে নিলে—পটিয়ে ফেল্লে!

হাসান প্রবেশ করিল

হাসান। বাহাদুর খাঁ!

মহবুব। জনাব!

হাসান। বাহাদুর খাঁ।

মহবুব। তিনি হুজুর···

হাসান। চুপ ক'রে রইলি কেন? বল না সে কোথায়?

মহবুব। তিনি হুজুর, পিছু নিয়েছেন।

হাসান। পিছু নিয়েছেন কিরে! কার পিছু নিয়েছেন?

মহবুব। ওই যে হুজুর, ওড়না ঢাকা দিয়ে রেতে যাঁরা ঘোরা ফেরা করেন, তাদেরই একজনার।

হাসান। কত সরাব খেয়েছিল আজ? যা, মহালদার সাহেব আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, তাঁকে পাঠিয়ে দে।

মহবুব চলিয়া গেল। হাসান জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মহালদার মুসাখাঁ প্রবেশ করিল। হাসান তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে কুর্ণিশ করিবার অবসর না দিয়া কহিল

থাক্ থাক্ মহালদার সাহেব, দিবারাত্র ওরকম শ্রদ্ধা প্রকাশ আমি সইতে পারি না। আমি যন্ত্র নই—মানুষ। আপনিও তাই। মানুষ যেমন ক'রে মানুষের সঙ্গে কথা বলে, তেম্নি ক'রেই আপনি আমার সঙ্গে কথা বলুন। আগে আপনি বসুন, বসুন ওই আসনে।

মুসাখাঁ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন

মুসাখাঁ। সুলতানের মনোবেদনার কারণ আমি জ্ঞাত নই।

হাসান। শুধু বেদনাতেই নয়, বিরক্তিতেও মন আমার বিষিয়ে উঠেছে মহালদার সাহেব! আপনিই আমায় আশ্রম থেকে আন্‌তে গিয়েছিলেন। প্রকৃতির কোলে—স্নেহ ভালবাসায় পরিতৃপ্ত হ'য়ে দিব্য আনন্দে আমার দিন কাটছিল। আর সেই শান্তিময় আশ্রম থেকে টেনে এনে আপনি আমাকে ফেলেছেন এমন একটা যায়গায় যেখানে হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যাচার, মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে; যেখানে কারু মুখের কথায় বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না; যেখানে হাসির আবরণে লুকানো থাকে দারুণ দুরভিসন্ধি। যেখানে নিশ্চিন্তে নিশ্বাস নিতেও ভয় হয়, পাছে বাতাস থেকে বিষ এসে শরীরে প্রবেশ করে!

মুসাখাঁ। আমি আজ্ঞাবহ ভৃত্য। সুলতানের আদেশেই আমাকে যেতে হ'য়েছিল।

হাসান। কিন্তু সুলতান কি এই অভিশপ্ত সিংহাসনে আমাকে বসাবার জন্যে আপনাদের আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন?

মুসাখাঁ। সুলতানের সেইরূপ ইচ্ছাই ছিল। তা ছাড়া সিংহাসনে

আপনাকে আমরা কেউ বসাইনি—বসিয়েছে হায়দ্রাবাদের জনগণ।

হাসান। জনগণ! আজ তারা কোথায়? সচিবরা চান—নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি! জনগণ চায়—দেশের প্রতি তাদের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য হ'তে অব্যাহতি। একা আমি দুকূল-হারা নদীর মাঝে নোঙর ছেঁড়া নৌকার মত দোল খেতে খেতে ভেসে চ'লেছি।

খানিকটা ঘুরিয়া বেড়াইয়া

মজঃফর খাঁকে বল্লুম, মুঘলের কবল হতে বিজাপুরের বালক সুলতান আদিল শাকে রক্ষা করবার জন্যে গোলকোণ্ডা যে নীতি এতদিন অবলম্বন ক'রে এসেছে, যে নীতি সম্মুখে রেখে মারাঠা ছত্রপতির সঙ্গে সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হয়েছে, সেই নীতি অক্ষুণ্ণ রেখে বিজাপুর আর মহারাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করা হোক্। আপনাদের পরম বিজ্ঞ উজির মজঃফর খাঁ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। অথচ তিনি নিজের খোশ খেয়াল মত রাজ্যের বহু অপ্রয়োজনীয় কাজ আমার অজ্ঞাতে আমারই নামে নিত্য করে যাচ্ছেন! আপনারা ত গোলকোণ্ডার সিংহাসনের জন্য সত্যিকারের একজন সুলতান চান-নি—আপনারা চেয়েছেন আমাকে একটা পুঁতুলের মতো সিংহাসনে বসিয়ে রেখে আপনাদের স্বেচ্ছাচার চালাতে। বলুন একথা সত্য কি না?

মুসাখাঁ। ওরূপ কোন অভিপ্রায় আমার নেই, একথা আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি।

হাসান। সকলের সম্বন্ধেই কি ওকথা আপনি অমি জোর দিয়ে বল্‌তে পারেন?

মুসাখাঁ। না, তবে এই কথাই বল্‌তে পারি যে, সুলতান নিজ ইচ্ছা মত কাজ অবশ্যই করতে পারেন।

হাসান। কিন্তু তা করতে হলে আমাকে কত অপ্রিয় কাজ করতে হয় জানেন? ওই মজঃফর খাঁ থেকে সুরু ক'রে বহু সচিবকে আর বহু সেনাপতিকে বিদায় দিতে হয়। সকলকে দূরে সরিয়ে রেখে ওই মদন্না পণ্ডিতকে, ওই আকান্না পণ্ডিতকে, পাঠান বীর ওই সর্দ্দার পানিখাঁকে আহ্বান ক'রে আনতে হয়।

মুসাখাঁ। তাতেই যদি গোলকোণ্ডার মঙ্গল হয়, তাই করুন।

হাসান। কি করে করব, মহালদার সাহেব! সহস্র বাধা। আপনি কি তা জানেন না? বুঝতেও কি পারেন না যে, আমার মনে এই অভিলাষ প্রকাশ পেলেই একটা বিপ্লবের সূত্রপাত হবে?

মুসাখাঁ। কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করুন, জাঁহাপনা।

হাসান। কৌশল! কৌশল বলতেই ত আপনারা বোঝেন মিথ্যাচার, কপট ব্যবহার, গোপন ষড়যন্ত্র?

মুসাখাঁ। জাঁহাপনা, সিংহাসন সংরক্ষণ আর সন্ন্যাস সাধন মনের এক বৃত্তির দ্বারা সাধিত হয় না।

হাসান। তাই যদি সত্য হয়, তা'হলে সিংহাসনে আমার প্রয়োজন নেই। সিংহাসন! জানেন মহালদার সাহেব! সুলতানের এই সিংহাসন আমাকে কিছুই দেয়নি অথচ আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে।

মুসাখাঁ। যদি নিয়ে থাকে জাঁহাপনা, গোলকোণ্ডা নিয়েছে, সিংহাসন নয়। ফকির সাহেব আপনাকে ব'লেছিলেন—গোলকোণ্ডার প্রয়োজনে,—আপনার পিতৃপুরুষের কীর্ত্তি সংরক্ষণে, আপনার মাতৃ-ভূমির কল্যাণ কারণে আপনাকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই উদ্দীপনাময়ী বাণী যে আমার মাতা বৃদ্ধকেও অনুপ্রাণিত ক'রেছে, আপনার ত তা ভোলবার কথা নয়। যাতে গোলকোণ্ডার হিত

সাধিত হবে ব'লে আপনার মনে হয়, অসঙ্কোচে তাই করুণ জাঁহাপনা! জান্‌বেন, সকলে আপনাকে ছেড়ে গেলেও, সকলে বিরুদ্ধাচরণ করলেও আপনার এই বৃদ্ধ ভৃত্য মহালদার মুসাখাঁ আপনার আদেশে জীবন বিসর্জ্জন করতেও কুণ্ঠিত হবে না।

স্থলতানের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিলেন। স্থলতান তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিলেন

হাসান। উঠুন, মহালদার সাহেব!

মুসাখাঁর হাত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল

আপনার দেশ-প্রীতি আমাকে অভিভূত ক'রেছে। শুধু তাই নয়, যে তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে গোলকোণ্ডার প্রতি মানুষকেই মনে মনে আমি ছোট ব'লে বিশ্বাস ক'রে পীড়া অনুভব করতুম, সে অভিজ্ঞতা যে সর্ব্বতোভাবে সত্য নয়, তাও আমি বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি গোলকোণ্ডায় এখনও মানুষ আছে।

মুসাখাঁ। গোলকোণ্ডার আমি এক নগণ্য সন্তান।

হাসান। হিন্দুস্থানের অধিপতি মুঘল সম্রাট্ আলমগীর তাঁর দূত মারফৎ আমাদের জানিয়েছেন যে, বিজাপুরের বালক স্থলতান অসহায় আদিলশাকে আমরা যেন কোন প্রকারে সাহায্য না করি। এই অনুরোধের অন্তরালে মুঘল সম্রাটের আদেশ রয়েছে। আর সে আদেশ অমান্য করবার অর্থ···বুঝতে পারছেন মহালদার সাহেব?

মুসাখাঁ। গোলকোণ্ডাকে আলমগীরের ক্রোধানলে সমর্পণ!

হাসান। তার অর্থ···

মুসাখাঁ নীরব রহিলেন

আপনার নীরবতাই বুঝিয়ে দিচ্ছে তারও অর্থ আপনি বেশ বুঝতে পেরেছেন।

কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন

কি বলেন? মুঘলের বশ্যতা স্বীকার ক'রে বেঁচে থাকা অথবা গোলকোণ্ডার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থ মৃত্যুকে বরণ করা, কোন্‌টা শ্রেয়ঃ? কোন্‌টা মানুষের কর্‌বার মত কাজ?

মুসাখাঁ। গোলকোণ্ডায় আজও মানুষ আছে।

হাসান। আপনাকে দেখে তাই মনে হয়। হ'তে পারে বেশী নেই। কিন্তু দেখতে দোষ কি! কি বলেন, মহালদার সাহেব?

মুসাখাঁ। অবশ্য জাঁহাপনা!

হাসান। আপনাদের উজীর মজঃফর খাঁ'র মত হবে না। না-ই বা হ'ল। আমি তাঁকে রাজধানীতে রাখব না। হয়ত তাঁকেই সসৈন্যে পাঠাব আদিল শাহের সাহায্যে। আর—

মুসাখাঁর মুখের দিকে একটুকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া

আর প্রধান সচিব-রূপে আমার পাশে রাখ্‌ব এবং চোখে চোখেও রাখ্‌ব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ মদন্না পণ্ডিতকে।

মুসাখাঁ। যোগ্যতর ব্যক্তি গোলকোণ্ডায় নেই।

হাসান। হাঁ। তাঁর স্বার্থ, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আপাততঃ এবং ভবিষ্যতের জন্যেও দিনকতক তাঁকে গোলকোণ্ডার হিতৈষী ক'রেই রাখবে। কি বলেন?

মুসাখাঁ নীরব রহিলেন

চুপ ক'রে রইলেন কেন? আপনার কি মনে হয় তাঁকে দিয়ে আমরা আমাদের ঈপ্সিত কাজ করিয়ে নিতে পার্‌বনা?

মুসাখাঁ। বিস্ময়ে আমি হতবাক্ জাঁহাপনা।

হাসান। কেন বলুন ত?

মুসাখাঁ। যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় আজ আপনি দিলেন, তা—

হাসান। তা একটা মাতালের কাছে—লম্পটের কাছে আপনি প্রত্যাশা করেন নি। কেমন?

মুসাখাঁ কুর্ণিশ করিয়া

মুসাখাঁ। আমাকে অকারণে অপরাধী করবেন না, জাঁহাপনা!

হাসান। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনাকে আর আমি ধ'রে রাখ্‌ব না। ত'াহলে আম্মা সাহেবের কাছে আমাকে আবার অপরাধী হ'তে হবে। আপনি এখন বিশ্রাম করুন গে।

মুসাখাঁ কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেলেন, হাসান স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

গোলকোণ্ডা! গোলকোণ্ডা!

পুনরায় নীরব। বাহাদুর খাঁ প্রবেশ করিল। নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া ডাকিল

বাহাদুর খাঁ। জাঁহাপনা!

হাসান। কে!

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া

ও! বাহাদুর খাঁ। বাহাদুর খাঁ, আমি বড় ক্লান্তি অনুভব করছি।

বাহাদুর খাঁ। বেগম মহলের প্রতিহারিণীকে খবর দোব!

হাসান। না। আমি এইখানেই বিশ্রাম গ্রহণ করব।

বাহাদুর খাঁ। একটুখানি সুরা?

হাসান। হাঁ, পর্ত্তুগীজরা যা উপহার পাঠিয়েছে।

বাহাদুর খাঁ দ্রুত প্রস্থান করিল। হাসান অস্থিরভাবে একটুকাল পায়চারি করিয়া স্থির হইয়া একখানি সুখাসনে বসিল। বাহাদুর খাঁ সুরা প্রভৃতি আনিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিল। তারপর পাত্রে সুরা ঢালিয়া দিয়া পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। হাসান সুরা পাত্র তুলিয়া লইল না। স্থির দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে লাগিল

বাহাদুর খাঁ। নর্ত্তকীদের ডাক্‌ব জাঁহাপনা!

হাসান। না। সে কলরব আমি সইতে পার্‌ব না।

সুরার পাত্র তুলিয়া লইল

সেই গায়ককে আর দেখতে পাই না কেন?

বাহাদুর খাঁ। উজীর সাহেব তাঁকে প্রাসাদে আস্‌তে নিষেধ ক'রেছেন।

হাসান। কে!

বাহাদুর খাঁ। উজীর সাহেব, জাঁহাপনা!

হাসান এক চুমুকে পাত্র নিঃশেষ করিল। আবার ঢালিতে উদ্যত হইল। বাহাদুর খাঁ ছুটিয়া আসিয়া

গোলাম হাজির র'য়েছে জাঁহাপনা।

সুরা ঢালিয়া দিল। হাসান তাহা পান করিয়া কহিল

হাসান। কাল সেই গায়ককে আমি চাই।

বাহাদুর খাঁ কোন কথা না কহিয়া আবার হাসানের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল হাসান নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া সুরাপান করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে নৃত্য করিতে করিতে মমতাজ প্রবেশ করিল। তাহার লীলায়িত ভঙ্গী দেখিয়া হাসান বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। মমতাজও নাচিতে নাচিতে তাহার কাছে অগ্রসর হইল। মমতাজ হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিল

মমতাজ। সুলতান!

হাসান হাত ছাড়িয়া দিয়া পিছাইয়া গেল

হাসান। এ কি! কে তুমি? ও কণ্ঠস্বর তুমি কোথায় পেলে?

মমতাজ সুলতানের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল

হাসান। বাহাদুর খাঁ! কে এই বিচিত্রা নারী!

বাহাদুর খাঁ। সম্পর্কে আমার নাত্‌নী।

হাসান। নাত্‌নী! তুমি ব'লেছিলে মমতাজ তোমার নাত্‌নী।

বাহাদুর খাঁ। এও তাই।

হাসান। আশ্চর্য্য। মমতাজেরই কণ্ঠ, যেন মমতাজের প্রতিমূর্ত্তি!

বাহাদুর খাঁ। মমতাজের যমজ ভগ্নী, গুল্‌বানু।

হাসান। বাহাদুর খাঁ।

বাহাদুর খাঁ। ওদের দু' বোনকে এতটুকু রেখে ওদের বাপ মা দুই-ই মারা যান। প্রতিবেশীর দয়ায় ওরা প্রতিপালিত হয়। তারপর মমতাজ চ'লে যায় আপনাদের আশ্রমে, আর গুলবানুকে নৃত্য-গীত শেখাবার জন্য শহরের সেরা ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ নিয়ে যান। আকৃতি এবং প্রকৃতিতে দুই বোন একেবারে এক। আপনি জাঁহাপনা, আপনিও দেখলে মমতাজ ব'লেই মনে করবেন। ওঠ্ দিদি, ওঠ্!

মমতাজকে তুলিল। হাসান সুরাপাত্র তুলিয়া লইল

হাসান। তা এখানে এমন ক'রে ও এল কেন?

বাহাদুর খাঁ। যদি আশ্রয় না দেন, তা'হলে বলুন ওকে প্রাসাদের বাইরে রেখে আসি।

হাসান। মমতাজের বোন ও।

বাহাদুর খাঁ। একেবারে নিরাশ্রয়া।

হাসান। ওর দৃষ্টি—ওর কণ্ঠস্বর—ওর প্রতিটি ভঙ্গি প্রতি মুহূর্ত্তেই মমতাজের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে।

বাহাদুর খাঁ। তা'হলে ওকে পাঠিয়েই দি জাঁহাপনা!

হাসান। না। মমতাজের বোন ও—সাক্ষী ও'ই থাক্। মমতাজ সেদিন ব্যঙ্গ ক'রে বলেছিল শত রমণীর অঞ্চল-তলে আশ্রয় নিয়েই আমি গোলকোণ্ডার হিত করব! এই গুল্‌বানু সাক্ষী থাক যে শত রমণীর শত আকর্ষণ ত নয়ই, মমতাজেরই মত সুন্দরী—মমতাজেরই মত সর্ব্বগুণসম্পন্না তন্বীও গোলকোণ্ডার সুলতান, আবুল হাসান কুতবশাহীকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করাতে পারে না। সুন্দরী তুমি সাক্ষী থাক। কখন যদি মমতাজের সঙ্গে দেখা হয়, তাকে বলো—সুলতানের হৃদয়-মন্দিরে মমতাজের মর্ম্মর মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন নারীর মূর্ত্তি স্থান পায় নি। তার প্রমাণ, এখানে থেকেই, তুমিই নিতে পাবে।

মমতাজ। আমার দুটী প্রার্থনা আছে, জাঁহাপনা!

হাসান। বল, কি চাই তোমার।

মমতাজ। সুলতানের অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে আমার প্রয়োজন মত যখন তখন আমি সুলতানের কাছে উপস্থিত হতে পারব। আর কখনো আমাকে এই অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে বল্‌বেন না।

হাসান। বেশ!

সুলতান আসন গ্রহণ করিলেন। প্রতিহারী প্রবেশ করিল

প্রতিহারী। পণ্ডিতজী সাক্ষাৎ প্রার্থী।

হাসান। আবার!

প্রতিহারী। বল্লেন, গুরুতর প্রয়োজনে তাঁকে আস্‌তে হ'য়েছে।

হাসান। তাকে বল, তাঁকে দেখা দিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

প্রহরী কুর্নিশ করিয়া বাহির হইয়া গেল

বাহাদুর খাঁ। ওকে নিয়ে যাও। রাজনীতির দাবী!

মমতাজ। এই দাবীই ত একদিন জাঁহাপনাকে মমতাজের পাশ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল।

হাসান লাফাইয়া উঠিল

হাসান। কে তুমি!

বাহাদুর খাঁ। গুল্‌বানু জাঁহাপনা, মমতাজের ভগ্নী।

কুর্নিশ করিল

আয় দিদি!

মমতাজকে সস্নেহে ধরিয়া বাহির করিয়া লইল। হাসান অপলক নেত্রে মমতাজকে দেখিতে লাগিল। মদন্না পণ্ডিত প্রবেশ করিল

মদন্না। জাঁহাপনা!

হাসান ফিরিয়া দেখিয়া অগ্রসর হইল

হাসান। এই যে! আসুন পণ্ডিতজী।

মদন্না। সাম্রাজ্যের অত্যন্ত এক গুরুতর প্রয়োজনে এম্নি অসময়ে জাঁহাপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতে হলো।

হাসান। পণ্ডিতজীর দর্শনে আমরা সর্ব্বদাই প্রীতিলাভ করি।

মদন্না। আপনার অনুগ্রহ। অকস্মাৎ আমাদের দ্বারে এক মহান্ অতিথির আবির্ভাব হয়েছে, জাঁহাপনা!

হাসান। কে? হিন্দুস্থানের অধিপতি সম্রাট্ আলমগীর!

মদন্না। না জাঁহাপনা। অতিথি আমাদের অত্যন্ত অনুগ্রহ করেন।

এই মাত্র তিনি এসেছেন। আবার এখুনি তাঁকে চ'লে যেতে হবে। তাঁর তিলমাত্র অবসর নেই। কাল প্রভাতেই শতক্রোশ দূরে তাঁকে এক শত্রুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে।

হাসান। এরকম শক্তিমান্ বীর দাক্ষিণাত্যে একটি মাত্র আছেন, পণ্ডিতজী—যিনি ঝড়ের গতিতে দাক্ষিণাত্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শৌর্য্যের পরিচয় দিয়ে ছুটে বেড়ান! তিনিই কি আজ এসেছেন তাঁর পায়ের ধূলো দিয়ে হায়দ্রাবাদ প্রাসাদকে পবিত্র করতে?

মদন্না। আপনার অনুমতি পেলে তাঁকে এইখানেই নিয়ে আসতে পারি।

হাসান। সসম্মানে—এখুনি, তাঁকে নিয়ে আসুন।

মদন্না প্রস্থান করিল এবং বাহাদুর খাঁ আসিয়া মদ্যপাত্র ইত্যাদি সরাইয়া রাখিল এবং হাসান অগ্নিপাত্রে ধূনো গুগ্‌গুল নিক্ষেপ করিল। একটু পরেই মদন্না কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত খর্ব্বাকৃতি একটী সৈনিককে লইয়া প্রবেশ করিল। খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তি কৃষ্ণ আবরণ অপসৃত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন

ছত্রপতি!

ছত্রপতি। কুতবশাহী বংশের প্রদীপ, দাক্ষিণাত্যের অম্লান অগ্নিশিখা! তোমাকে আমি অভিবাদন করব না, ভাই ব'লে তোমাকে আমি বুকে টেনে নোব, ভাই!

ছত্রপতি হাসানকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন

হাসান। আমি ধন্য মহারাজ!

ছত্রপতি তাহাকে আলিঙ্গন হইতে মুক্তি দিলেন

ছত্রপতি। মহারাজ নই—ভাই। অন্তরের একই বৈরাগ্য যে তোমার

আর আমার সকল ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে। গুরু রামদাসের শিষ্য আমি, শুধু তাঁরই আদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের কঠোর কর্ত্তব্য হাসিমুখে পালন করচি আর সৈয়দ-সাহেবের শিষ্য তুমি, সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হ'য়েও শুধু গুরুর আদেশেই পতনোন্মুখ গোলকোণ্ডার সকল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছ। দু'জনাই আমরা প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছি পরলোকের আহ্বানের অপেক্ষায়। আমাদের দু'জনার একই কৈফিয়ৎ, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

হাসান। আমি খদ্যোৎ আর আপনি পূর্ণচন্দ্র।

ছত্রপতি। আর আমার কলঙ্কের দাগগুলি?

ছত্রপতি হাসিয়া উঠিলেন

থাক্ এসব মামুলি শিষ্টাচার এখন থাক্। এই নিশীথ রাত্রে যে জন্যে আমি এসেছি, তাই শোন।

হাসান। অগ্রে আপনি আসন গ্রহণ করুন।

ছত্রপতি। অবসর নেই ভাই! মুঘল সেনাপতি দিলীর খাঁ ভীমা অতিক্রম ক'রে বিজাপুরের দ্বারে উপস্থিত। বিজাপুর সুলতানের প্রতিনিধি সিদ্দি মামুদ আমাকে পত্রযোগে জানিয়েছেন যে, দীর্ঘ-কালের মুঘল আক্রমণের ফলে বিজাপুর অর্থবল, লোকবল, সবই হারিয়ে সম্পূর্ণ অসহায় হ'য়ে পড়েচে। বিজাপুর চায় আমাদের সাহায্য—আমার আর তোমার, মহারাষ্ট্রের আর গোল-কোণ্ডার।

হাসান। ছত্রপতি অবশ্যই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ছত্রপতি। অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য সহ আমি বিজাপুরের সাহায্যে অগ্রসর হ'য়েছি। এই অষ্টাদশ সহস্র মারাঠা মুঘল অধিকৃত দাক্ষিণাত্যে বিভীষিকা জাগিয়ে তুলবে। বিজাপুর বিজয়াভিযানে যে মুঘল

বাহিনী অগ্রসর হ'য়েছে, তারা খাদ্যের অভাবে মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়বে। আর সেই শুভ মুহূর্ত্তে, কুতবশাহী বীর···

হাসান। আদেশ করুন মহারাজ!

ছত্রপতি। আদেশ নয় ভাই—অনুরোধ! আমার অনুরোধ যে, সেই শুভ মুহূর্ত্তে উপযুক্ত সৈন্য পাঠিয়ে মুঘল-দস্যুকে সমুচিত শিক্ষা দেবার ভার তুমি গ্রহণ কর। বিজাপুর, গোলকোণ্ডা আর মহারাষ্ট্র বিরাট্ এই ভারতবর্ষে তিনটী মাত্র রাষ্ট্র আজও মুঘলের হাতে সর্ব্বস্ব সঁপে দেয়নি। আজও তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য—তাদের স্বাধীনতা মুঘল, করে সমর্পণ ক'রে ভিক্ষুকের জীর্ণকন্থা কাঁধে তুলে নেয় নি! আজও দাক্ষিণাত্য অজেয়!

হাসান। তার কারণ আপনার মত এক মহান্ প্রতিভাশালী বীরের প্রভাবে দাক্ষিণাত্য আজও ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত।

ছত্রপতি। মহারাষ্ট্র গেলে বিজাপুর যাবে, বিজাপুর গেলে গোলকোণ্ডা যাবে। দাক্ষিণাত্যে মুঘল-প্লাবন রোধ করা যাবে না। দুর্দ্ধর্ষ পাঠান দিলীরের অধিনায়কত্বে যে বাহিনী অগ্রসর হ'য়েছে, তাকে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হ'তে দিলে দু দিনেই বিজাপুর যাবে—তখন মহারাষ্ট্র আর গোলকোণ্ডা শত চেষ্টা ক'রেও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারবে না।

হাসান। আপনি নিশ্চিন্ত হোন মহারাজ! সিকান্দার আদিল শা অতি সত্বরই বুঝতে পার্‌বেন যে, তাঁর বিপদের দিনে গোলকোণ্ডা তাঁকে ত্যাগ করে নি।

ছত্রপতি। আমি আশ্বস্ত হলাম ভাই!

হাসান। যথাসময়ে কুতবশাহী সৈন্যের জয়-যাত্রা মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌বে।

ছত্রপতি। এবং মুঘলের কর্‌বে ত্রাসের সঞ্চার!

ছত্রপতি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন

আমরা সাম্রাজ্য চাই না—ভারতব্যাপী আধিপত্যও চাই না, চাই শুধু আমাদের জন্মভূমিতে, আমাদের জন্মগত অধিকার নিয়ে মানুষের মত—দাসের মত নয়, মানুষের মত বেঁচে থাকৃতে। ঔরঙ্গজেব তাও আমাদের দেবে না!

হাসান। ঔরঙ্গজেব নিজেও সাম্রাজ্য চান্ না, মহারাজ! তিনিও চান্ না তাঁর ব্যক্তিগত আধিপত্য। ইসলামের প্রতিষ্ঠাই তাঁর ব্রত। তিনিও ফকির—খোদার অভিপ্রায়ে তিনিও সিংহাসনে ব'সে তাঁর স্বধর্ম্ম পালন কর্‌ছেন।

ছত্রপতি। যুবক!

হাসান। মহারাষ্ট্রের মহান্ অধিপতি!

ছত্রপতি। শিবাজীর অভিবাদন গ্রহণ কর। সন্ন্যাস তোমারই সার্থক। সত্যই তুমি সর্ব্ব মোহ-মুক্ত!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের একটী কক্ষ

সৈয়দ আহাম্মদ ও সৈয়দ মজঃফর প্রবেশ করিলেন

সৈয়দ আহাম্মদ। সে কি মজঃফর সাহেব। আপনাদের মহান্ সুলতানের আদেশ!

সৈয়দ মজঃফর। এ আদেশ আমি পালন করব না।

সৈয়দ আহাম্মদ। রাজদ্রোহের অপরাধে যখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবেন ?

সৈয়দ মজঃফর। সে সাহস ওই অপদার্থ সুলতানের কখনো হবে না।

সৈয়দ আহাম্মদ। কিন্তু আপনার হ'য়েছিল। এই সৈয়দ আহাম্মদকে আপনিই বন্দী করতে আদেশ দিয়েছিলেন। এবং সেই আদেশ অনুসারে কাজ করবার লোকেরও অভাব হয় নি। সুলতান যদি ইচ্ছা করেন, তা'হলে এই মুহূর্ত্তেই আপনারও স্বাধীনতা লোপ পেতে পারে।

সৈয়দ মজঃফর। উজীর সাহেব !

সৈয়দ আহাম্মদ। আর ও সম্মান কেন ? এই কুতবশাহী সাম্রাজ্য আমিই দীর্ঘকাল পরিচালনা করেছি, এই প্রাসাদের একচ্ছত্র সম্রাট্ হ'য়ে আমি, একা আমিই—সব আদেশ প্রচার করেছি। আপনারাই ষড়যন্ত্র ক'রে আমার সকল অধিকার হরণ ক'রেছেন। সেই ষড়যন্ত্রের ফলেই আজ আমি সকল শক্তি হারিয়ে সুলতানের কৃপার উপর নির্ভর ক'রে দিন যাপন করছি।

সৈয়দ মজঃফর। মূর্খের মত যে ভুল ক'রে আপনার এবং আমারও সর্ব্বনাশ ক'রেছি, আজ তাই শুধরে নিতে চাই।

সৈয়দ আহাম্মদ। বড় বিলম্বে এই সঙ্কল্প জাগ্রত হ'য়েছে।

সৈয়দ মজঃফর। যাকে আমরা সিংহাসনে ব'সিয়েছি, ইচ্ছা করলেই তাকে আবার আমরা সিংহাসন থেকে টেনে নামাতে পারি।

সৈয়দ আহাম্মদ। পারেন কি ? আমার বিশ্বাস আপনারা আর তা পারেন না। গোলকোণ্ডা সাম্রাজ্যের সকল শক্তি আজ কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে মারাঠাদের আশে পাশে। আকান্না পণ্ডিত, মদন্না পণ্ডিত থেকে আরম্ভ ক'রে ছত্রপতি শিবাজী সকলেই গোলকোণ্ডার

অভিভাবকত্ব কর্‌ছেন—নিঃশব্দে গোলকোণ্ডা একদিন তাদের কুক্ষিগত হবে।

সৈয়দ মজঃফর। আর আমরা তাই দাঁড়িয়ে দেখব ?

সৈয়দ আহাম্মদ। দেখতে না পারেন চোখ বুজে থাক্‌বেন।

সৈয়দ মজঃফর। যদি আমরা ঔরঙ্গজেবের সহায়তা করি ?

সৈয়দ আহাম্মদ। তা'হলেও গোলকোণ্ডাকে হারাবেন।

সৈয়দ মজঃফর। যদি মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করি।

সৈয়দ আহাম্মদ। আপনাদের পূর্ব্ব দুষ্কৃতি বিস্মৃত হবার মত উদারতা ঔরংজেবের আছে ব'লে আমি মনে করি না।

সৈয়দ মজঃফর। মদন্না পণ্ডিতের এই আধিপত্য অসহ্য।

সৈয়দ আহাম্মদ। কিন্তু যেদিন তার গৃহে সকলে সমবেত হ'য়ে এই সৈয়দ আহাম্মদের সর্ব্বনাশ সাধনের ষড়যন্ত্র ক'রেছিলেন, সেদিন কিন্তু একবারও আপনারা মনে করেন নি যে, পথের এই কুক্কুরকে আশ্রয় দিলে সে একদিন মাথায় চ'ড়ে বস্‌বেই। সেদিন দরবারে তার উদ্ধত ব্যবহার আমি আজও বিস্মৃত হইনি। কিন্তু কি কর্‌ব, আমিই আজ শক্তিহীন পরাশ্রয়ী!

সৈয়দ মজঃফর। আসুন উজীর সাহেব! আর একবার আমরা চেষ্টা ক'রে দেখি। অতীতের মনোমালিন্য ভুলে গিয়ে আসুন এক-দিল্ হ'য়ে আমরা আবার আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাই। ঔরংজেবের কাছে আমরা দূত প্রেরণ করি। আমার বিশ্বাস, বশ্যতার বিনিময়ে ঔরংজেব আপনাকে গোলকোণ্ডার সিংহাসন দেবেন।

সৈয়দ আহাম্মদ। অথবা আপনাকে ?

সৈয়দ মজঃফর। আমি সিংহাসন চাই না উজীর সাহেব!

সৈয়দ আহাম্মদ। আবুল হাসানও তাই ব'লেছিল।

সৈয়দ মজঃফর। যদি আল্লার নামে শপথ গ্রহণ করি।

সৈয়দ আহাম্মদ। তার প্রয়োজন নেই। আপনি ঔরংজেবকে জানেন না, আমি জানি। আমাদের এই শিয়া-সম্প্রদায় ভুক্তদের সে যেমন অবিশ্বাস করে, তেমনি ঘৃণা করে। তাই তার সহানুভূতি উদ্রেকের কোন চেষ্টাতেই লাভ নেই। আর আমাদের তার প্রয়োজনও নাই।

সৈয়দ মজঃফর। আমরা তা'হলে কি করতে পারি উজীর সাহেব?

সৈয়দ আহাম্মদ। মদন্না। ওই মদন্না পণ্ডিতকে অপসৃত করতে পারলেই আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধি অতি সহজ হ'য়ে ওঠে।

সৈয়দ মজঃফর। শুধু প্রাসাদ থেকে—না পৃথিবী থেকেও?

সৈয়দ আহাম্মদ। প্রাসাদের বাইরেই তার আধিপত্য অধিক।

সৈয়দ মজঃফর। তা'হলে পৃথিবী থেকেই তাকে অপসৃত করবার ব্যবস্থা করা হোক।

সৈয়দ আহাম্মদ। চুপ! এখানে দাঁড়িয়ে ও সব কথা বলা যে বিপজ্জনক, তা বোঝবার মত বয়েস আপনার অবশ্যই হ'য়েছে।

দু'জনাই বাহির হইয়া গেল। বাহাদুর ও মমতাজ প্রবেশ করিল

বাহাদুর খাঁ। সব শুন্‌লি দিদি!

মমতাজ। কি সর্ব্বনেশে ষড়যন্ত্র!

বাহাদুর খাঁ। দিবারাত্র প্রাসাদের সর্ব্বত্রই এই চল্‌চে।

মমতাজ। সুলতানকে কেউ তোমরা সতর্ক ক'রে দাও না কেন?

বাহাদুর খাঁ। সুলতান কি জানেন না ভেবেচ?

মমতাজ। সব জেনেও তিনি নিশ্চিন্ত আছেন!

বাহাদুর খাঁ। ভাবলে যে একদিনও বেঁচে থাকা যায় না।

মমতাজ। দুশ্চিন্তা সইতে না পেরে আশ্রম ছেড়ে এই প্রাসাদে এলুম। ভাবলুম ওর কাছে থাক্‌লে অনেকটা শান্তি পাব। কিন্তু এখানে

এই একটি দিনেই যা শুনলুম—দেখলুম, তাতে মনে হয় বর্ম্মের মত যদি ওর সারা গা ঘিরে থাকতে পারতুম, তা'হলেই ভাল হোতো! দাদুসাহেব, ওই স্থলতান আসচেন।

হাসান প্রবেশ করিল

হাসান। আসতে আসতে একটা কথা কানে গেল। একটু হিংসাও যে না হ'ল, তা নয়। কার সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মের মত ঢেকে রাখবার সাধ জেগেছে, স্থন্দরী?

বাহাদুর খাঁ। ও আমার সঙ্গে পরিহাস করছিল।

হাসান। বাহাদুর খাঁ, তুমি ভাগ্যবান।

বাহাদুর খাঁ। আপনার গোলাম জাঁহাপনা।

হাসান। কার গোলাম তা বেশ বোঝা যাচ্ছে!

মমতাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া গেল

বাহাদুর খাঁ। এ কি খেলা তুই স্থরু ক'রেছিস্ দিদি!

মমতাজ। তোমার ভয় কি দাদুসাহেব!

বাহাদুর খাঁ। আমার আবার ভয় কিসের? তুই নিজেই যে কষ্ট পাচ্ছিস্। পরিচয় দে, দিদি—পরিচয় দে।

মমতাজ। ওকে তুমি জান না দাদুসাহেব! পরিচয় দিলে সব কাজ ফেলে রেখে ও আমার কাছেই ব'সে থাকবে। গোলকোণ্ডা রসাতলে যাবে।

বাহাদুর খাঁ। এত লোক থাকতে এই পোড়া গোলকোণ্ডার জন্যে তোরা দু'টিতেই কেন ভেবে ভেবে মরবি বলত! তোরা কেন তোদের জীবনের স্থখ শান্তি ওই জন্যে বিসর্জ্জন দিবি? আগেকার স্থলতানের কাছে কাছেই ত আমি থাকতুম। কোনদিনত শুনিনি গোলকোণ্ডার এই সর্ব্বনাশা দাবীর কথা।

মমতাজ। যদি সে কথা তারা ভাবত দাদুসাহেব, তা'হলে এ গোলকোণ্ডার এ দশা হোতো না। আর আমাদেরও আশ্রম ছেড়ে এই প্রাসাদে এসে এমন অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হোত না।

বাহাদুর। তোদের এসব কথা আমি ভাল বুঝতে পারি না।

মমতাজ। সে চেষ্টা না ক'রে এখন চল দেখি আমায় যেখানে নিয়ে যাচ্ছিলে।

বাহাদুর। আচ্ছা, সে বারুদখানায় গিয়ে তুই কি করবি?

মমতাজ। দেখে রাখা ভাল। যদি কখনো তোপ দেগে কাউকে উড়িয়ে দিতে হয়।

বাহাদুর। তোপ দেগে আবার কাকে উড়িয়ে দিতে চাস্?

মমতাজ। এই ধর না কেন তোমাদের মজঃফর খাঁকে।

বাহাদুর। ত্মাথ দিদি, এসব কাজের মাঝে তুই থাকিস্‌নে।

মমতাজ। কেন? ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হ'য়ে যাবে ব'লে? তলে তলে তোমারও দেখছি ওদের সঙ্গে যোগ আছে!

বাহাদুর। কি! আমি বাহাদুর খাঁ, আমি করব সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! তুই বল্লি ব'লেই রেহাই পেলি।

মমতাজ। আর কেউ বল্লে কি করতে?

বাহাদুর। কি করতুম তা বুঝত সে—যে ও-কথা বলত।

মমতাজ। আমি কিন্তু সুলতানের কাছে ব'লে দোব তুমি আমায় মারবে ব'লে ভয় দেখাচ্ছ।

বাহাদুর। তা বলবি বৈকি! যে ডালে বসবি, সেই ডালই ত তুই কাটবি। নইলে আর মেয়েছেলে হ'য়ে জন্মাবি কেন?

মমতাজ। ও! মেয়েছেলেরা বুঝি তাই করে?

বাহাদুর। নইলে তুই করতে চাস্ আমার বিরুদ্ধে সুলতানের কাছে

নালিশ! বেশ ত কর্ না। আমিও কি তা'হলে চুপ ক'রে থাক্‌ব! আমিও বল্‌ব তুই গুলবান্থ নস্, তুই···

মমতাজ। না, না, তুমি তা বলো না দাছুসাহেব!

বাহাছুর। যা না, নালিশ কর্‌গে না, তোর সুলতানের কাছে।

বলিতে বলিতে বাহাছুর বাহির হইয়া গেল

মমতাজ। দাছুসাহেব, ও দাছুসাহেব, আরে শোনই না।

বলিতে বলিতে সেও চলিয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

শোলাপুরে ঔরংজেবের শিবির। ঔরংজেব ও সৈয়দ সুলতান দাঁড়াইয়া আছেন। পিছনে মির্জ্জা মহম্মদ এবং বরামন্দ খাঁ

ঔরংজেব। পার্‌বে তুমি?

সৈয়দ সুলতান। পার্‌ব জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। বাগ্‌দত্তা বধূকে যে অক্ষমতা বশতঃ আপন আয়ত্তে আন্‌তে পারে নি, তার এই শক্তির দম্ভ হাস্যকর, যুবক!

সৈয়দ সুলতান। জাঁহাপনা, আমি সেখানে ছিলুম একেবারে একা—সম্পূর্ণ সহায়হীন।

ঔরংজেব। আর এখানে তোমার সঙ্গে থাক্‌বে অগণ্য মুঘল-সৈন্য, পশ্চাতে স্বয়ং ভারত-সম্রাট্ আলমগীর। এই ভরসাতেই তুমি বুকে বল পাচ্ছ। কেমন?

সৈয়দ সুলতান। সত্য জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। হুঁ···

পায়চারী করিলেন

মুঘল-সেনাপতি দিলীর খাঁর নাম শুনেছ ?

সৈয়দ সুলতান। কে শোনেনি জাঁহাপনা ?

ঔরংজেব। হাঁ, হিন্দুস্থানের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত দিলীরের শৌর্য্যের, দিলীরের বীর্য্যের এবং ঔরংজেবের প্রতি দিলীরের অবিচলিত নিষ্ঠার খ্যাতিতে মুখরিত। দিলীর সত্যই শক্তিমান্, সত্যই বীর্য্যবান্। তার অসাধারণ রণনৈপুণ্যের সাক্ষী আমি। তবুও এই দিলীর বিরাট এক মুঘলবাহিনী নিয়ে দাক্ষিণাত্যে পরাজিত, লাঞ্ছিত হ'য়ে আমাদের এবং তার অধীনস্থ সৈনিকদেরও অপ্রীতিভাজন হ'য়ে ফিরে এসে আজ অবসর গ্রহণ ক'রেছে। দিলীর যা পারেনি, জয়সিংহ, মীরজুম্লা প্রভৃতি মুঘলের খ্যাতনামা সেনাপতিরা যা পারেনি—বিবাহ সভা হ'তে বহিষ্কৃত হ'য়ে এসে তুমি ভাবচ, তুমি তাই হেলায় সম্পন্ন করবে ?

সৈয়দ সুলতানের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন

ভাব—তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু মনেও ভেব না যে, ঔরংজেব তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন ক'রে সৈন্য সাহায্য দিয়ে তোমার উন্মত্ততার প্রশ্রয় দেবে। যাও যুবক, তুমি বিশ্রাম করগে।

সৈয়দ সুলতান কুর্নিশ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন

হাঁ, শোন যুবক, শোন।

সৈয়দ সুলতান পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

যদি কখনো গোলকোণ্ডার বিরুদ্ধে আমাদের সৈন্য প্রেরণ করতে হয়, তা হ'লে মুঘল-সেনাপতির অধীনে থেকে তুমি যাতে তোমার অপমানের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পাও তা আমি দেখব।

সৈয়দ সুলতান ঔরংজেবের পদতলে পতিত হইলেন

সৈয়দ সুলতান। সম্রাট্ মহানুভব।

ঔরংজেব। যাও যুবক—

সৈয়দ সুলতান উঠিয়া কুর্নিশ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।
ঔরংজেব তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনে কহিলেন

আত্মশক্তি সম্বন্ধে অচেতন এই যুবক শুধু অন্তরের জ্বালাতেই উত্তপ্ত হ'য়ে ভাবচে, সে অসাধ্য সাধনের অধিকারী! জ্বালাই যদি মানুষকে অজেয় ক'রে তুলতে পার্‌ত, তা'হলে আমাকে এতদিন দাক্ষিণাত্যে প'ড়ে থাক্‌তে হোত না। হোতো মীর্জ্জা মহম্মদ?

মীর্জ্জা মহম্মদ। না জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। তা'হলে তুমিও স্বীকার কর্‌চ, ঔরংজেবের অন্তরে জ্বালা র'য়েচে।

মীর্জ্জা মহম্মদ। অস্বীকার কর্‌বার উপায় নাই।

ঔরংজেব। হেতু?

মীর্জ্জা মহম্মদ। শাহাজাদা আকবরের ব্যবহার······

ঔরংজেব। সে আমার পারিবারিক ব্যাপার মীর্জ্জা মহম্মদ!

মীর্জ্জা মহম্মদ। মার্জ্জনা কর্‌বেন জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। বরামন্দ খাঁ!

বরামন্দ খাঁ। জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। মীর্জ্জা মহম্মদ জানে না যে, নতুন ক'রে আমার অন্তরে আগুন জ্ব'লে উঠেছে তারই অযোগ্যতার পরিচয় পেয়ে।

মীর্জ্জা মহম্মদ। জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। তুমি শুধু অন্ধ নও মীর্জ্জা মহম্মদ—তুমি নির্ব্বোধ। তোমার উপর নির্ভর ক'রে গোলকোণ্ডা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। তাই মনে হয় আমিও নির্ব্বোধ।

কেহ কোন কথা কহিলেন না। একখানি পত্র লইয়া আসিয়া

এই পত্র সম্বন্ধে তুমি কিছু অবগত আছ ?

মীর্জ্জা মহম্মদ পত্রখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

মীর্জ্জা মহম্মদ। কুতবশাহী সুলতানের পত্র।

ঔরংজেব। হাঁ, মুঘল রাজদূত! দৃষ্টি তোমার তীক্ষ্ণ তা বুঝতে পারছি। জান এই পত্রে কি লেখা আছে ?

মীর্জ্জা মহম্মদ। না, জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। অথচ হায়দ্রাবাদ-দরবারে উপস্থিত থেকে মুঘলের স্বার্থের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে ব'লেই মুঘল-দূতরূপেই আমরা তোমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলুম। বরামন্দ খাঁ, মীর্জ্জা মহম্মদকে শোনাও পত্রে কি লেখা আছে।

পত্র তাহার হাতে দিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল

বরামন্দ খাঁ। সম্রাট্ মহানুভব সন্দেহ নাই। আমাদের প্রতি এ পর্য্যন্ত তিনি সদয় ব্যবহারই ক'রে এসেছেন। কিন্তু বিজাপুরের নাবালক সুলতান সিকান্দার আদিলশাহীকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তিনি বিজাপুর আক্রমণের আদেশ দিয়েছেন। বিজাপুর তার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে মুঘলকে বাধা দিচ্ছে। মারাঠারাও বিজাপুরের সাহায্যে আত্মনিয়োগ ক'রেছে। আমিও তাই স্থির করিছি যে বিজাপুরের সাহায্যে সৈন্যাধ্যক্ষ খলিল উল্লাখাঁর নেতৃত্বে আমি চল্লিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করব। কুতবশাহী সৈন্য বিজাপুরের বাহিরে মুঘল-বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করবে। তখন দেখা যাবে সম্রাট্ কাকে দমন করেন।

পত্রপাঠ শেষ হইলেই ঔরংজেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন

ঔরংজেব। মীর্জ্জা মহম্মদ!

মীর্জ্জা মহম্মদ নীরবে কুর্ণিশ করিলেন। ঔরংজেব
দ্রুত তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

জান মীর্জ্জা মহম্মদ, এই পত্র আমাদের হস্তগত হবার বহু পূর্ব্বেই কুতবশাহী সৈন্য বিজাপুর অভিমুখে অগ্রসর হ'য়েছে। এক দিকে মারাঠা দস্যুর দল, অন্য দিকে গোলকোণ্ডার এই বিরাট-বাহিনী আর তার মাঝে মুঘল দুর্গশ্রেণী থেকে বহুদূরে, শত্রুর রাজ্যে, সমতল ভূমিতে, সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে, আমার পুত্র, আমার একমাত্র বিশ্বস্ত বীর পুত্র শাহাজাদা আজাম!

ঔরংজেব কপালে করাঘাত করিতে করিতে অস্থিরভাবে
খানিকটা ঘুরিয়া বেড়াইলেন। ফিরিয়া আসিয়া

জান এর পরিণাম?

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মীর্জ্জা মহম্মদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।
মীর্জ্জা মহম্মদ নতজানু হইয়া সম্রাটের জানু ধরিয়া কহিল

মীর্জ্জা মহম্মদ। সম্রাট্! আমি অপরাধী।

ঔরংজেব। তোমার অপরাধ মার্জ্জনীয়! তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্য পালন করতে, তুমি যদি গোলকোণ্ডার এই দুরভিসন্ধির সন্ধান রাখতে, তা'হলে আমাকে এ ভাবে আজ বিপন্ন হ'তে হোত না। বিজাপুরের দুঃসাহস, গোলকোণ্ডার ঔদ্ধত্য, শয়তানের পুত্র শয়তান সেই শম্ভাজী প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে সকল সীমা অতিক্রম ক'রেছে, অথচ আমি, ভারতবিজয়ী আলমগীর, অসহায়ের মত শোলাপুরের এই শিবিরে দাঁড়িয়ে নির্ব্বাক্ হ'য়ে নিস্পন্দ নয়নে তাই নিরীক্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি—শুধু, শুধু, তোমাদেরই মত অক্ষম, অযোগ্য

অপদার্থের অপরাধে। যাও! কারাধ্যক্ষের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ কর।

মীর্জ্জা মহম্মদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ঔরংজেব মুখ ফিরাইয়াই দেখিতে পাইলেন দূত দণ্ডায়মান। দূত কুর্ণিশ করিল

দূত। বিজাপুরের সংবাদ, জাঁহাপনা ?

ঔরংজেব। শাহাজাদা আজাম দুর্গ জয় ক'রেছেন ?

দূত। না সম্রাট্! গোলকোণ্ডার সাহায্যে শক্তি বৃদ্ধি ক'রে বিজাপুরী সৈন্য শাহাজাদার বারুদখানা পুড়িয়ে বহু সেনানীর প্রাণ হানি ক'রেছে……

ঔরংজেব। আজাম! আমার পুত্র শাহাজাদা আজাম, দূত ?

দূত। শাহাজাদা আজাম পরিজনদের নিয়ে নিরাপদেই আছেন। কিন্তু...

ঔরংজেব। বল।

দূত। কুতবশাহী সৈন্য মুঘলের সমস্ত রসদ লুট ক'রেছে—শোলাপুর থেকে শাহাজাদার শিবিরে যাবার পথ অবরোধ ক'রে রেখেছে। তাই……

ঔরংজেব। তাই……তাই খাদ্যাভাবে আলমগীরের পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, প্রভুভক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ সব অনাহারে দিনপাত করছে।

দূত নীরবে অভিবাদন করিল

জান মীর্জ্জা মহম্মদ এর জন্য দায়ী কে ? দায়ী তুমি, মীর্জ্জা মহম্মদ, তুমি, তুমি! তোমার যদি পুত্র থাকৃত, তা'হলে আজ তোমার চোখের সাম্নে তাকে তোপ দেগে উড়িয়ে দিতুম।

বরামন্দ খাঁর কাছে গিয়া

কোন পুত্রের কোন দুর্ব্বলতা কখনো আমি মার্জ্জনা করিনি ; অপরাধী কোন সন্তানকে শাস্তি দিতে অন্ধস্নেহে কখন আমি বিচলিত হইনি—কিন্তু আমারই আদেশে হাসিমুখে যারা মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তেও প্রস্তুত, আমারই মুখ চেয়ে যারা শত বিপদ্ তুচ্ছ ক'রে উন্নত শিরে দাক্ষিণাত্যের রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান—তাদের এই শোচনীয় অবস্থা, বরামন্দ খাঁ, বরামন্দ খাঁ, পিতা হ'য়ে কেমন ক'রে আমি সহ্য করি !

বরামন্দ খাঁর দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন

বরামন্দ খাঁ। সম্রাট্, আমাকে আদেশ করুন। আমি পর্য্যাপ্ত রসদ নিয়ে কুতবশাহী সৈন্যের অবরোধ উত্তীর্ণ হ'য়ে শাহজাদার সাহায্যে এগিয়ে যাই।

ঔরংজের। পার্‌বে বরামন্দ খাঁ ?

বরমন্দ খাঁ। পার্‌ব জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। দূত !

দূত। জাঁহাপনা !

ঔরংজেব। এখুনি তুমি শাহাজাদার শিবিরে ফিরে যাও। তাঁকে বলো অবিলম্বে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রেরিত হবে।

অভিবাদন করিয়া দূত গমনোদ্যত হইল

তাঁকে বলো, তাঁর সম্রাট্ নিজে যাবেন—প্রভুত সৈন্য, প্রচুর খাদ্য এবং পরাভব বিহীন সঙ্কল্প নিয়ে।

তদ্ চলিয়া গেল

বরামন্দ খাঁ। সম্রাট্ !

ঔরংজেব। হাঁ, বরামন্দ খাঁ, আমি নিজেই যাব আমার বিপন্ন পুত্রের সাহায্যে। আর তুমি······

বরামন্দ খাঁ। আদেশ করুন সম্রাট্!

ঔরংজেব। তুমি শাহাজাদা শাহ আলামের সাহায্যে গোলকোণ্ডার রাজধানী হায়দ্রাবাদ অবরোধ করবে।

মীর্জ্জা মহম্মদ। জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। তুমি মীর্জ্জা মহম্মদ, এখনও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে!

মীর্জ্জা মহম্মদ। আপনার দণ্ডাদেশ আমি মাথা পেতে নোব জাঁহাপনা! কিন্তু তার আগে আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ করুন—আমাকে হায়দ্রাবাদ যাবার অনুমতি দিন। আমি ধূর্ত্ত আবুল হাসানকে বন্দী ক'রে এনে আমার অপরাধের গুরুত্ব লাঘব করি।

ঔরংজেব। হাঁ, হায়দ্রাবাদ তোমার পরিচিত স্থান।

বরামন্দ খাঁ। মীর্জ্জা মহম্মদ সঙ্গে থাক্‌লে আমাদের অনেক বিষয়ে সুবিধা হবে জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। না, মীর্জ্জা মহম্মদ কর্ত্তব্যপালনে অক্ষম। অক্ষম লোকের উপর নির্ভর করা মূর্খতা। মীর্জ্জা মহম্মদের প্রার্থনা আমি তাই পূর্ণ করব না। তাকে কারাগারেই বাস করতে হবে।

মীর্জ্জা মহম্মদ মাথা নত করিল

মীর্জ্জা মহম্মদ!

মীর্জ্জা মহম্মদ। জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। তুমি স্বেচ্ছায় যাবে, না বন্দী ক'রে তোমাকে কারারক্ষকের নিকট পাঠাতে হবে?

মীর্জ্জা মহম্মদ একবার মাত্র গ্রীবা বক্র করিয়া ঔরংজেবের দি:কে চাহিল। তারপর কুর্ণিশ করিতে করিতে চলিয়া গেল

শয়তানের অনুচর আবুল হাসান মনে মনে ভেবেছে, বরামন্দ খাঁ,

বিজাপুরে মুঘল সমাধি লাভ করবে। আলমগীরের ক্রোধানল গোলকোণ্ডাকে ভস্মস্তূপে পরিণত করবার অবসর কখনো পাবে না। ভেবেচে বার্দ্ধক্য প্রপীড়িত আলমগীর তার দেহের আর মনের অবশিষ্ট শক্তিটুকু বিজাপুরে বিসর্জ্জন দিয়ে আনত শিরে অবসন্ন দেহে, দিল্লীতে ফিরে চ'লে যাবে।

বরমন্দ খাঁ। হতভাগ্য হাসান!

ঔরংজেব। হাঁ, হতভাগ্য হাসান। হতভাগ্য জানে না যে, গোলকোণ্ডার হীরকের খনি আলমগীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, গোলকোণ্ডার অতুল ঐশ্বর্য্যও আলমগীরকে প্রলুব্ধ করে নাই। কোন পার্থিব লাভের আশায় আলমগীর গোলকোণ্ডা জয় করতে চায় নাই—আলমগীর চেয়েছে গোলকোণ্ডার পাপের ভার হরণ করতে, আলমগীর চেয়েছে মুসলমানের অনুচিত-আচরণে-রত আবুল হাসানকে শাস্তি দিয়ে মুশ্লিম আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। গোলকোণ্ডা জয়ের অভিলাষ আলমগীরের ধর্ম্ম-সাধনারই অভিব্যক্তি, তাই গোলকোণ্ডার পরাজয় খোদার অভিপ্রেত, সুতরাং অনিবার্য্য।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হারেমের সংলগ্ন উদ্যান। নর্ত্তকীরা নাচিতেছে, গাহিতেছে।
মমতাজ, জিন্নৎ এবং মনিজা বসিয়া আছে।

নর্ত্তকীগণ। গীত

মনের কথা মনেই থাকে বন্দী
আঁখির সাথে লুকিয়ে আঁখির সন্ধি।
সেই কথাটী শুনতে পেলে
আকাশে চাঁদ নয়ন মেলে
দখিনা হয় চামেলিফুলগন্ধী ॥
নদীর গায়ে জড়োয়া-সাজ,
মুখের কথা কি হবে আজ,
তাই তো তোমায় মৌন মুখেই মন দি ॥

অল্পক্ষণ পরেই নাচ গান শেষ হইয়া গেল

জিন্নৎ। এইবার তোমাকে নাচ্‌তে হবে।

মমতাজ। আমার নাচ কি বেগম সাহেবার পছন্দ হবে?

জিন্নৎ। সুলতানের হয় যে!

মমতাজ। তিনি কি এই বাঁদী সম্বন্ধে আপনার কাছে কিছু ব'লেছেন?

মনিজা। ব'লেছেন বৈকি! নইলে আমরা জান্‌লাম কি ক'রে?

মমতাজ। খুবই নিন্দা করেছেন বোধ হয়!

মনিজা। কর্‌বেন না! গায়ে প'ড়ে যে ভাব জমাতে চায়, তার আবার কেউ সুখ্যাতি করে নাকি?

মমতাজ। আমি তাই চাই নাকি?

মনিজা। নইলে সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন সুলতানকে বিরক্ত কর কেন?

মমতাজ। সুলতান ব'লেচেন!

মনিজা। নইলে আমরা কি ক'রে জান্‌ব?

জিন্নৎ। মনিজা!

মমতাজ। যদি আমি চাইতুম, তাহ'লে সুলতানকে দিবা-রাত্রই আমার পাশে রাখতে পার্‌তুম। বাধা কেউ দিতে পার্‌ত না। মার্জ্জনা কর্‌বেন বেগম সাহেবা! একথা আপনাকে শোনাবার জন্য বলিনি।

জিন্নৎ। মনিজার কথায় তুমি রাগ করো না। ও মনে করে সুন্দরী নারীদের সুলতানের দৃষ্টির বাইরে রাখতে পার্‌লেই সুলতান আমার কাছে থাক্‌তে বাধ্য হবেন। ও ত জানে না যে সুলতানের হৃদয় জুড়ে র'য়েছে অন্য এক নারী!

মমতাজ। আপনি জানেন? আপনি শুনেচেন তার কথা? জানেন তার নাম কি? কোথায় সে থাকে?

মনিজা। কেন তুমি গিয়ে তাকে গিলে খাবে নাকি?

জিন্নৎ। ছিঃ মনিজা!

মনিজা। এই একটা নর্ত্তকীকে আপনি এতটা প্রশ্রয় দেন কেন?

জিন্নৎ। নর্ত্তকী ঘৃণার পাত্র নয়, মনিজা! আর কি জানি কেন ওকে আমার বড় ভাল লাগে। মনে হয় ও যেন এসেছে নিজের প্রয়োজনে নয়,—আমাদেরই প্রয়োজনে।

মনিজা। শুধু নাচ গানই শেখনি, মানুষ বশ কর্‌বার মন্ত্রও শিখেছ দেখচি।

মমতাজ। এইবার ঠকলে কিন্তু!

মনিজা। কিসে?

মমতাজ। মানুষ বশ করবার মন্ত্র শিখেচি—বাঁদরী বশ করবার নয়, তাই তোমাকে বশ করতে পারিনি।

জিন্নৎ। কেমন, লাগ্‌বি আর ওর সঙ্গে? তুমি এইবার নাচ।

মমতাজ। কিন্তু আমার প্রশ্নের যে এখনো জবাব পাইনি বেগম-সাহেবা?

জিন্নৎ। ও! সেই মেয়েটির কথা। তা সে কোথায় থাকে, তা ত শুনিনি। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে 'তাজ' 'তাজ' ব'লে ডাকৃতে শুনিচি।

মমতাজ। 'তাজ' 'তাজ' ব'লে ডাকেন!

মনিজা। তুমি তাকে চেন নাকি?

মমতাজ। যদি বলি চিনি!

জিন্নৎ। তাহ'লে তাকে এনে দাও।

মমতাজ। সে কি বেগম-সাহেবা?

জিন্নৎ। হাঁ, আমি বল্‌চি, তুমি তাকে এনে দাও। সুলতান তাঁকেও বিয়ে করুন।

মমতাজ। তাকেও বিয়ে করবেন! আপনি বল্‌চেন এই কথা?

জিন্নৎ। কেন বল্‌ব না? বহু-বিবাহের রীতি আমাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নয়। কুতবশাহী সুলতানদের বহু বেগমই থাকৃতেন।

মমতাজ। আপনি ব্যথা পাবেন না?

জিন্নৎ। না।

মমতাজ। আশ্চর্য্য!

জিন্নৎ। আশ্চর্য্য বল্‌চ কেন?

মমতাজ। পতির প্রেমের অংশ অপরে কেড়ে নেবে জেনেও আপনি ব্যথা অনুভব করবেন না ?

জিন্নৎ। যদি পাবার হোতো, তাহ'লে এত দিনে তা পেতুম। আমি পাইনি ব'লে আমার দুঃখ হয়। আর তাঁর ? তাঁরও ত দুঃখ হয় যাকে তাঁর প্রেম দিতে চান, তাকে কাছে পান্ না ব'লে। আমার উপায় নেই, তাই আমাকে সইতেই হবে। কিন্তু তাঁর দুঃখ দূর করবার ত উপায় আছে। সে উপায় আমি জানি। তুমি সেই তাজকে এনে দাও, দ্যাখ সুলতান সুখী হন কিনা !

মমতাজ। কিন্তু সেই তাজের দাবী যে, সর্ব্বগ্রাসী বেগম-সাহেবা !

জিন্নৎ। তার মানে ?

মমতাজ। তার মানে এই যে সুলতানের সঙ্গে বিয়ে হ'লে সে শুধু স্ত্রীর অধিকার পেয়েই তুষ্ট হবে না—সে চাইবে প্রাসাদে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব, এমন কি সিংহাসন ধ'রেও হয়ত টানাটানি সুরু করবে !

জিন্নৎ। তাতেই বা আমার ক্ষতি কি ?

মমতাজ। প্রধানা বেগমের আসন যদি অধিকার করতে চায় ?

জিন্নৎ। না চাইতেই আমি তাকে তা ছেড়ে দোব।

মমতাজ। আপনার তাতে কি স্বার্থ লাভ হবে ?

জিন্নৎ। আমার স্বামী সুখী হবেন। এর চেয়ে বড় কামনা আমার নেই।

মমতাজ। আপনি মর্ত্ত্যের নন্ বেগম-সাহেবা—বেহেস্তের। সাধ্য কি তাজের যে আপনাকে সে অধিকার-হারা করে। পুণ্যের এই তেজঃপুঞ্জের পরশে তার সব দর্প, দম্ভ, পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

জিন্নৎ। তুমি তাকে কবে এখানে নিয়ে আসবে ?

মমতাজ। যে অধিকার আপনি দিতে চাইছেন, সে-অধিকারের দাবী নিয়ে কোনদিন সে আসবে না।

জিন্নৎ। কেন ?

মমতাজ। সে সন্ন্যাসিনী।

জিন্নৎ। সন্ন্যাসিনী !

মমতাজ। হাঁ বেগম সাহেবা !

জিন্নৎ। এ কি ! তোমার চোখে জল কেন ?

মমতাজ। ও কিছু নয় বেগম-সাহেবা ! আপনি কৃপা ক'রে আমার নাচ দেখতে চেয়েছেন।...

জিন্নৎ। না, না, তোমার মন এখন ভালো নেই, তোমাকে আজ নাচতে হবে না।

মমতাজ। আমার কথা আপনি ভাববেন না, বেগম-সাহেব। আমার অন্তরে যখন আনন্দের বান ডাকে, তখনি আমার চোখে জল জ'মে ওঠে। বেদনায় যখন আমার মেরুদণ্ড বেঁকে যায়, তখনি চঞ্চল চরণে আমার ছন্দ নেচে ওঠে। আমি সৃষ্টিছাড়া, আমি নারীর ব্যতিক্রম......

বলিতে বলিতে মমতাজ প্রলয়চ্ছন্দে নাচিতে সুরু করিল। বেগম, মনিজা, নর্ত্তকীরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সেই নাচ দেখিতে লাগিল। মা-সাহেব প্রবেশ করিলেন। দূরে দাঁড়াইয়া নৃত্য দেখিলেন, তাহার পর অগ্রসর হইলেন

মা-সাহেব। চমৎকার !

জিন্নৎ তাঁহার কাছে অগ্রসর হইয়া কহিলেন

জিন্নৎ। চমৎকার নাচে এই নর্ত্তকী, মা সাহেব !

মা-সাহেব। তার চেয়েও চমৎকার তোমার এই আচরণ সুলতান-মহিষী !

মমতাজ। সে কি মা-সাহেব!

মা-সাহেব। শত্রু এসে হায়দ্রাবাদ অবরোধ ক'রেছে, আর সুলতান মহিষী আনন্দে আত্মহারা হয়ে সখীদের নিয়ে নৃত্য গীত করছেন! ছিঃ জিন্নৎ!

মমতাজ নৃত্য বন্ধ করিল

জিন্নৎ। শত্রু যে হায়দ্রাবাদের দ্বারে এসে উপস্থিত হ'য়েচে তা আমি জানি না, দিদি!

মা-সাহেব। জান্‌বে কেমন ক'রে সুলতান মহিষী! স্বয়ং সুলতানই হয়ত কোথায় সুরাপানে অচেতন হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছেন। সংবাদ কাণে পৌঁছিলেও তার গুরুত্ব বোঝবার মত অবস্থাও হয়ত তাঁর নেই।

জিন্নৎ। মা-সাহেব!

মা-সাহেব। কেন, বন্দিনী করবে নাকি! বিষ নাই, অথচ কুলোপণা চক্র!

মমতাজ। মুঘলের আগমন বার্ত্তা সুলতান অবগত আছেন।

মা-সাহেব। সে কথা নর্ত্তকীরাই ভাল বল্‌তে পারে—কেননা গোলকোণ্ডার সুলতান আমির ওমরাহদের সঙ্গে পরামর্শ করবার মত বুদ্ধি রাখেন না—নর্ত্তকীই হচ্ছে তাঁর পরামর্শের উপযুক্তা পাত্রী।

মমতাজ। পরামর্শ দেবার অধিকার যদি এই নর্ত্তকীর থাকৃত, তা'হলে সুলতানের আশ্রয়ে থেকে, আত্মীয়তার ভাণ ক'রে যারা সুলতানের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে নিজেদের হীনতার পরিচয় দিচ্ছে—তাদের দূর ক'রে দেবার পরামর্শ দিয়ে সে হায়দ্রাবাদের হিতসাধন করতে কুণ্ঠা বোধ করত না।

মা-সাহেব। সুলতানের শত্রু ব'লে কাদের তুই অভিযুক্ত করছিস বাঁদী?

মমতাজ। মা-সাহেব তাদের ভালো ক'রেই জানেন ব'লে বিশ্বাস। সৈয়দ আহম্মদশাকে জিজ্ঞাসা করলে আরো ভালো তা জানতে পারবেন। কেননা যাঁরা বিদুরিত হলে হায়দ্রাবাদের হিত হয়, তিনিও তাদেরই একজন।

মা-সাহেব। বাঁদী!

মমতাজ। সুলতান-নন্দিনী! হায়দ্রাবাদ প্রাসাদে এত ধন-রত্ন সঞ্চিত নাই, যা দিয়ে আমাকে ক্রয় ক'রে আপনি অথবা আপনার স্বামী আমাকে বাঁদী ক'রে রাখতে পারেন। তাই জেনে বাঁদী ব'লে আর কখনো আমাকে সম্বোধন করবেন না।

মা-সাহেব। কে তুমি!

মমতাজ। দেখতেই ত পাচ্ছেন আমি নর্ত্তকী, সুন্দরের সেবিকা।

মা-সাহেব। সেই সুন্দর কে?

মমতাজ। যাঁর ইচ্ছায় আপনি সিংহাসনে বসতে গিয়ে ছিটকে প'ড়ে গেলেন, যাঁর কৃপায় মহা রাজদ্রোহে লিপ্ত থেকেও আপনার স্বামী এখনও স্বাধীনতা ভোগ করচেন, যাঁর ইঙ্গিতে হায়দ্রাবাদের দ্বারে আজ মুঘলের আবির্ভাব—হাসি যাঁর প্রভাত সূর্য্যের রক্তিম-রাগে প্রকাশ পায়, ঝঞ্ঝা আসে যাঁর ক্রোধে, যাঁর স্নেহে নদী পায় জল, বৃক্ষ পায় ফল, অঙ্গের সুবাস যাঁর ফুলের সৌরভে ছড়িয়ে পড়ে—বোঝবার ক্ষমতা যদি থাকে সুলতান-নন্দিনী, তাহলে বুঝুন তিনিই আমার সুন্দর, আমার আরাধ্য, আমার ইষ্ট। ওরে আয়, আমরা সেই পরম সুন্দরের গান গাই।

আবার নাচ গান সুরু হইল।

গীত

মমতাজ

সুন্দর রূপ তাঁর সুন্দর প্রীতি,
মন্ত্র যে জানে পায় অন্তরে নীতি,
মঞ্জু আনন্দে অতন্দ্র ছন্দে,
বন্দনা-গীতি গায় সুগন্ধি ক্ষিতি,
সুন্দর প্রেমে তাঁর কুসুমিত মরু,
বন্ধনে ধরা দিতে অসীমে অধরু,
মাটীর ক্রন্দনে বিসরী নন্দনে,
অন্ধকে দিয়ে যান চন্দ্রমা-স্মৃতি।

মা-সাহেব চলিয়া গেলেন। হাসান
প্রবেশ করিলেন

হাসান। বাঃ! বাঃ! এইত হাসানের হায়দ্রাবাদ! মৃত্যুর ছায়া-পাতেও এর হাসি ম্লান হয় না, শেষ শ্বাস বহির্গত হবার সময়ও এর কণ্ঠ দিয়ে কাতর ধ্বনি ফুটে বেরোয় না। এইত আমার সুখের সংসার, এইত আমার সাধের স্বর্গ!

সকলে কুর্ণিশ করিল। জিন্নৎ ধীরে ধীরে
হাসানের কাছে অগ্রসর হইলেন

জিন্নৎ। সুলতান!

হাসান। হায়দ্রাবাদ অবরুদ্ধ জিন্নৎ।

জিন্নৎ। তা জানি।

মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইলেন

হাসান। কিন্তু একথা হয়ত জান না যে, নগর রক্ষার কোন উপায়ই আর নাই।

জিন্নৎ। উপায় নাই!

হাসান। না, জিন্নৎ।

জিন্নৎ। সুলতান কি সিংহাসন ত্যাগ ক'রেছেন?

হাসান। না। কিন্তু অবিলম্বে তাও করতে হবে।

জিন্নৎ। মুঘলের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার শক্তি কি গোলকোণ্ডার নাই?

হাসান। শক্তি আছে বেগম সাহেব! কিন্তু সে-শক্তি মুঘলের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হচ্চেনা—প্রযুক্ত হচ্ছে সুলতানের বিরুদ্ধে।

জিন্নৎ। সুলতানের অপরাধ!

হাসান। অপরাধ নেই? সুলতান যে চাইছে স্বার্থান্বেষীদের সকল ষড়যন্ত্র নিষ্ফল ক'রে দিয়ে গোলকোণ্ডার শত্রুনাশ করতে, সুলতান যে চাইছে প্রজাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর ক'রে তাদেরকে শক্তিমান্ ক'রে তুলতে, সুলতান যে রাজ্যের সকল কাজে নিজে হস্তক্ষেপ করছে ...কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উপর নির্ভর ক'রে হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাকতে সে যে আর প্রস্তুত নয়। এই ত তার অপরাধ।

বাহাদুর খাঁ প্রবেশ করিল

বাহাদুর খাঁ। জনাব! পণ্ডিতজী অপেক্ষা করছেন।

হাসান। আর ক্ষণকাল তাঁকে অপেক্ষা করতে বল।

বাহাদুর খাঁ চলিয়া গেল

জিন্নৎ। শুনিচি এই পণ্ডিতজী প্রকৃত বীর।

হাসান। তুমি বালিকা, ব'লে তোমাকে পীড়া দিতে চাই না জিন্নৎ, গোলকোণ্ডার বীরকুল শৌর্য্যের পরিচয় দেবার চেয়ে, ষড়যন্ত্রে বেশী আনন্দ পান।

তা'হ'লে আমাদের কি হবে জাঁহাপনা!

মমতাজ। যা হবে, খোদা তা সেই দিনই স্থির ক'রে দিয়েছেন—যেদিন তোমাকে আমাকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, যেদিন আমার সঙ্গে তোমার বিবাহের ব্যবস্থা স্থির ক'রে দিয়েছেন। ফকিরের বধূ তুমি—ফকিরিই তোমার পরিণাম!

জিন্নৎ। তাতেও আমার দুঃখ নেই জাঁহাপনা, যদি তোমার হৃদয়ে ঠাঁই পাই।

হাসানের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিলেন। মমতাজ একবার
চাহিয়া দেখিল, তারপর সুলতানকে কুর্নিশ
করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল।
হাসান তাহাকে দেখিতে
পাইয়া ডাকিলেন

হাসান। তাজ!

মমতাজ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, জিন্নৎ তাহার কণ্ঠ
ছাড়িয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইল

কেবলি ভুল হয়, গুলবানু!

তাজ কুর্নিশ করিল

বেগম সাহেবার সকল ভার আমি তোমার উপর দিতে চাই।

মমতাজ। আরো স্পষ্ট ক'রে বলুন, সুলতান!

হাসান। হায়দ্রাবাদের এই দুর্দ্দিনে সবাই থাক্‌বে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে প্রমত্ত। যেমন বাইরে, তেম্নি হারেমেও দেখা দেবে দারুণ বিশৃঙ্খলা। বেগম সাহেবার মর্য্যাদা রক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয়ত থাক্‌বে না, হয়ত তাঁর দিকে ফিরে চাইবারও অবসর হবে না। সেই দুঃসময়ে বেগমের সকল ভার তোমাকেই নিতে হবে।

দয়া ক'রে তাই যদি তুমি নাও তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে
বল, তুমি তা নেবে ?

বাহাদুর খাঁ প্রবেশ করিল

আবার কি বাহাদুর খাঁ ?

বাহাদুর খাঁ। পণ্ডিতজী বল্লেন হারেমের অধিবাসিনীদের নিয়ে সুলতান যদি এখুনি গোলকোণ্ডার দুর্গে গিয়ে আশ্রয় না নেন, তা'হলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

হাসান। পণ্ডিতজীর সঙ্কল্প-সিদ্ধিও তা'হলে সহজ হ'য়ে উঠবে। যাও, তাঁকে বলগে সুলতান তাই কর্‌তেই প্রস্তুত।

বাহাদুর খাঁ চলিয়া গেল

জিন্নৎ। আমার বাবার এই প্রাসাদ ছেড়ে আমাদের চোরের মত চ'লে যেতে হবে ?

হাসান। উপায় নেই বেগম সাহেবা !

জিন্নৎ। কুতবশাহীর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ এই প্রাসাদ !

মমতাজ। পিতার প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে স্বামীর রাজ্যে তাঁরই সহধর্ম্মিণী রূপে বিরাজ করা কি নারীর পক্ষে এতই লজ্জার কথা বেগম-সাহেবা ?

জিন্নৎ। আমার পিতৃপুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত হায়দ্রাবাদের এই প্রাসাদ, আমি এক কথায় ছেড়ে চ'লে যাব ?

মমতাজ। শুধু হায়দ্রাবাদের নয়, সমগ্র গোলকোণ্ডার আপনি অধীশ্বরী। সমগ্র গোলকোণ্ডা চায় আপনাদের স্নেহের অংশ। সেই গোলকোণ্ডার আহ্বানই আজ এই ভাবে এসেছে বেগম-সাহেবা, সাড়া আপনাকেই দিতে হবে।

মমতাজ। সত্য ব'লেছ গুল্‌বান্নু—এ আহ্বান গোলকোণ্ডার, সাড়া দিতেই হবে।

জনকয়েক সৈন্য লইয়া পণ্ডিতজী প্রবেশ করিলেন

আকান্না। মার্জ্জনা কর্‌বেন জাঁহাপনা।

জিন্নতের দিকে ফিরিয়া কুর্নিশ করিয়া

মাতৃস্থানীয়ারাও মার্জ্জনা কর্‌বেন। অবসরের একান্ত অভাব ব'লেই অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে আমাকে এই গর্হিত কার্য্য কর্‌তে হ'য়েছে।

হাসান। আপনার কি আদেশ পণ্ডিতজী!

আকান্না। অকারণে আমাকে অপরাধী কর্‌বেন না জাঁহাপনা। অধীনের আর্জ্জি এই যে, আর কালবিলম্ব না ক'রে গোলকোণ্ডা দুর্গাভিমুখে যাত্রা করুন। যান-বাহন এবং আপনাদের শরীর-রক্ষী সৈন্য সবই প্রস্তুত।

হাসান। সবই যখন প্রস্তুত, তখন যেতে হবে বৈকি!

জিন্নৎ। হায়দ্রাবাদ!

আকান্না। আকান্না পণ্ডিত যতক্ষণ জীবিত থাকবে, মা, ততক্ষণ হায়দ্রাবাদ অজেয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের একটী কক্ষ

সৈয়দ আহাম্মদ এবং মা-সাহেব

মা-সাহেব। তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পার্‌ব না।

সৈয়দ আহাম্মদ। কিন্তু আমি যদি এখন গোলকোণ্ডায় যাই, তা'হলে এদিকের সব আয়োজন যে ব্যর্থ হবে।

মা-সাহেব। এখনও তুমি সিংহাসন পাবার আশা রাখ?

সৈয়দ আহাম্মদ। এমনি অরাজকতার সময় কি যে ঘটে, তা আগে থেকে বলা যায় না।

মা-সাহেব। মুঘল যদি আজই হায়দ্রাবাদ অধিকার করে?

সৈয়দ আহাম্মদ। তাতেও আমার ভয়ের কোন কারণ নাই। কেননা আমি সুলতান নই—উজীরও নই। আভূমি নত হ'য়ে কুর্ণিশ ক'রে বেশ স্পষ্ট ভাষায় আমি বল্‌তে পার্‌ব, আমি গোলকোণ্ডার একজন নগণ্য প্রজা!

মা-সাহেব। গোলকোণ্ডায় তুমি কবে যাবে?

সৈয়দ আহাম্মদ। যাবই যে এমন কথাও জোর ক'রে বল্‌তে পারি না।

মা-সাহেব। কেন?

সৈয়দ আহম্মদ। যদি অবসর না পাই?

মা-সাহেব। তা'হলে আমিও যাব না।

সৈয়দ আহাম্মদ। রোশেনারা!

মা-সাহেব। একদিনের জন্যও আমি তোমাকে ছেড়ে থাকিনি—আজ তোমাকে এই বিপদের মাঝে ফেলে রেখে কেমন ক'রে আমি যাব!

সৈয়দ আহাম্মদ। সুলতান-নন্দিনী রোশেনারা কি এতই দুর্ব্বল!

। যতদিন সুলতান-নন্দিনী ছিলুম, ততদিন শক্তির অভাব অনুভব করিনি, সুলতান-নন্দিনীর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার সাহসেরও ততদিন অভাব হয়নি। কিন্তু আর ত আমি সুলতান-নন্দিনী নই! অধিকার-হারা পরাশ্রিতা ব'লেই আমি আজ অবলা শক্তিহীনা। তুমি ছাড়া সংসারে আজ আমার কেউ নাই—কিছু নাই, স্বামী!

সৈয়দ আহাম্মদের কণ্ঠলগ্ন হইল

সৈয়দ আহাম্মদ। কখনো ত তোমাকে এমন উতলা হ'তে দেখিনি, রোশেনারা!

মা-সাহেব। এমন বিপদেও কখনো ত আমি পড়িনি, স্বামী!

সৈয়দ আহাম্মদ। আমার মনে আজ থেকে থেকে এই প্রশ্ন উঠছে, কে বেশী বুদ্ধিমান্, আমি না আবুল হাসান? দীর্ঘকাল যাবৎ রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিজের অধিকারে পেয়েও আমি তা আমার আয়ত্তে রাখতে পারলুম না, আর নিঃস্ব হাসান পথ থেকে হেঁটে এসে সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার ক'রে নিল।

মা-সাহেব। অথচ সে সিংহাসন রাখবার ক্ষমতাও তার নাই।

সৈয়দ আহাম্মদ। না রোশেনারা, যতটা অক্ষম এবং অপদার্থ তাকে আমরা মনে করতুম, তা সে নয়।

মা-সাহেব। না?

সৈয়দ আহাম্মদ। নয়। সে বুঝেছে যে রাজধানীর আমীর ওমরাহেরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'লেও, গোলকোণ্ডার সাধারণ প্রজারা, রাজধানীর বাইরে অবস্থিত সৈন্যরা এখনও তার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তাই মুঘলের আবির্ভাবের সূচনাতেই সে গোলকোণ্ডার দুর্গে চ'লে যাচ্ছে। হায়দ্রাবাদের যদি পতনও হয়, তাতেও তার সর্ব্বস্ব নষ্ট হবে না। অথচ তার বিরুদ্ধ-দলের আমীর-ওমরাহেরা

শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারবে রাজধানীতে বাস করার মত দুর্ভোগ আর নাই।

মনিজা প্রবেশ করিল

মনিজা। মা-সাহেব! বেগম-সাহেবা প্রস্তুত হ'য়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

মা-সাহেব। তোমার বেগম-সাহেবার অপার করুণা! তাঁকে গিয়ে বলো যে হায়দ্রাবাদ প্রাসাদ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না!

মনিজা। সুলতান আদেশ দিয়েছেন যে প্রাসাদে আজ থেকে কোন নারীর স্থান হবে না।

মা-সাহেব। এ আদেশ দেবার অধিকার সুলতানের নাই।

সৈয়দ আহাম্মদ। না, না, অধিকার অবশ্যই আছে। তুমি বেগম-সাহেবাকে বল গিয়ে মা-সাহেব এখুনি যাচ্ছেন।

মনিজা চলিয়া গেল

বিপদের সময় মাথা স্থির ক'রে কাজ করতে হয় রোশেনারা। মজঃফর খাঁ আর আমি যদি সুলতানের সঙ্গে গোলকোণ্ডা দুর্গে চ'লে যাই, তা'হলে মদন্না পণ্ডিতের পতন হবে না। আর মদন্না জীবিত থাকলে গোলকোণ্ডায় আমাদের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

মা-সাহেব। সে সম্ভাবনা কি আজই আছে?

সৈয়দ আহাম্মদ। হাঁ, এখনও আছে। তাই আমাকে যেতে অনুরোধ করো না।

মা-সাহেব। তা'হলে আমিই বা যাব কেন?

সৈয়দ আহাম্মদ। প্রথমতঃ সুলতানের আদেশ...

...ব। সে আদেশ আমাকেও পালন করতে হবে ?

...সৈয়দ আহাম্মদ। দ্বিতীয়ত গোলকোণ্ডায় আমাদের কোন লোক নাই। দুর্গাধ্যক্ষ এবং সেনানায়কগণ সকলেই হাসানের প্রতি অনুরক্ত। তাদের যদি না আমাদের স্বপক্ষে আন্‌তে পারি, তা'হলে কার্য্যসিদ্ধি কঠিন হ'য়ে উঠবে।

মা-সাহেব। সেই কাজেই কি আমাকে নিয়োগ করতে চাও ?

সৈয়দ আহাম্মদ। বল্‌তে সাহস হয় না, কিন্তু তাই ইচ্ছা হয়।

মা-সাহেব। সেনানী সৈন্যাধ্যক্ষ, দুর্গাধ্যক্ষদের আমি কি দিয়ে বশ করব ?

সৈয়দ আহাম্মদ। যে শক্তি দিয়ে হায়দ্রাবাদ প্রাসাদের সকল অধিবাসীদের দীর্ঘকাল ধ'রে তুমি বশে রেখেছিলে।

মা-সাহেব। সে শক্তি যে আর নাই! তখন আমি ছিলুম সুলতান-নন্দিনী, আমার মা ছিলেন প্রধানা বেগম, আর তুমি আমার স্বামী, তুমি ছিলে উজীর, রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। আজ পিতা নাই—মা তার কনিষ্ঠা কন্যাকেই বেশী স্নেহ করেন, তুমিও রাজ্যের কেউ নও। আজ আর শক্তি কোথায় পাব! কিন্তু তবুও, তবুও—আমি যাব ; তবুও আমি চেষ্টা ক'রে দেখব অদৃষ্ট-চক্রের গতি পরিবর্ত্তন করতে পারি কিনা। আমার পিতার সিংহাসন ভিক্ষুকের অধিকারে, ছোট বোন আমার বেগম হ'য়ে আমারই উপর আদেশ প্রচার করে··· আমি তা সইব না—আমি তা সইতে পারব না।

সৈয়দ আহাম্মদ। আমরা কেউ তা সইব না, রোশেনারা!

মা-সাহেব। তা'হলে বিদায় দাও স্বামী।

সৈয়দ আহাম্মদ। প্রিয়তমে!

মা-সাহেব। গোলকোণ্ডা জয় করতে তুমি আমাকে পাঠাচ্ছ,—কথা

দিয়ে যাচ্ছি, গোলকোণ্ডা দুর্গ আমি জয় ক'রে দোব ! তার জন্য প্রতারণা, শয়তানের সাহচর্য্য, যা কিছু প্রয়োজন হবে, অকুণ্ঠিতাচত্তে তাই আমি করব ।

মা-সাহেব চলিয়া গেলেন

সৈয়দ আহাম্মদ। যাক্, এইবার আমি নিশ্চিন্ত !

বেগে মদন্না পণ্ডিত প্রবেশ করিলেন। সৈয়দ আহাম্মদ তাহাকে অভিবাদন করিলেন

পণ্ডিতজী সেলাম !

মদন্না। এই যে সৈয়দ সাহেব।

সৈয়দ আহাম্মদ। সুলতান চ'লে গেলেন পণ্ডিতজী ?

মদন্না। হাঁ, শিবিকা সেতুর কাছে গিয়ে পৌঁচেছে।

সৈয়দ আহাম্মদ। হায়দ্রাবাদ রক্ষার কি ব্যবস্থা কর্‌লেন ?

মদন্না। ব্যবস্থা সবই আছে।

সৈয়দ আহাম্মদ। মুঘল তাঁহ'লে হায়দ্রাবাদ জয় করতে পার্‌বে না।

মদন্না। যদি গৃহশত্রুদের শায়েস্তা রাখতে পারি।

সৈয়দ আহাম্মদ। তেমন শত্রু কি আমাদের আছে ?

মদন্না। ভূতপূর্ব্ব উজীর সাহেবের তা না জান্‌বার কথা নয়।

সৈয়দ আহাম্মদ। পণ্ডিতজী !

মদন্না। বলুন, আহাম্মদ সাহেব।

সৈয়দ আহাম্মদ। গোলকণ্ডা কি সত্যিই আপনার উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে ?

মদন্না। বহুদিন কি আপনার ওপরও নির্ভর ক'রে ছিল না ?

সৈয়দ আহাম্মদ। মারাঠার পৃষ্ঠপোষকতার আশায় আমি ত কথনো উন্মত্ত হ'য়ে উঠিনি।

উন্মাদের অসম্ভব কল্পনা কখনো আমার মনেও ঠাঁই পায়নি, সৈয়দ সাহেব !

সৈয়দ আহাম্মদ। ছত্রপতির নিশীথ সাক্ষাতের কথা পণ্ডিতজীর হয়ত মনে নেই—কিন্তু আমার আছে।

মদন্না। কেবল এই কথাই ভুলে গেছেন যে, সেই মহামানব আজ জীবিত নেই।

সৈয়দ আহাম্মদ। তাঁর পুত্র ?

মদন্না। গোলকোণ্ডার সুলতানের চেয়েও তিনি আজ বিপন্ন—গৃহশত্রুর সংখ্যা এখানকার চেয়ে মারাঠায় অনেক বেশী।

সৈয়দ আহাম্মদ। তা'হলে এখন আমরা পণ্ডিতজীর ওপর নির্ভর করতে পারি !

মদন্না। অবশ্যই পারেন যদি সহযোগে সম্মত হন !

মদন্না আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন

সৈয়দ আহাম্মদ। ধূর্ত্ত এই ব্রাহ্মণের অভিসন্ধি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

সৈয়দ মজঃফর প্রবেশ করিলেন

মজঃফর। এই যে উজীর সাহেব ; আপনি এখানে ! পণ্ডিতজী না বল্লে আপনার সন্ধানই পেতুম না।

সৈয়দ আহাম্মদ। মদন্না পণ্ডিতকে আপনি আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন নাকি !

মজঃফর। আমাকে দেখে তিনি নিজে থেকেই বল্লেন যে আপনাকে এইখানে পাব।

সৈয়দ আহাম্মদ। নিজে থেকে বল্লেন !

মজঃফর। হাঁ আমাকে প্রশ্ন করবার অবসরও দিলেন না।

সৈয়দ আহাম্মদ। আপনাকে দেখে আমার কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বুঝতে পার্‌লেন ?

মজঃফর। অর্থ বোঝবার জন্য খুব বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

সৈয়দ আহাম্মদ। মাথা বাঁচাবার প্রয়োজন ত আছে।

মজঃফর। মদন্না পণ্ডিতকে ভয় কর্‌বার আর কারণ নেই। আমি কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছি, এখন আপনি শেষ রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেই হয়।

সৈয়দ আহাম্মদ। স্থলতান প্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে গেছেন, এ সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হ'য়েচে ত ?

মজঃফর। তারা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে !

সৈয়দ আহাম্মদ। তাহ'লে চলুন, আমাদের কাজের সময় উপস্থিত।

মজঃফর। চলুন উজীর-সাহেব।

সৈয়দ আহাম্মদ। গোলকোণ্ডা ! হীরকের খনি এই গোলকোণ্ডা ! চলুন, মজঃফর সাহেব।

দুইজনই প্রস্থান করিলেন। বাহাদুর খাঁ প্রবেশ করিলেন

বাহাদুর খাঁ। তাই ত ছুঁড়িটা গেল কোথায় ? বারুদখানায় গিয়ে ব'সে নেই ত ? স্থলতান বল্লেন, বেগম বল্লেন—তবু গোলকোণ্ডায় গেল না ! এমন সৃষ্টিছাড়া মেয়েও দুনিয়ায় দেখিনি।

মমতাজ প্রবেশ করিল

মমতাজ। দাদুসাহেব !

বাহাদুর খাঁ। হাঁরে, সত্যি বল্‌ত, তুই কি যাদু জানিস্ ?

মমতাজ। কেন বলত ?

বাহাদুর। সারাটা প্রাসাদ খুঁজে বেড়ালুম। কোথাও তোকে পেলুম

আর এইখানটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোর কথা ভাবচি—অমনি কোথেকে উদয় হলি!

মমতাজ। ভয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখচ ব'লেইত আমাকে দেখ্‌তে পাও নি। আমি ত বেশ দেখ্‌লুম তুমি এ-ঘর ও-ঘর ক'রে বেড়াচ্ছ।

বাহাদুর খাঁ। ওরে, সে সাধ করেও নয়, ভয়ে দিশেহারা হ'য়েও নয়।

মমতাজ। তবে?

বাহাদুর খাঁ। সুলতানের আদেশে।

মমতাজ। সুলতানের আদেশে!

বাহাদুর খাঁ। আমায় যে তিনিই রেখে গেলেন তোকে সঙ্গে ক'রে গোলকোণ্ডায় নিয়ে যেতে। চল্—দিদি চল্।

মমতাজ। তুমি চ'লে যাও দাদুসাহেব, আমার যাবার এখনও সময় হয় নি।

বাহাদুর খাঁ। সে কি!

মমতাজ। যখন সময় হবে, তখন নিজেই আমি যাব।

বাহাদুর খাঁ। সুলতানের আদেশ শুনেছিস্?

মমতাজ। কি আদেশ তাঁর?

বাহাদুর খাঁ। প্রাসাদে কোন মেয়েছেলে থাক্‌তে পারবে না।

মমতাজ। প্রাসাদে আমি ত থাক্‌ব না।

বাহাদুর খাঁ। প্রাসাদেও থাক্‌বি নি, গোলকোণ্ডায়ও যাবি নি—তবে কোথায় যাবি, কোথায় থাক্‌বি?

মমতাজ। গোলকোণ্ডার নীল আকাশের নীচে—গোলকোণ্ডার সবুজ মাঠের বুকে।

বাহাদুর খাঁ। এই আবার হেঁয়ালি সুরু করলি!

বেগে মহবুব প্রবেশ করিল

মহবুব। এই যে বাহাদুর খাঁ! আপনি এখানে!

বাহাদুর খাঁ। তুই মহবুব!

মহবুব। আমি পালিয়ে এলুম।

বাহাদুর খাঁ। পালিয়ে এলি কিরে মহবুব।

মহবুব। বলুন, তুই ব্যাটা বেকুব, উল্লুক, উজবুক। আমি রাগও করব না, কথাটিও কইব না।

বাহাদুর খাঁ। কিন্তু তুই পালিয়ে এলি কেন?

মহবুব। আপনি রইলেন, এই বিবি রইলেন এখানে, আমার মন কেমন ক'রে উঠ্‌ল—কাউকে কিছু না ব'লে মাঝ পথ থেকে আমি ফিরে এলুম। আস্‌তে আস্‌তে দেখলুম—

মমতাজ। কি দেখলে!

মহবুব। সে আর কি বলব বিবি সাহেব! চলুন প্রাণ নিয়ে এইবেলা সরে পড়ি।

বাহাদুর খাঁ। কি দেখলি তাই বল না।

মহবুব। দেখলুম সহরের অলি-গলি দিয়ে হাজার হাজার লোক লাঠি-শোটা, বন্দুক-তলোয়ার নিয়ে ছুটে আস্‌চে।

মমতাজ। কোথায়!

মহবুব। এই দিকেই।

বাহাদুর খাঁ। কেন?

মহবুব। আগে তারা প্রাসাদ লুঠ করবে। তারপর······

মমতাজ। তারপর? বল, তারপর?

মহবুব। তারপর তারা সমস্ত বড়লোকের অন্দরে ঢুকে মেয়েদের টেনে নিয়ে যাবে।

াঁ। তাদের ও-মতলব তুই কি ক'রে জান্‌লি ?

তারাই বল্‌চে, হাঁক-ডাক দিয়ে শোনাচ্ছে আজ তারা কি করবে।

দূরে অনেকগুলি বন্দুকের আওয়াজ হইল

ওই শুনুন বন্দুকের আওয়াজ !

আবার আওয়াজ হইল

ওই শুনুন আরো কাছে।

বাহাদুর খাঁ। তাইত দিদি !

মমতাজ। দাদু সাহেব, তুমি যেমন ক'রে পার গোলকোণ্ডায় চ'লে যাও।

বাহাদুর খাঁ। তুই !

মমতাজ। আমার এখানে কাজ র'য়েছে।

বাহাদুর খাঁ। এখনও তোর কাজ ?

মমতাজ। কাজের সময় এইত এল ! তুমি যাও দাদু সাহেব ! তুমি কাছে না থাক্‌লে সুলতানের একদণ্ডও চল্‌বে না। যাও তুমি ! মহবুব !

মহবুব। কি বিবি সাহেব !

মমতাজ। ওরা যে দিক্ দিয়ে আস্‌চে, সেই দিকে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পার্‌বে ?

বাহাদুর খাঁ। সেখানে গিয়ে তুই কি করবি দিদি ?

মমতাজ। সেই উন্মত্ত জনতা জানে না তারা কি করছে। আমি তাদের বুঝিয়ে দোব যারা তাদের উত্তেজিত ক'রেছে, তারা তাদের মিত্র নয়, হিতৈষী নয়—ঘোরতর শত্রু তারা !

বাহাদুর। সেই জন-সমুদ্রে প'ড়ে তুই যে তলিয়ে যাবি, দিদি!

মমতাজ। তবুও আমি যাব দাদুসাহেব! মহবুব?

মহবুব। আপনার হুকুমের চেয়ে আমার কাছে কিছু বড় নয় বিবিসাহেবা!

বাহাদুর। তুই আবার কবে থেকে ওর ভক্ত হ'য়ে উঠ্লিরে মহবুব?

মহবুব। ওই হু'খানি রাঙ্গা পা যে-দিন থেকে চোখে প'ড়েচে, খাঁ সাহেব।

মমতাজ মহবুবের হাত ধরিল

মমতাজ। চল মহবুব, আর দেরি কর্বার অবসর নেই।

টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল

বাহাদুর। ওরে, শোন্, শোন্—অমন ক'রে ছুটে যাস্নে, যাস্নে।

বলিতে বলিতে সেও বাহির হইয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

হায়দ্রাবাদের চক। আর্ত্ত নর-নারী চীৎকার করিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ হইতেছে। কেহ পলাইতেছে, লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পিঠে মাথায় লইয়া কেহ ছুটিয়া যাইতেছে, কেহবা তাহাই কাড়িয়া লইতেছে। হু'তিন জন বলশালী লোক মিলিয়া এক-একটি নারীকে টানিয়া লইয়া আসিতেছে। তাহাদের আর্ত্তনাদ সকল কোলাহল ছাপাইয়া শোনা যাইতেছে

১ম ব্যক্তি। লুটে নে, সব লুটে নে। এমন দিন আর পাবিনে!

২য় ব্যক্তি। হীরে, জহরৎ, মণি-মাণিক্য যার যত চাই সব পাবি।

৩য় ব্যক্তি। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল ভাই সব।

। হা—রা—রা—রা……

ছুটিয়া অগ্রসর হইল, তোরণের নীচে দিয়া চলিয়া গেল

৪র্থ ব্যক্তি। হুঁসিয়ার!

৫ম ব্যক্তি। কিসের ভয়!

৬ষ্ঠ ব্যক্তি। মুঘল সৈন্য যদি এসে পড়ে?

৭ম ব্যক্তি। লড়াই করব, জান্ দোব।

৪র্থ ব্যক্তি। জান দোব, জান নোব, কাউকে দেখেই ভয় পাব না।

সকলে। জান নোব, আমরা জান নোব।

লাফাইতে লাফাইতে তোরণের দিকে অগ্রসর হইল।
সৈয়দ আহাম্মদ এবং সৈয়দ মজঃফর এক কোণে
একটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়াছিলেন

মজঃফর। একি হোলো উজীর সাহেব? সমস্ত শহর জুড়ে এ যে প্রেতের তাণ্ডব সুরু হোলো! এর পরিণাম কোথায়?

সৈয়দ আহাম্মদ। পরিণাম ধ্বংস।

তোরণের দিক্ হইতে একটি যুবতী ছুটিয়া আসিল

যুবতী। ওগো, আমার অন্ধ বাবা, ভিড়ের মাঝে তাকে কোথায় হারিয়ে ফেল্লুম, তোমরা খুঁজে দাও, খুঁজে দাও তাকে।

৮ম ব্যক্তি। বুড়ো বাপের জন্যে কেঁদে আর করবে কি বিবি? জুয়ান খসম চাওত পিঠে তুলে নিয়ে যেতে পারি। যাবে?

৯ম ব্যক্তি। দুর গাধা! মুখের কথায় কি কাজ হয়, হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চল্।

যুবতী। ওগো রক্ষা কর, এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।

টানিতে টানিতে লইয়া গেল

মজঃফর। উজীর সাহেব! এও দাঁড়িয়ে দেখতে হবে?

সৈয়দ আহাম্মদ। শয়তানকে জাগ্‌তে দাও নইলে মদন্নার পতন না, হাসানের অস্তিত্ব লোপ পাবে না।

একটি বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্রসর হইল

বৃদ্ধ। পুড়ে ম'ল······সবাই পুড়ে ম'ল······কাউকে বাঁচাতে পার্‌লুম না। তোমরা দাঁড়িয়ে রয়েচে? দেখচ না কী সর্ব্বনাশ হচ্ছে? জ্বলন্ত ঘর থেকে বার হবার পথ পাচ্ছে না···পুড়ে মর্‌ছে।

সৈয়দ আহাম্মদ। কেন এমন ক'রে সবাই পুড়ে মর্‌ছে, জান?

১ম ব্যক্তি। কেন বলুন ত মশাই?

সৈয়দ আহাম্মদ। তোমাদের বলে কি হবে; তোমরা ত কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।

২য় ব্যক্তি। বলুন না মশাই কেন সব পুড়ে মর্‌চে।

সৈয়দ আহাম্মদ। পাপে। সুলতানের পাপে, মদন্না পণ্ডিতের পাপে।

সৈয়দ মজঃফর। ওই মদন্না পণ্ডিতের জন্যেই ত মুঘল এসে হায়দ্রাবাদ আক্রমণ ক'রেছে।

সৈয়দ আহাম্মদ। ওই মদন্না পণ্ডিতইত সুলতানকে গোলকোণ্ডায় পাঠিয়েছে।

সৈয়দ মজঃফর। ওই মদন্না পণ্ডিতই চায় সিংহাসন অধিকার করতে।

৩য় ব্যক্তি। এতদিন ত এ-কথা আমরা শুনিনি।

সৈয়দ আহাম্মদ। তোমাদের শুনিয়ে কি হবে!

১ম ব্যক্তি। কেন, আমরা কি কিছুই কর্‌তে পারি না?

সৈয়দ আহাম্মদ। কিছু কর্‌বার শক্তি যদি তোমাদের থাক্‌ত, তা'হলে কি মদন্না পণ্ডিত তোমাদের এত ক্ষতি কর্‌তে পার্‌ত?

সৈয়দ মজঃফর। তার কণ্ঠনালী কি তোমরা ছিঁড়ে ফেলতে পারতে না?

...প করবে মদন্না পণ্ডিত আর পুড়ে মরবে আমাদের পুত্র-পরিজন! হায়দ্রাবাদী বীর সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে। চমৎকার!

সৈয়দ আহাম্মদ। তোমাদের বাপদাদারা যদি আজ বেঁচে থাকৃত!

২য় ব্যক্তি। তা'হলে কি করত তারা?

সৈয়দ মজঃফর। নীরবে সইত না।

সৈয়দ আহাম্মদ। মদন্না পণ্ডিতের মত শয়তানকে টেনে এনে হত্যা করত।

সকলে। হত্যা করত?

সৈয়দ আহাম্মদ। করত না?

সৈয়দ মজঃফর। তারা ত ভীরু ছিল না!

২য় ব্যক্তি। আমাদের বাপ-দাদারা যা করত আমরাও তাই করব।

৩য় ব্যক্তি। শয়তানকে আমরাও শাস্তি দোব।

২য় ব্যক্তি। পুড়িয়ে মারব।

বৃদ্ধ। ওরে, আমার গায়ে শক্তি নেই—তবুও আমি তোদের সঙ্গে থাকৃব। যার জন্যে আমার সবাই পুড়ে ম'ল, তাকে আমি বেঁচে থাকৃতে দোব না।

অদৃশ্য স্থান হইতে কে যেন কাঁদিয়া উঠিল

ওই! ওই শোন সব হায়দ্রাবাদী। আবার কার যেন সর্ব্বনাশ হয়েছে! কার যেন সর্ব্বস্ব পুড়ে গেছে···কে যেন আমারই মত সব হারিয়ে কেঁদে কেঁদে ফিরছে···

সৈয়দ আহাম্মদ। অগ্নি সবাই কাঁদবে! অগ্নি সর্ব্বহারা হ'য়ে সবাই পথে পথে ফিরবে। হায়দ্রাবাদের একটি মানুষও সুখে থাকৃবে না, স্বস্তি পাবে না!

সকলে। আমরা শাস্তি দোব, শাস্তি দোব, শয়তান সেই পণ্ডিতকে আমরা আগুনে পুড়িয়ে মারব।

বৃদ্ধ। চল সব হায়দ্রাবাদী বীর, আমিই তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

সকলে মুষ্টিবদ্ধ হাত উর্দ্ধে তুলিয়া

সকলে। মদন্না পণ্ডিত, মদন্না পণ্ডিত!

তাহারা বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিল

মজঃফর। আর কেন উজীর সাহেব, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই। চলুন আমরা স'রে পড়ি।

সৈয়দ আহাম্মদ। মদন্নাকে খুঁজে না পেলে ওরা আবার এইখানেই আস্‌বে।

মজঃফর। তাহ'লে আপনি অপেক্ষা করুন, আমি শহরের অবস্থাটা আর একবার দেখে আসি!

সৈয়দ আহাম্মদ। খুব ভয় পেয়েছেন বুঝি!

মজঃফর। কি যে আপনি বলেন উজীর সাহেব! ভয় পেলে কি এই কাজে এগিয়ে আস্‌তাম।

সৈয়দ আহাম্মদ। না, না, মদন্নার পতন না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের এখানেই থাকৃতে হবে···এইখানেই আমরা থাক্‌ব।

দুইটি ভিক্ষুক তোরণের দিক্ হইতে আসিল

১ম ভিক্ষুক। তোফা কাবাব! খাসা রুটি! খেয়ে ছাখ!

২য় ভিক্ষুক তাহা লইয়া খাইতে লাগিল

২য় ভিক্ষুক। জীবনে এমনটি খাইনি!

১ম ভিক্ষুক। হায়দ্রাবাদ পুড়ুক, রোজ একবার ক'রে পুড়ুক, এম্নি কাবাব আর এম্নি রুটি রোজ রোজ আমরা পেট ভ'রে খাই।

দুই জনে এক কোণে বসিয়া পরম নিশ্চিন্তে খাইতে লাগিল।
একটি মুঘল সেনানীকে সঙ্গে লইয়া সৈয়দ সুলতান
প্রবেশ করিল। দুজনারই ছদ্মবেশ

মজঃফর। দেখ্‌চেন উজীর সাহেব, লোকগুলো কেমন ক'রে গিল্‌চে। এই বিপদের সময়ও রুটি মুখে উঠ্‌চে!

মুঘল সেনানী। শহরটা এম্নি ক'রে নিজেরা পুড়িয়ে দিলে!

সৈয়দ সুলতান। হায়দ্রাবাদে কি মানুষ আছে?

তোরণের নীচ দিয়া তিনজন লোক একটী নারীকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিল

নারী। ছেড়ে দে! ছেড়ে দে আমায়!

১ম ব্যক্তি। পেয়েছি যখন তখন কি আর সহজেই ছাড়চি!

২য় ব্যক্তি। পর্দ্দার পিছনে ওই রূপ লুকিয়ে রেখেছিলে?

৩য় ব্যক্তি। আজ সেই পর্দ্দা ফাঁক!

২য় ব্যক্তি। ফাতুরা ফাঁই!

১ম ব্যক্তি। তাই ত, তোমাকেই আমরা চাই।

সেনানী। চোখের সাম্‌নে নারীর এই লাঞ্ছনা!

সৈয়দ সুলতান। এম্নি পশু ব'লেই ত ওদের এই দুর্দ্দশা।

সেনানী। সাবধান, কাপুরুষের দল! এই মুহূর্ত্তেই ওই সুন্দরীকে ছেড়ে দে।

তলোয়ার বাহির করিল। তাহারা সুন্দরীকে ছাড়িয়া দিল। সুন্দরী চারিদিকে
চাহিয়া দেখিল। তোরণের নীচে একটি যুবক দাঁড়াইয়া

সকলে। চল্‌রে, ওই দিকে আবার চল্‌

যুবক। মরিয়ম! মরিয়ম!

সুন্দরী তাহার দিকে ফিরিয়া

মরিয়ম। তুমি এসেচ, ওগো, তুমি এসেচ!

মরিয়ম তাহার দিকে ছুটিলা গেল, যুবকও ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সৈয়দ আহাম্মদ মুঘলসেনানীর দিকে অগ্রসর হইলেন

সৈয়দ আহাম্মদ। বলি, খুব যে বীরত্ব জাহির কর্‌লে!

সেনানী। বীরত্বের কথা বল্‌ছেন কি মশাই! চোখের সুমুখে এই অনাচার দেখব কেমন ক'রে?

সৈয়দ আহাম্মদ। সদাচারী বীর, কোন্ দেশের লোক? হায়দ্রাবাদের ব'লে ত মনে হচ্ছে না!

সৈয়দ সুলতান। ঠিকই অনুমান ক'রেচেন। হায়দ্রাবাদের লোক হ'লে উনি ওই লম্পটদের প্রশ্রয়ই দিতেন।

সৈয়দ আহাম্মদ। মহাশয়রা কোন্ স্বর্গ থেকে নেমে এসেচেন?

সৈয়দ সুলতান। স্বর্গ থেকে নয়—আমরা আপাততঃ আস্‌চি মুঘল শিবির থেকে।

মজঃফর। গুপ্তচর উজীর সাহেব! শত্রুর গুপ্তচর।

সৈয়দ আহাম্মদ। জান, তোমাদের আমরা বন্দী করতে পারি!

সৈয়দ সুলতান। সৈয়দ আহাম্মদ!

সৈয়দ আহাম্মদ। কে!

সৈয়দ সুলতান। এত শীঘ্রই আমাকে ভুলে গেলে সুলতান জামাতা!

কৃত্রিম দাড়ী খুলিয়া ফেলিল

এইবার ছাখ ত চিন্তে পার কিনা? হাঃ, হাঃ, হাঃ!

সৈয়দ আহাম্মদ। সৈয়দ সুলতান!

সৈয়দ সুলতান। হাঁ, হায়দ্রাবাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

সৈয়দ আহাম্মদ। সত্যই যখন তা ছিলুম, তখন তুমি এম্নি স্পর্দ্ধার পরিচয় দিতে পারতে না। মনে আছে সেদিনের কথা, যেদিন

বত সভাসদদের সামনে ওই বীরবপু হ'তে বরের পোষাক একটি একটি ক'রে কেড়ে নিয়ে পদাঘাতে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম !

সৈয়দ সুলতান। সেদিনকার সে অপমান ভুলতে পারিনি ব'লেই ত আজ আবার এসেচি।

সৈয়দ আহাম্মদ। মুঘলকে পথ দেখিয়ে—

সৈয়দ সুলতান। আমার পথ নির্দ্দেশের অপেক্ষায় মুঘল নিশ্চেষ্ট ব'সে ছিল না। আর আমিও আসিনি হায়দ্রাবাদ জয় করতে। আমি এসেচি তোমার কাছে।

সৈয়দ আহাম্মদ। আমার কাছে? কেন?

সৈয়দ সুলতান। অপমানের প্রতিশোধ নিতে।

সৈয়দ আহাম্মদ। প্রতিশোধ নিতে!

সৈয়দ সুলতান। হাঁ, সুলতান জামাতা! সঙ্গে অস্ত্র আছে?

সৈয়দ আহাম্মদ। অস্ত্র?

সৈয়দ সুলতান। নেই? বেশ। আমিই দিচ্ছি!

সেনানীর তরবারি টানিয়া লইয়া তাহাকে দিতে গেল

সৈয়দ মজঃফর। গতিক বড় ভালো নয়, স'রে পড়তে হোলো।

পিছু হটিয়া হটিয়া সরিয়া গেলেন

সৈয়দ সুলতান। নাও!

সৈয়দ আহাম্মদ। অস্ত্রে কি হবে?

সৈয়দ সুলতান। সেদিন সুলতানের সভায় একাকী অসহায় পেয়ে আমার অপমান ক'রেছিলে, আমার বংশ-মর্য্যাদা নিয়ে ব্যঙ্গ ক'রেছিলে —আজ এখানে শুধু আমি আর তুমি, শুধু তরবারি নিয়ে এস আজ আমরা পরস্পর পরস্পারের শক্তি পরীক্ষা করি। যদি পার,

তাহ'লে তুমি আমাকে বধ কর—আর আমি যদি পারি তোমার বুক চিরে হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলে আমার অন্তরের জ্বালা নিবারণ করি। অস্ত্র নাও।

সৈয়দ আহাম্মদ। তুমি কি উন্মাদ! হায়দ্রাবাদের এই দারুণ দুঃসময়ে আমি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করব?

সৈয়দ সুলতান। আত্মরক্ষার সুযোগ তোমাকে দিতে চাইলুম, তাও তুমি নিলে না, তবে মর কাপুরুষ!

তাহার বুকে তরবারি বিঁধাইয়া দিল। সৈয়দ আহাম্মদ আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল

সেনানী। চলুন, সুলতান সাহেব, আর এখানে অপেক্ষা করা নিরাপদ্ নয়।

তাহাকে টানিয়া লইয়া

সম্রাট্ শুন্‌লে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন।

সৈয়দ সুলতান। চলুন সেনানী! আমার কার্য্য শেষ। সম্রাট্ যদি ক্ষমা না করেন, আমি হাসিমুখেই তাঁর দণ্ড বহন করব।

সেনানী। চলুন, আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

তাহারা চলিয়া গেল। মজঃফর খাঁ প্রবেশ করিলেন

মজঃফর। উজীর সাহেব! উজীর সাহেব! সৈয়দ আহাম্মদ!

মৃতদেহ দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

সব শেষ!

জনতায় যে লোকগুলি মদন্নাকে খুঁজিতে গিয়াছিল, তাহারাই পুনরায় প্রবেশ করিল

১ম ব্যক্তি। মদন্না পণ্ডিত নেই।

আমাদের ভয়ে পালিয়েছে।

্যাক্তি। চল্ ওদের ব'লে যাই।

মজঃফর যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া

মশাই, মদন্না পণ্ডিত পালিয়েছে।

২য় ব্যক্তি। একি আপনার সঙ্গী ওরকম ক'রে প'ড়ে আছেন কেন ?

মজঃফর। উনি কে জান ?

২য় ব্যক্তি। কি ক'রে জান্‌ব ? কোন্ বড়লোককে আমরা জানি ?

মজঃফর। উনি পরলোকগত সুলতানের জামাতা ভূতপূর্ব্ব উজীর সৈয়দ আহাম্মদ সাহেব।

১ম ব্যক্তি। উনিই সৈয়দ আহাম্মদ সাহেব !

৩য় ব্যক্তি। তা ওঁর হয়েছে কি ! মূর্চ্ছো গেছেন নাকি ?

মজঃফর। ওকে খুন ক'রেছে।

১ম ব্যক্তি। খুন ক'রেছে !

২য় ব্যক্তি। কে !

৩য় ব্যক্তি। উজীর সাহেবকে কে খুন করলে ?

মজঃফর। মদন্না পণ্ডিত।

সকলে। মদন্না পণ্ডিত !

আরো বহুলোক প্রবেশ করিল

মজঃফর। বিধর্ম্মী সেই ব্রাহ্মণ হায়দ্রাবাদের আমীর ওমরাহদের হত্যা ক'রে সিংহাসন অধিকার করবে।

২য় ব্যক্তি। আমরা বেঁচে থাকতে !

মজঃফর। তোমরা যদি মানুষ হ'তে, তা'হলে আমাদের কি দুঃখ থাকত ?

৩য় ব্যক্তি। আমাদের ব'লে দাও কোথায় মদন্না।

১ম ব্যক্তি। আগুন !

২য় ব্যক্তি। সমস্ত সহরের মাথায় আগুন !

৩য় ব্যক্তি। হায়দ্রাবাদ পুড়ে গেল।

মজঃফর। পাপে—মদন্নার পাপে !

১ম ব্যক্তি। কোথায় সেই মদন্না আমাদের ব'লে দিন।

২য় ব্যক্তি। মদন্নাকে আমরা পুড়িয়ে মার্‌ব।

সকলে। মদন্না ! মদন্না !

ঠিক সেই সময়ে মদন্না আসিয়া তোরণের নীচে দাঁড়াইল

মজঃফর। ওই সেই শয়তান !

সকলে। মার ! মার মদন্নাকে !

সকলে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। মদন্না হাত উঁচু করিল।
সকলে সহসা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল

মদন্না। হায়দ্রাবাদের অধিবাসিগণ! চেয়ে ছাখ, তোমাদের ওই কীর্ত্তি! মুঘলের অগ্নিময় গোলা যা কর্‌তে পারেনি, তোমরা তাই ক'রেছ। তোমাদের বীর পূর্ব্বপুরুষরা বিন্দু বিন্দু বুকের রক্তপাত ক'রে যে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে গিয়েছিলেন—যে সম্পদ্‌ তোমাদের জন্য সঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন, একদিনের উচ্ছৃঙ্খলতায়, তোমাদেরই অবিমৃষ্যকারিতায় তা ধ্বংস হ'য়ে গেল।

জনতা মজঃফরের দিকে চাহিল

মজঃফর। নিজের অপরাধ তোমাদেরই ঘাড়ে চাপিয়ে শঠ ওই শয়তান দোষ দোষস্খালন কর্‌তে চাইছে।

সকলে। আমরা নির্ব্বোধ নই।

সকলে মদন্নার দিকে মুখ করিল

নির্ব্বোধ নও! কখনো শুনেছ বুদ্ধিমান্ কোন লোক নিজের ঘর নিজে পুড়িয়ে দেয়? কখনো শুনেছ, ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে মানুষ দেশের, জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করে? তোমরা ক'রেছ। তবুও তোমরা নির্ব্বোধ নও?

১ম ব্যক্তি। না, না, আমরা নির্ব্বোধ নই।

অনেকে। মার, মার মদন্নাকে!

সকলে বেগে অগ্রসর হইল। মদন্না খড়্গ তুলিয়া এক-পা, এক-পা করিয়া পিছাইয়া গেলেন। জনতাও অগ্রসর হইল, তাহারা তোরণের পিছনে অদৃশ্য হইয়া গেল

মজঃফর। আর এখানে নয়।

মজঃফর চলিয়া গেলেন, অন্যদিক দিয়া মমতাজ ও মহবুব প্রবেশ করিল

মমতাজ। কিছুইত কর্‌তে পারলুম না, মহবুব!

মহবুব। সহর শুদ্ধ লোক পাগল হ'য়েছে বিবিসাহেব…আপনি একা কি কর্‌বেন?

মমতাজ। একা! একেবারে একা!

মহবুব। কেবল এই গোলাম র'য়েছে, বিবিসাহেব!

মমতাজ। তুমিই বা কি কর্‌বে মহবুব!

মহবুব। আপনার কথায় মর্‌তেও পার্‌ব বিবিসাহেব!

মমতাজ। তোমার মাঝে যে মহত্ত্ব আছে মহবুব, তার এতটুকু অংশও যদি ওদের থাকৃত!

মহবুব। আমি গোলাম, বিবিসাহেব!

তোরণের পিছনে বিকট কোলাহল শোনা গেল

মমতাজ। ওই যেন আবার কি কুকীর্ত্তি ওরা করল!

জনতা উল্লাসে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল। মমতাজ ও মহবুব এককোণে সরিয়া দাঁড়াইল

১ম ব্যক্তি। সাবাড়, মদন্না সাবাড়!

২য় ব্যক্তি। আমাদের বল্‌বে বোকা!

৩য় ব্যক্তি। তাইত দিলাম শেষ ক'রে!

৪র্থ ব্যক্তি। চাঁদ বদনে আর বোকা বল্‌তে হবে না।

মমতাজ। ওরা কি বলে মহবুব—?

মহবুব। পণ্ডিতজীকে ওরা খুন ক'রেছে।

মমতাজ। য়্যাঁ!

দুই হাতে মুখ ঢাকিল

১ম ব্যক্তি। হায়দ্রাবাদের সবাই শোন! মদন্না পণ্ডিত সাবাড়! তাকে আমরা শাস্তি দিয়েছি।

সকলে। সাবাড়, মদন্না পণ্ডিত সাবাড়!

মমতাজ। শোন্, শোন্‌রে কাপুরুষ সব!

সকলে ফিরিয়া দাঁড়াইল

মুর্খের মত তোরা ভেবেচিস্ আজকার এই পৈশাচিক আচরণের শাস্তি তোরা কখনো পাবি না? ভেবেচিস্ তোদের এই হিংসার আগুন কখনো তোদেরি বুকে হাহাকার জাগিয়ে তুল্‌বে না? ভেবেচিস্ হায়দ্রাবাদের এই দুর্য্যোগ-রাত্রির অবসানে মানুষের দিকে আর তোদের মুখ তুলে চাইতে হবে না? তাই ভেবেই কি ঘৃণা, লজ্জা, ভয় সব বিসর্জ্জন দিয়ে এম্নি পৈশাচিক উল্লাসে তোরা প্রমত্ত হ'য়ে উঠেছিস? কিন্তু শোন্, শোন্‌রে নির্ব্বোধ……

অনেকে। খবরদার, বিবি, খবরদার!

শোন্‌রে নির্ব্বোধ, হিতাহিত জ্ঞানহীন, পশুসম মূঢ় সব জীব, তোদের এই কুৎসিৎ ব্যবহার-এই হীন ঘৃণ্য আচরণ, মানুষ সইলেও খোদা সইবেন না।

১ম ব্যক্তি। রাখ বিবি, তোমার বুক্‌নি রাখ।

২য় ব্যক্তি। আমাদের মাথায় কিন্তু খুন চেপেছে।

মমতাজ। কাপুরুষের ক্রোধের পরিণাম!

২য় ব্যক্তি। মদন্না আমাদের নির্ব্বোধ ব'লেছিল, তাই তাকে আমরা খুন ক'রেছি।

৩য় ব্যক্তি। তুমিও বারবার নির্ব্বোধ বল্‌চ···

মমতাজ। তাই আমাকেও তোরা খুন কর্‌বি, কেমন?

১ম ব্যক্তি। খুন কর্‌ব না, আমরা তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাব।

২য় ব্যক্তি। ধ'রে নিয়ে সবাই মিলে শাদী কর্‌ব।

মহবুব। খবরদার!

২য় ব্যক্তি। ওই বান্দা ব্যাটাকে বেঁধে রাখ, আর ওই বিবিকে ধ'রে আন।

অনেকে। ধ'রে আন—ওকে ধ'রে আন।

দু' তিন জন মহবুবকে ঠেলিয়া অগ্রসর হইল তোরণের পিছন হইতে হাসান প্রবেশ করিল

হাসান। কাকে ধ'রে আন্‌বে ভাই সব?···আমাকে!

যাহারা অগ্রসর হইয়াছিল তাহারা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল মমতাজ অস্ফুট স্বরে

মমতাজ। সুলতান!

অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল

অনেকে। সুলতান!

হাসান। আমাকে ধর্‌বার জন্য এম্নি ক্ষেপে উঠেছ তোমরা? এইত

নিজে এসে ধরা দিলুম। আমাকে নিয়ে তোমাদের
তাই কর। খুন কর্‌তে চাও, কর,—ওই আগুনে ফেলে
মার্‌তে চাও, মার!

জনতা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

গোলকোণ্ডা পৌছেই খবর পেলুম, তোমরা উত্তেজিত হ'য়ে উঠে নগর লুঠ করেছ, প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ। তাইত তখুনি ছুটে চ'লে এলুম। এলুম, কিন্তু গোলকোণ্ডা দুর্গ থেকে বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে এলুম না। এলুম একা। একা এসে এই দাঁড়ালুম তোমাদের সাম্নে—আমারই ভাইদের কাছে

আবার চুপ করিলেন। আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন

যে দিন তোমরা আমাকে সিংহাসন দিয়েছিলে, সেদিনও সঙ্গে আমার সৈন্য-সামন্ত ছিল না। আজ যদি তোমাদের ইচ্ছামত আমাকে সিংহাসন ছাড়তে হয়—সৈন্য-সামন্ত দূরে রেখেই তা ছাড়ব। একা আমাকেই সিংহাসন দিয়ে তোমরা পুরস্কৃত ক'রেছিলে, দণ্ডও দাও একা আমাকেই!

কেহ কোন কথা কহিল না

হায়দ্রাবাদের নিরীহ অধিবাসীরা কোন অপরাধ করে নাই—কোন অপরাধই করে নাই হায়দ্রাবাদের পুর-নারীরা! উজীর মদন্না পণ্ডিতও ছিলেন হায়দ্রাবাদেরই হিতৈষী। তবুও তোমরা অরক্ষিত গৃহ সম্পদ্ লুঠ ক'রেচ, নারীর লজ্জা সম্ভ্রমের হানি ক'রে তাদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করেচ, মুঘল আক্রমণ থেকে তোমাদের রক্ষা কর্‌বার জন্য যিনি বিরাট আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁকে পর্য্যন্ত

ক'রেচ। শুধু আমারই ওপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে। এইত আমি
ছি। দাও—দণ্ড দাও।

কে। সুলতান আমরাই অপরাধী, আমাদেরই শাস্তি দিন।

সান। হায়দ্রাবাদ জ্বল্‌ছে—জ্বলুক, গোলকোণ্ডার অস্তিত্ব লোপ পেতে ব'সেচে—যাক্ তা লুপ্ত হ'য়ে। শুধু তোমরা শান্ত হও, সম্বিৎ ফিরে পাও, নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হ'য়ে খোদার সৃষ্টি সার্থক কর।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, বাজ ডাকিতেছে। একা ঔরংজেব
শিবিরের জানালার কাছে দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া
দাঁড়াইয়া আছেন। দুয়ারে প্রহরী

ঔরংজেব। বরামন্দখাঁ!

প্রহরী বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই বরামন্দ প্রবেশ করিয়া
কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইলেন ঔরংজেব তাহার
কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন

প্রকৃতি অবধি পাগল হ'য়ে উঠেছে, বরামন্দ!

বারামন্দ। সত্য সম্রাট্। এমন বর্ষণ কখনো দেখিনি।

ঔরংজেব। বর্ষাই বিস্ময় নয়। বিস্ময় এই যে জল পড়চে আর সঙ্গে সঙ্গে জমে বরফ হ'য়ে যাচ্ছে।

বরামন্দ। সে কি সম্রাট!

ঔরংজেব। ওইখানে দাঁড়িয়ে দেখে এস।

বরামন্দ সেই দিকে গেলেন, দাঁড়াইয়া দেখিলেন।
তারপর ফিরিয়া আসিলেন

দেখলে বরামন্দ? দেখতে পেলে ত দিগন্তের কোলে শাদা শাদা বরফের স্তূপ—যে দিকে দৃষ্টি ফেরাও দেখ্‌তে পাবে।

বরামন্দ। সম্রাট্ ওত বরফ নয়!

ঔরংজেব। বরফ নয়!

সম্রাট।

তবে?

কঙ্কাল।

ঔরংজেব। কঙ্কাল!

ঔরংজেবের মুখে চোখে যেন ভয়ের ভাব
ফুটিয়া উঠিল

কিসের কঙ্কাল?

বরামন্দ। সম্রাট্, ক্ষুদ্র এই গোলকোণ্ডার সঙ্গে সংগ্রামে এত লোক হত হ'য়েচে যে তাদের কবর দেওয়াও সম্ভব হয়নি......

ঔরংজেব। তুমি যাও......আমার সাম্নে থেকে স'রে যাও বরামন্দ...

বরামন্দ কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেলেন। ঔরংজেব তাহার দিকে
চাহিয়া, ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে
আবার সেই জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। আবার
একটু পরে প্রহরীকে চলিয়া যাইতে বলিলেন

বরামন্দখাঁ!

আবার প্রহরী চলিয়া গেল। ঔরংজেব সরিয়া আসিলেন,
বরামন্দ প্রবেশ করিলেন

কেবল মুঘল সৈনিকেরই ওই কঙ্কাল বরামন্দ?

বরামন্দ। শুধুই কি মুঘলের সম্রাট?

ঔরংজেব। আর কাদের?

বরামন্দ। মারাঠা, বিজাপুরী সবচেয়ে বেশী কুতবশাহী সাম্রাজ্য এম্নি ক'রে আত্মদান ক'রেছে।

ঔরংজেব। এত ভয়ানক যুদ্ধ হ'য়েছে, বরামন্দ?

বরামন্দ। শুধু যুদ্ধেই এত লোক হত হয়নি সম্রাট্...

ঔরংজেব। আর কি কারণ রয়েচে?

বরামন্দ। দুর্ভিক্ষ, মড়ক……

ঔরংজেব। দুর্ভিক্ষ! আজও ত দুর্ভিক্ষে মানুষ মরচে,

বরামন্দ। হাঁ, সম্রাট!

ঔরংজেব। কিন্তু আজও গোলকোণ্ডার পতন হোলনা!

বরামন্দ। সম্রাট্, আবুল হাসানের পত্রের জবাব দেওয়া হয়নি।

ঔরংজেব। কোন্ পত্রের বরামন্দ?

বরামন্দ। যে পত্রে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মুঘল-সৈন্যদের খাদ্য পাঠিয়ে সাহায্য করবার প্রস্তাব ক'রেছেন।

ঔরংজেব। হাঁ, শয়তানের সেই নির্ম্মম পরিহাসের জবাব দিতে হবে।

বরামন্দ। কি লিখ্বো সম্রাট্?

ঔরংজেব। সে জবাব লিখে জানাতে হবেনা, জানাতে হবে গোলকোণ্ডা দুর্গ ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে।

বরামন্দ। আবুল হাসান ব'লেছেন সম্রাট্……

ঔরংজেব। আবুল হাসান কি ব'লেছে বরামন্দ?

বরামন্দ। সন্ধি করা না করা সম্রাটের ইচ্ছা। মুঘল সৈন্যেরা খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছে জেনে তিনি খাদ্য পাঠাবার অনুমতি মাত্র চেয়েছেন।

ঔরংজেব। উদার প্রকৃতির লোক এই আবুল হাসান, না বরামন্দ?

বরামন্দ। [illegible] সম্রাট্ [illegible] দেখতে পাই। [illegible]

ঔরংজেব। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মুঘল সৈনিকদের খাদ্য দিয়ে সাহায্য করবেন। আলমগীরের সঙ্গে এমন নির্ম্মম পরিহাস করতে শয়তান সেই [illegible] উদার হাসান!

নালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। একটু পরেই
ফিরিয়া আসিলেন

সম্রাট্!

ঔরংজেব। মুঘল সৈনিকদের মৃতদেহ কবরে ঠাঁই পায়নি।

বরামন্দ। তা যে একেবারে অসম্ভব ছিল সম্রাট!

ঔরংজেব। হয়ত অসম্ভবই ছিল। কিন্তু তাই ব'লেই কি মার্জ্জনা পাওয়া যায়? খোদার কাছে আমি অপরাধী, বরামন্দ! কাজী সাহেবকে একবার সেলাম দাও। দেখি, তিনি কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কি না…

বরামন্দ যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু আবার
ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এখনও কেউ আসেনি?

বরামন্দ চলিয়া গেলেন। ঔরংজেব আবার জানালার কাছে
গিয়া দাঁড়াইলেন। দূত প্রবেশ করিল

দূত। জাঁহাপনা!

ঔরংজেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দূতকে দেখিয়া দ্রুত
কাছে আসিলেন

ঔরংজেব। সংবাদ দূত?

দূত। জাঁহাপনা, দুর্গ-প্রাচীরের চার যায়গায় চারটী ছিদ্র ক'রে বারুদ ভর্ত্তি ক'রে আগুন দেওয়া হ'য়েছিল।

ঔরংজেব। প্রাকার ভগ্ন?

দূত। কুতবশাহী সৈন্য সেই দুর্গের ভিতর থেকে ছিদ্র ক'রে জল দিয়ে সেই বারুদ ভিজিয়ে দেয়। তাই আমাদের অগ্নিসংযোগের ফলে

শুধু বাইরের দিকের খানকত পাথর স্থানচ্যুত প্রাণ হানি ক'রেছে।

ঔরংজেব। এই সংবাদ দিতে তুমি ছুটে এসেচ? মূর্খ! যা

দূত চলিয়া গেল

খোদার অভিশাপ! মুসলমানের মৃতদেহ আজও মাটি পায়নি।

কাজি-সাহেব প্রবেশ করিলেন

সঙ্গে বরামন্দর্খা

আসুন কাজী সাহেব! বরামন্দ! কাজী সাহেবকে দেখিয়ে আন।

বরামন্দ কাজী সাহেবকে লইয়া জানালার দিকে গেলেন।
একটু পরে ফিরিয়া আসিলেন

আমার ও পাপ কি ক'রে যায় কাজী সাহেব?

কাজীসাহেব। সম্রাট্!

ঔরংজেব। বেশ ভাল ক'রে ভেবে বলুন কাজীসাহেব।

কাজীসাহেব। আমি বলি গোলকোণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আর কাজ নাই।

ঔরংজেব। কেন বলুন ত?

কাজীসাহেব। কুতবশাহী বংশ যদিও সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, তবুও মুসলমান। খোদার চক্ষে সিয়া-সুন্নিতে কোনই প্রভেদ নাই। আপনি খোদার সেবক। সিয়াদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ আপনার শোভা পায় না।

ঔরংজেব। কে বলে কাজীসাহেব যে সুন্নি ব'লেই আমি সিয়া কুতবশাহীর ধ্বংস কামনা করি? সেখ-উল-ইস্লাম একদিন ব'লেছিলেন, তাই তাকে আমি রাজনীতির গণ্ডীর বাইরে,

বাইরে—একেবারে মক্কায় পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনিও
[illegible]ই বল্‌তে চান?

[illegible]হেব। আমি না বল্লেও লোকে তা বল্‌তে পারে।

[illegible]জেব। যারা মিথ্যা বলে. তাদের কণ্ঠ রোধ কর্‌তে আমি জানি কাজীসাহেব!

কাজীসাহেব। মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের অভিযান যে সঙ্গত নয়, একথা যে বল্‌বে তারও কণ্ঠ কি আপনি রোধ কর্‌বেন?

ঔরংজেব। না।

কাজীসাহেব। সম্রাট্ যা কর্‌ছেন তা কি সঙ্গত?

ঔরংজেব। অসঙ্গত কাজ আলমগীর করে না কাজীসাহেব!

কাজীসাহেব। মুসলমান গোলকোণ্ডার বিরুদ্ধে সম্রাটের এই অভিযান?

ঔরংজেব। আবুল হাসান মুসলমান!

কাজীসাহেব। গোলকোণ্ডার সুলতান বিধর্ম্মী নন।

ঔরংজেব। আবুল হাসান যে মুসলমান নন, তা আপনাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমার এই আদেশ শুনে রাখুন। আমার শিবির থেকে বেরিয়ে সোজা আপনি আমেদাবাদে চ'লে যাবেন। আপনার জিনিষ-পত্র পরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সমর-শিবিরে আপনার মত শত্রুর প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন লোক রাখা নিরাপদ নয়।

কাজীসাহেব। সম্রাটের আদেশেই আমি এসেছিলুম।

ঔরংজেব। আবার আমার আদেশেই আমেদাবাদে আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌বেন।

কাজীসাহেব। সম্রাট্ যদি আমাকে একেবারে অবসর দেন, তা'হলেও আমি দুঃখিত হব না।

ঔরংজেব। শুধু মুসলমান আবুল হাসানের পতন হ'
হবেন! না?

কাজীসাহেব। মুসলমানের প্রতি সহানুভূতি আমার ধর্মে
অঙ্গ।

ঔরংজেব। আমারও কাজী সাহেব। কিন্তু কে প্রকৃত মুসলমান আর কে নয়;—তা আমি জানি, আপনি জানেন না। আবুল হাসান মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রেও মুসলমান নয়। সুরা আর নারী যার জীবনের দুই প্রধানা সহচরী, তাকে আপনি মুসলমান ব'লে শ্রদ্ধা করতে পারেন—আমি পারি না। আপনি জানেন হায়দ্রাবাদে বিশহাজার বারবিলাসিনী প্রত্যহ পুরুষের লালসার আগুনে ইন্ধন যোগায়? আপনি শুনেছেন হায়দ্রাবাদ রাজপথের দুই পার্শ্বে অসংখ্য সরাইখানায় প্রত্যহ বারোহাজার মশক মদ্য বিক্রয় হয়? আপনি জানেন যে কোন কুতবশাহী আজ পর্য্যন্ত এই পাপস্রোত বন্ধ ত করেই নাই—অধিকন্তু নিজেও তারই মাঝে ডুবে র'য়েচে? আপনি শুনেচেন—আবুল হাসান প্রকাশ্যে প্রচার করে নারী আর সুরাই মানুষকে মুক্তিপথে এগিয়ে দেয়।

কাজীসাহেব। সম্রাট্!

ঔরংজেব। এখনও বল্‌তে পারেন আবুল হাসান মুসলমান? স্বধর্ম্মাবলম্বী ব'লে তার প্রতি আমাদের অনুরক্ত হওয়া উচিত?

কাজীসাহেব। সম্রাটের মত সকলের মনের জোর থাকে না।

ঔরংজেব। মুস্লিম আদর্শ যারা ক্ষুণ্ণ করে, ঔরংজেবের তাদের প্রতি কোন সহানুভূতি থাকৃতে পারে না। বরং বিধর্ম্মীর দুর্ব্বলতা আমি ক্ষমা করতে পারি—মুসলমানের নয়।

কাজীসাহেব। আদর্শ মুস্লিম ভারতে ক'টি আছে সম্রাট!

একটিই আছে—আলমগীর। তাই ভারতে আর কোন
মান শাসক সে রাখবে না।

দূত প্রবেশ করিল

দূত। গোলকোণ্ডার সংবাদ জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। একটু অপেক্ষা কর। কাজীসাহেব আপনার আমেদাবাদ যাবার সময় হ'য়েছে। দাক্ষিণাত্য জয় ক'রে যখন আমেদাবাদে ফিরে যাব, তখন আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

কাজীসাহেব কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেলেন

রণক্ষেত্রের উত্তেজনা কাজীসাহেবের মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে বরামন্দ! আমি জানি, তাও দেয়। সুতরাং তুমিও সতর্ক থেকো।

দূতের দিকে অগ্রসর হইয়া

তারপর, গোলকোণ্ডার সংবাদ দূত!

দূত। পাঠানবীর পানির্খাঁ মুঘল প্রস্তাবে সম্মত হ'য়েছেন।

ঔরংজেব। হ'য়েছেন?

দূত। সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন উপযুক্ত সময়ে তিনি কুতবশাহী সৈনিকদের অগোচরে দুর্গের দরজা খুলে দেবেন।

ঔরংজেব। মুঘল সেনাপতিরা?

দূত। তারাও সকল রকমে প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছেন। দুর্গের পিছনদিকের দরজা দিয়ে স্বল্প সংখ্যক মুঘল বীর দুর্গে প্রবেশ ক'রে প্রধান প্রবেশ পথ উন্মুক্ত ক'রে দেবেন আর মুঘলবাহিনী সেই পথ দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করবে।

ঔরংজেব। মুঘল সেনাপতিদের ব'লো দূত, তাঁদের এই কার্য্য-প্রণালী সম্রাট্ সমর্থন ক'রেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে করিয়ে দিচ্ছেন

যে, মুঘলের পক্ষে কোথাও যদি এতটুকু ত্রুটি থাকে সমগ্র মুঘল-বাহিনী ওই গোলকোণ্ডা দুর্গেই সমাধি লা যাও! বরামন্দ!

বরামন্দ। সম্রাট্!

ঔরংজেব। মুখ খানা যেন তোমার বিমর্ষ ব'লে মনে হচ্ছে? আবুল হাসানের পতনের সম্ভাবনা কি তোমাকে পীড়া দিচ্ছে বরামন্দ?

বরামন্দ। না সম্রাট্। বিশ্বাসঘাতক এই পানিখাঁর কথাই আমি ভাবছিলুম।

ঔরংজেব। বিশ্বাসঘাতক পাণিখাঁ! সত্যই সে বিশ্বাসঘাতক—ঘৃণার পাত্র। কিন্তু আলমগীরের দুর্ভাগ্য এই যে, জীবনে কেবলমাত্র একটি পানিখাঁর সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ হোলনা?

বরামন্দ। আমি ভাবছি সম্রাট্, মুঘলপক্ষে যদি এম্নি বিশ্বাসঘাতক কেউ থাকৃত?

ঔরংজেব। কখনো ছিল না, বরামন্দ? পাঠান পানিখাঁ হাসানের কেউ নয়, বেতনভুক্ সৈন্য মাত্র। এক প্রভু ত্যাগ ক'রে অন্য প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করা তার পক্ষে খুব অসঙ্গত নয়। কিন্তু আলমগীরের পুত্রকন্যারা কি ক'রেছে, বরামন্দ? আর কারু কথা জিজ্ঞাসা করচি না। আমারই পুত্র-কন্যারা কি ওই পাঠান সেনাপতির চেয়ে কম অপরাধী? মহম্মদ, জেবউন্নেসা, আকবর এবং অবশেষে, সর্ব্বশেষে হয়ত নয়, এই গোলকোণ্ডা অভিযানে এসে শাহ্জাদা শাহ্আলম কি ক'রেছে তা ত' তোমার না জান্বার কথা নয়? আমার অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে—আমারই স্নেহে পুষ্ট হ'য়ে—আমারই উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রে দেবার জন্য বার বার কি তারা শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেনি?

সম্রাট সে অপরাধের শাস্তিও দিয়েছেন।

শাস্তি! না না, বরামন্দ, আমি তাদের শাস্তি দিই নাই, এক একখানি করে নিজের পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে ফেলেছি।

সম্রাট দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোলকোণ্ডার দুর্গের একটি কক্ষ। এক দিক্ দিয়া জিন্নৎকে লইয়া মনিজা প্রবেশ করিল

জিন্নৎ। আমার পা আর চল্‌ছে না, মনিজা!

মনিজা। এখুনি জয়োন্মত্ত মুঘল সৈন্য এইদিকে এসে পড়বে বেগম সাহেবা।

জিন্নৎ। কিন্তু পালিয়ে আর কোথায় যাব? কোথায় আমাদের ঠাঁই।

মনিজা। সুলতান নির্দেশ ক'রে দেবেন।

জিন্নৎ। সুলতান যে আমাদেরই মত অসহায়! এম্নি ক'রে বিশ্বাস-ঘাতকরা গোলকোণ্ডাকে শত্রুর হাতে সঁপে দিল। আমীর, ওমরাহ, মনসবদার, সৈন্যাধ্যক্ষ, অবশেষে—অবশেষে দুর্গাধ্যক্ষও বিশ্বাসঘাতকতা করল মনিজা!

মনিজা। তাদের অপরাধের শাস্তি তারা পাবে।

জিন্নৎ। তারা ত ঔরংজেবের অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবে। শাস্তি যা হ'লো, তা আমাদেরই। মান, সম্ভ্রম, সিংহাসন, সবই হারিয়ে আজ পথে দাঁড়ালুম মনিজা!

মনিজা। ওই সুলতান আস্‌ছেন।

হাসান প্রবেশ করিল। রুক্ষকেশ, নিষ্প্রভ নয়ন ;
ললাট দিয়া রক্ত ঝরিতেছে

হাসান। এই যে বেগম সাহেবা।

জিন্নৎ। সুলতান!

হাসান। এই শেষবার তোমাকে বেগম বল্লুম, জিন্নৎ।

ছুটিয়া তাহার কাছে গিয়া

জিন্নৎ। তুমি আহত!

হাসান। অন্তরে—জিন্নৎ, অন্তরে। মানুষের সব অপরাধ সহ্য করা যায়—যায় না শুধু এই কৃতঘ্নতা। গোলকোণ্ডা ছিল অজেয় জিন্নৎ, সারা জীবনের চেষ্টাতেও ঔরংজেব এ দুর্গ জয় করতে পারত না। কৃতঘ্নরা দুর্গদ্বার খুলে দিল, জল-প্রপাতের মত দুর্ব্বার শক্তি নিয়ে মুঘল-সৈন্য দুর্গে প্রবেশ ক'রে নিমেষে সব অধিকার ক'রে নিল।

জিন্নৎ। সুলতান!

হাসান। অথচ জিন্নৎ, ওই পানিখাঁই ছিল আমাকে সিংহাসনে বসাবার প্রধান সহায়! একদিন না চাইতেই আশাতীত দান পেয়েছিলুম আর আজ যতটুকু পাবার আশা করছি ততটুকুই পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে।

জিন্নৎ। সুলতান, আপনি আহত, এখানে আর অপেক্ষা করবেন না।

হাসান। এ আঘাত কিছুই নয় জিন্নৎ।

বাইরে মুঘলের জয়োল্লাস

জিন্নৎ। ওই মুঘলের জয়োল্লাস!

মনিজা। এই দিকেই যেন আসচে, বেগম সাহেবা!

জিন্নৎ। ওরা কি আমাদের বেঁচে থাকতেও দেবে না?

দেবে জিন্নৎ—দেবে। ঔরংজেব আমাকেই শাস্তি দিতে চায়, সমগ্র গোলকোণ্ডাকে নয়। আমি সংবাদ পাঠিয়েছি—আমি আত্ম-সমর্পণ করব।

জিন্নৎ। সুলতান!

হাসান। অকারণ লোকক্ষয় আর আমি হতে দোব না।

জিন্নৎ। ওরা যদি সুলতানকে বন্দী ক'রে রাখে?

হাসান। যদি নয় জিন্নৎ—বন্দী আমাকে অবশ্যই করবে—হত্যাও করতে পারে।

জিন্নৎ। সুলতান! সুলতান!

সুলতানের গলা জড়াইয়া ধরিল

হাসান। এম্নি ক'রে বাহুপাশে বেঁধে ত আমাকে কাছে রাখ্‌তে পারবে না—ওই চোখের জল দিয়ে এই ললাটের লেখা ত ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে পারবে না। চল জিন্নৎ, আজ তোমাতে আমাতে একলাটি ব'সে থাকি। যে পরিচয় এতদিন জমে ওঠবার অবসর পায়নি—যাবার আগে তাকে নিবিড় ক'রে নিয়ে যাই।

জিন্নৎ ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। হাসান তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গেল। মনিজাও তাহাদের অনুগমন করিল। দুইজন মুঘল-সৈন্য প্রবেশ করিল

১ম সৈনিক। এই দিকেই গেল যে!

২য় সৈনিক। যদি সুলতান সঙ্গে থাকে!

১ম সৈনিক। বয়েই গেল। বিষ দাঁত যে ভেঙে গেছে!

তৃতীয় সৈনিক প্রবেশ করিল

৩য় সৈনিক। ওরে হুঁসিয়ার!

১ম সৈনিক। কেন, কিসের ভয়!

৩য় সৈনিক। শাহজাদা আদেশ দিয়েছেন, লুঠপাট যেন না হয়

২য় সৈনিক। আমরা ত লুঠ কর্‌তে যাচ্ছি না।

৩য় সৈনিক। তবে?

১ম সৈনিক। আমরা মধু খেতে যাচ্ছি।

৩য় সৈনিক। মধু!

২য় সৈনিক। হাঁ, হাঁ, মধু।

৩য় সৈনিক। মৌচাক আছে নাকি রে!

১ম সৈনিক। আবুল হাসানের হারেমের ফোকরে ফোকরে মধুরে ভাই—ফোকরে ফোকরে মধু।

৩য় সৈনিক। যদি হুল ফোটায়?

২য় সৈনিক। তা আর ফোটাবে না।

৩য় সৈনিক। তবে বাবা!

১ম সৈনিক। যা, যা, তোর কাজ নয়। তুই স'রে পড়। আমরা চল্লুম মধুর সন্ধানে।

আহত একটি বীর উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ছুটিয়া প্রবেশ করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রক্ত পড়িতেছে

আব্দার রেজাক। খবরদার মুঘলদস্যু!

১ম সৈনিক। এ বীরত্ব এতক্ষণ কোথায় ছিল, বাবা!

আব্দার রেজাক। হারেমের দিকে এক পা অগ্রসর হ'তে দোব না।

ছুটিয়া গিয়া পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল

গোলকোণ্ডার সকলেই বিশ্বাসঘাতক নয়।

২য় সৈনিক। গোলকোণ্ডার সকলেই বীর—যায় তার সুলতান।

মুঘল সৈনিকরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

রেজাক। তবে দেখরে মুঘল তস্কর, গোলকোণ্ডায় মানুষ আছে কিনা।

অস্ত্র লইয়া আক্রমণ করিল। মুঘলরাও আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। হাসান প্রবেশ করিল

হাসান। আর কেন, ভাই সব! কেন বৃথা এই রক্তপাত, কেন এই হিংসার প্রকাশ! সুলতান যখন আত্ম-সমর্পণ করতে চেয়েছেন, তখন বিরোধের আবশ্যক নেই!

১ম সৈনিক। এই উদ্ধত সৈনিক আমাদের অপমান ক'রেছে।

হাসান। পরাজয়ের জ্বালা ওকে যে পীড়া দিচ্ছে! আমি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি।

আব্দার রেজাকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন

২য় সৈনিক। এই লোকটাই সুলতান?

৩য় সৈনিক। বেশত ভদ্র!

১ম সৈনিক। চল ভাই ফিরেই যাই।

৩য় সৈনিক। কেন মধু খাবিনে?

২য় সৈনিক। বরাতে থাকে ত আপনিই জুটবে।

ভেরী নিনাদ শোনা গেল

১ম সৈনিক। ওইরে ডাক প'ড়েচে।

২য় সৈনিক। চল্, চল্, শিগ্‌গীর।

৩য় সৈনিক। ওই ছাখ।

১ম সৈনিক। একটি মেয়েছেলেকে ধ'রে নিয়ে আসছে।

আবার ভেরী বাজিল

২য় সৈনিক। ওইরে! আবার কোঁ, কোঁ, কোঁ! মজাটা একটু দেখতে দিল না।

৩য় সৈনিক। চল্, চল, নইলে আবার সাজা দেবে।

তাহারা চলিয়া গেল। মমতাজকে লইয়া বাহাদুরখাঁ প্রবেশ করিল। সঙ্গে মহবুব

বাহাদুর। লড়াই করা কি মেয়েছেলের কাজরে, দিদি!

মমতাজ। লড়াই আবার কখন করলুম?

মহবুব। বারুদখানায় ঢুকতে যাবেন আর একটা পাথর এসে পড়ল বুকে। তারপর মুঘল দুর্গে ঢুকল। আমি মড়া হ'য়ে বিবিসাহেবকে ঢেকে প'ড়ে রইলুম। যদি খোঁচা দিয়ে দেখত, তা'হলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু এমন বোকা ওরা, কেউ তা দেখল না।

বাহাদুর খাঁ। বুকে তোর বড্ড লেগেছে। মুখ দিয়েও যে রক্ত বার হ'য়েছে।

মমতাজ। ও একটুখানি দাদু সাহেব। ওর জন্যে তুমি ভেবো না। তুমি সুলতানের সন্ধান কর। দ্যাখ তিনি কোথায়!

বাহাদুর খাঁ। শুনলুম তিনি হারেমের দিকেই গেছেন।

মমতাজ। হারেমে তিনি বেশীক্ষণ থাকতে পারবেন না। তুমি যাও দাদুসাহেব, তাঁর কাছেই যাও।

বাহাদুর খাঁ। তুই!

মমতাজ। আমি যাচ্ছি দাদুসাহেব, ওই মহবুবকে নিয়ে যাচ্ছি।

বাহাদুর খাঁ। দেখিস্ আবার যেন কোন হাঙ্গামায় না পড়িস্।

মমতাজ। না দাদু সাহেব, আর কোন দ্বন্দ্ব নাই।

বাহাদুর খাঁ। দেখিস্ দিদি!

বলিতে বলিতে বাহাদুর চলিয়া গেলেন

মমতাজ। মহবুব!

মহবুব। কি বিবি সাহেব!

আমার অনেক উপকার ক'রেছ।

বিবি সাহেব!

আর একটি কাজ তোমাকে করতে হবে।

আমি সবই করতে পারি!

তাজ। যদি দেখ আমি টেনে শ্বাস নিতে পরছি না, তা'হলে সুলতানকে একটিবার খবর দিয়ো!

মহবুব। আমি এখনই গিয়ে তাঁকে বলছি।

মমতাজ। না, না, এখনই তোমাকে যেতে হবে না। আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচব না। মরবার সময় শুধু সুলতানকে দেখতে চাই সেই সময়টিতে তুমি সুলতানকে খবর দেবে—তার আগে নয়।

মহবুব মমতাজের পা ধরিয়া কহিল

মহবুব। আপনাকে আমি মরতে দোব না বিবি সাহেব!

মমতাজ। মৃত্যু কি কেউ রোধ করতে পারে মমবুব! ওঠ মহবুব আমাকে ঘরে নিয়ে চল!

মহবুব উঠিয়া দাঁড়াইল

মহবুব। বিবিসাহেব !

কাঁদিয়া ফেলিল

মমতাজ। চল মহবুব।

মহবুব মমতাজকে ধরিয়া লইয়া গেল